উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৭৯৬.১৫ (+৬৭৭.৫৫)
নিফটি : ২৪,৯৪৬.৫০ (+২২৭.৯০)

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস
স্ক্যাবিগন
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

আটকে ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া
ইরান-ইজরায়েলের হামলা-পালটা হামলার জেরে ইরানে আটকে পড়েছেন ১০ হাজারের বেশি ভারতীয় পড়ুয়া। তাঁদের অধিকাংশ সেখানে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। » ৭

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান সাইপ্রাসের
সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার মাকারিওজ থার্ড' পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার তাঁকে এই সম্মান দিলেন সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩২°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৭°	২৭°	২৬°

মমতার তোপে
জামালদহ সীমান্ত থেকে তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনার পর রাজ্য প্রশাসনের নিশানায় বিএসএফ। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। » ৮

শিলিগুড়ি ২ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 17 June 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 30

অন্যরা যা ভাবে না
আমরা তা ~~করে~~ লিখে দেখাই
uttarbangasambad.com
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নথি না হাতের মোয়া

ফকদইবাড়িতে স্টুডিও এবং স্টেশনারি দোকানের আড়ালে তৈরি হত জাল পরিচয়পত্র। শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় এর আগেও ভুয়ো নথি তৈরির কারবারের হদিস মিলেছে। আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাংলাদেশি ছাত্রের কাছেও।

গ্রেপ্তারির পর বেআইনি কারবারিরা। ফকদইবাড়িতে সোমবার।

জাল পরিচয়পত্র চক্রের ৭ ধৃত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে আধার কার্ড, বাদ পড়েনি প্যান কার্ডও। তবে আসল নয়, সবই নকল। অথচ এসব আসল হিসেবে বানিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়ে প্রচুর টাকা আদায় করা হত। তাঁরা যে প্রতারিত হচ্ছেন তা উপভোক্তারা প্রথম দিকে কিছুতেই বুঝতে পারতেন না।

স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও ভক্তিনগর থানার পুলিশ এমনই এক প্রতারণাচক্রের পর্দা ফাঁস করল। ফকদইবাড়িতে স্টুডিও ও স্টেশনারি দোকানের আড়ালে অফিস তৈরি করে তাতে বায়োমেট্রিক মেশিন বসিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে দিব্যি এই কারবার চালানো হত। শেষমেশ ক্রেতা সেজে এই চক্রের জড়িত এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিল্মি কায়দায় পুলিশ তাদের পাকড়াও করল।

এই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে বাড়ির মালিক চিত্তরঞ্জন সরকার, রানিডাঙ্গার মংলু সিংহ, ফকদইবাড়ির হরিকিশোর রায়, গোঁসাইপুরের বিশ্বজিৎ রায় ও দেশবন্ধুপাড়ার আভেশ গুপ্ত এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। আশিঘরের তেলিপাড়ার বাসিন্দা ষষ্ঠী মণ্ডল ও চয়নপাড়ার বাসিন্দা টিটু দাস ওই অফিসে জাল আধার কার্ড সহ বিভিন্ন ধরনের জাল পরিচয়পত্র বানাত। কম্পিউটারে বসে কার্ড বানানোর সময় পুলিশ ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ই জাল আধার কার্ডের হদিস মিলছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই বাংলাদেশি ছাত্রের কাছেও আধার কার্ড রয়েছে। এসবের সঙ্গে এই চক্র যুক্ত কি না বলে প্রশ্ন উঠেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'একটি সূত্র মারফত খবর পেয়ে আমরা নজরদারি চালাচ্ছিলাম। এখনও পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের অভিযান চলছে।'

তদন্তে পুলিশ
- আসল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড বানিয়ে দেওয়া হবে বলে টাকা নেওয়া হত
- বদলে তাঁদের জাল পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হত
- জাল কাস্ট স্যার্টিফিকেট, জন্ম শংসাপত্র বানাত চক্রটি
- সাতজনকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

শহর সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গা থেকেই সহজে জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড মিলছে বলে খবর পাওয়ার পর তদন্তকারীরা বেশ কিছুদিন ধরেই সে সবের খোঁজ চালাচ্ছিলেন।

এরপর আটের পাতায়

উদ্বিগ্ন এনবিইউ কর্তৃপক্ষ, দায় এড়ালেন গৌতম

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : শান ভৌমিকের কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই বাংলাদেশি পড়ুয়াদের নিয়ে সতর্ক হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত সমস্ত বাংলাদেশি ছাত্রকে ভিসা, পাসপোর্ট সহ সশরীরে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টুডেন্ট সেল-এর কোঅর্ডিনেটর এবং জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত।

প্রতিবেশী দেশের পড়ুয়াদের নিয়ে যখন উদ্বিগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন শান ইস্যুতে কার্যত দায় ঝেড়ে ফেললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। অবৈধভাবে ভারতীয় নথি তৈরি করে বেশ কয়েক বছর থেকে মেয়রের ওয়ার্ডেই ফ্ল্যাট কিনে বসবাস করছিল শান। তাতেই প্রশ্ন উঠেছে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে। সেসব নিয়ে কোনও বাক্য ব্যয় না করলেও এদিন সামাজিক মাধ্যমে একটি দায়সারা বিবৃতি দিয়ে গৌতম শুধু জানিয়ে দেন, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় শান-এর নাম নেই।

খোদ মেয়রের ওয়ার্ডে বসেই বছরের পর বছর ধরে বেআইনি কারবার চালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশি ছাত্রের কীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় শহরে। তারপরই সোমবার দুপুরে ৬৭ শব্দের একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন মেয়র। তাতে তিনি জানান, যে ডেভেলপার ফ্ল্যাট বিক্রি করেছেন তাঁর কাছে ওই বাংলাদেশি ছাত্রের কোনও বৈধ নথিপত্র প্রায় নেই।

বৈধ নথিপত্র ছাড়া কেন ফ্ল্যাট বিক্রি করা হল তারজন্য সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হচ্ছে কি না তা অবশ্য জানাননি গৌতম। শান যে অবৈধভাবে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড বানিয়েছেন তা-ও ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। আবাসনের এক বাসিন্দার বক্তব্য উদ্ধৃত করে মেয়র লিখেছেন, 'ছেলেটার আধার কার্ড এবং ভোটার আইডি রয়েছে, তবে সেগুলো এই ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়।' কোন ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত বিবৃতিতে তার উল্লেখ নেই। প্রশ্ন করা হলেও উত্তর মেলেনি।

বাংলাদেশি ইস্যুতে প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য গৌতমের স্পষ্ট বিবৃতি দাবি করেছেন। তাঁর কথা, 'ওই বাংলাদেশি ছাত্র কোন ওয়ার্ডের ভোটার তা স্পষ্ট করে বলুন মেয়র। যে কোনও ওয়ার্ডের ভোটার হলেই তার দায় এড়াতে পারেন না মেয়র। পুরনিগম এবং রাজ্য প্রশাসনে তাঁরাই ক্ষমতায় আছেন। তাই জবাব তাঁদেরকেই দিতে হবে।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও শান ইস্যুতে দ্রুত পদক্ষেপ চেয়েছেন।

বাংলাদেশি ছাত্র-বিতর্ক
- শান ভৌমিকের ভর্তি বাতিল করার প্রক্রিয়াও শুরু করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বাংলাদেশি ছাত্রকে ভিসা, পাসপোর্ট সহ সশরীরে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের
- শহরের নিরাপত্তা নিয়ে কথা নেই, ৬৭ শব্দের বিবৃতি দিয়ে দায় সারলেন মেয়র
- মেয়রের স্পষ্ট বিবৃতি দাবি অশোক ভট্টাচার্য এবং শংকর ঘোষের

তাঁর বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা সবটাই তৃণমূলের দখলে। তাদের এবং রাজ্য প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া কোনওভাবেই অবৈধ ভোটার, আধার কার্ড তৈরি করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

এরপর আটের পাতায়

তেল আভিভ বিধ্বস্ত, তেহরানের আকাশ দখল

তেল আভিভ ও তেহরান, ১৬ জুন : আয়রন ডোমকে ব্যর্থ করার সেই সাফল্যের পর যুদ্ধের খেলাটা ঘুরে যাচ্ছে পশ্চিম এশিয়ায়। কার্যত তেহরানের আকাশের দখল নিয়ে ফেলেছে ইজরায়েল। যুদ্ধ জয় সময়ের অপেক্ষা বলে আস্ফালন শুরু করে দিয়েছে তেল আভিভ। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দাবি করেন, ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষে বিজয় অর্জন করতে চলেছে তাঁর দেশ।

ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, ইরানের আকাশের 'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ' এখন তাদের হাতে। ইতিমধ্যে ইরানের মিসাইল লঞ্চারের এক-তৃতীয়াংশ তারা ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করছে। তেহরানের পশ্চিমাংশে একটি সামরিক ঘাঁটিতে, এমনকি হাসপাতালে হামলা হয়েছে আকাশপথে। তেহরানে একটি সংবাদমাধ্যমের কার্যালয়ে খবর পাঠ করছিলেন সঞ্চালিকা। সেই সময় ক্ষেপণাস্ত্র এসে আছড়ে পড়ে সেখানে। যদিও সোমবার সকালটা এরকম ছিল না। কার্যত গোটা ইজরায়েলকে বাংকারে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ইরান।

সোমবার ভোররাত থেকে তেল আভিভে নজিরবিহীন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা শুরু করে ইরানি সেনা। আয়রন ডোমের ঘেরাটোপ এড়িয়ে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে তেল আভিভের বসতি এলাকায়। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। ভেঙে পড়েছে একাধিক বহুতল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানকার মার্কিন দূতাবাস। কিন্তু দুপুরের পর থেকে খেলা ঘুরতে শুরু করে।

তেহরানে ব্যাপক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু হয়। ইজরায়েলের হামলায় একটি সেনাঘাঁটি ধ্বংসের কথা স্বীকার করেছে ইরানি সেনা। হামলার তীব্রতা বাড়বে জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তেহরান ছেড়ে চলে যেতে বলেছে ইজরায়েল। ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে ইরানের ফোর্ডো পারমাণবিককেন্দ্রে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে, রিখটার স্কেলে তার কম্পনের তীব্রতা ধরা পড়েছে ২.৫।

নাতঞ্জে ইরানি পারমাণবিক গবেষণাগারে পড়েছে ক্ষেপণাস্ত্র। ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করছে ইজরায়েল। তবে ইরানি হামলায় তেল আভিভে ৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত শতাধিক। ইজরায়েলের জবাবি হামলায় ইরানে মৃতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র পড়েছে ইজরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ শহর হাইফায়। এরপর আটের পাতায়

মনোজের শাস্তি, শিখাকে ধমক মমতার

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন : বিধানসভায় ফের ধুন্ধুমারে ঘুরে-ফিরে আলোচনায় উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়করা। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সময় ওয়েলে নেমে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে হইচই করায় মার্শাল ডেকে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁকে বের করে দেন অধ্যক্ষ। পরে তাঁকে একদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয় বিধানসভার অধিবেশন থেকে। একই কারণে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে সতর্ক করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিধানসভার ভেতরে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন শংকর। তাঁকে ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে মমতার বেশকিছু কথা ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে হইচই করেন বিজেপি বিধায়করা। বিজেপির বিরুদ্ধে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই করে থাকেন। সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে ফের সেই প্রসঙ্গে বলার সময় তিনি নিশানা করেন শিখা চট্টোপাধ্যায়কে।

শিখা একসময় তৃণমূল নেত্রী ছিলেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ওই বিজেপি বিধায়কের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলতে থাকেন, 'বিজেপি টাকা দিয়ে সাংবাদিকদের দিয়ে মিথ্যা খবর করায়। আপনিও ফেক ভিডিও করেন।' শিখা ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় মমতা বলেন, 'আপনি কী করে বেড়ান সব জানি। আপনার সবটাই জানি।' একইভাবে তাঁর নিশানায় ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক।

শংকরের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'আগে কাউন্সিলার নির্বাচনে জিতে আসুন। তারপর কথা বলবেন।' শিলিগুড়ি পুরসভার গত নির্বাচনে শংকরের পরাজয়কে তিনি নিশানা করেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক পালটা নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয়ের উল্লেখ করলে ক্রুদ্ধ মমতা বলেন, 'আমাকে জোর করে হারানোর চক্রান্ত হয়েছিল। আমি তা প্রমাণ করে দিয়েছি। আমাকে ঘাঁটাবেন না। আমি জিতে এসেছি।'

বিধানসভায় বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কদের।

বাদানুবাদে তপ্ত বিধানসভা

বিধানসভার চলতি অধিবেশনে সোমবার ছিল মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় উপস্থিতি। কিন্তু তাঁর মন্তব্য নিয়ে প্রবল হইচই হয়।

এরপর আটের পাতায়

কথায় কথায়

বিবেকের ফাইল খোলা হয় সময় বুঝে

আশিস ঘোষ

কবি কখন কবিতা লিখবেন, শিল্পী কখন ক্যানভাসে ছবি আঁকবেন কে বলতে পারে। যখন-তখন তাঁদের ভাব আসতে পারে, যে কোনও সময়। কিন্তু সিনেমা বানানো তেমন নয়। বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে একটা ফিল্ম বানাতে হয়। তবে যিনি ফিল্ম বানান, তাঁর ভাব কখন আসে তা-ও বলা মুশকিল।

কারও কারও ক্ষেত্রে অবশ্য তা বলা কঠিন নয়। যেমন বিবেক অগ্নিহোত্রী। তাঁর ফিল্ম তৈরির বেগ আসে ঠিক ভোটের আগে। তিনি দিন গুনে ভোটের ঠিক আগে নানা নামের ফাইল বের করেন। কখনও তাসখন্দ ফাইলস, কখনও বা কাশ্মীর ফাইলস। সেগুলোর কাহিনী আলাদা বটে, কিন্তু প্রতিপাদ্য একটাই। নানারকম ফাইল খুলে সংখ্যালঘুদের বা বিরোধী দলের সরকারকে কাঠগড়ায় তোলা। কেন্দ্রের শাসক আর সরকারের পূর্ণ মদতে সে সব ফিল্ম বাজারে নামানো হয়, তা সে বাজারে চলুক বা না চলুক।

ফাইলবাজ এই বিবেক এবার বাজারে ছাড়তে চলছেন আরেক ফাইল। বেঙ্গল ফাইলস। পটভূমি ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা। প্রচারের ভাষায় দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস। কলকাতার সঙ্গে থাকবে নোয়াখালি দাঙ্গার কথাও। ওই জঘন্য ঘটনার ৭৯ বছর পর বাঙালির হৃদয়ের ক্ষত খুঁচিয়ে তোলা ফিল্মের উদ্দেশ্য। আর মজার ব্যাপার দেখুন, ছাব্বিশের ভোটের আগে এ বছরের শেষের দিকে বেঙ্গল ফাইলসের সম্ভাব্য মুক্তির দিন।

ফিল্ম বানানোর স্বাধীনতা নিয়ে দ্বিমত নেই। যে কেউ যা ইচ্ছে বানাতে পারেন। শুধু বলছি, টাইমিংয়ের কথা। ঠিক ভোটের আগেই এই ফাইল খোলার তাড়না কেন হয়, সেটা নিয়েই হাজারো প্রশ্ন। এই ফিল্মের শিল্পীরা অনেকেই বিজেপির পরিচিত মুখ। তাঁদের একজন মিঠুন চক্রবর্তী, সপুত্র। আছেন তৃণমূলের সঙ্গে 'সম্পর্কচ্ছিন্ন' সৌরভ দাস। অনুপম খেরের পাশাপাশি শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ও। তা আবার মুক্তি পাবে দুই ভাগে। প্রথম ভাগের নাম -- বেঙ্গল ফাইলস, রাইট টু লিভ। বাঁচার অধিকার। আসলে ফিল্মের প্রতিপাদ্য হিন্দু গণহত্যা। তার মুক্তি হবে ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসে।

এই পরিচালক দাবি করেন তিনি নরেন্দ্র মোদির সমর্থক, কিন্তু বিজেপির সদস্য নন। তাঁর এই ফিল্ম সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াতে পারে। ফলে সেন্সর বোর্ড আটকে রাখবে বলে যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের জানিয়ে রাখি বিবেক নিজেই ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য। সেইসঙ্গে দেশের তরফে আইসিসিআরের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি। এরপর আটের পাতায়

প্রয়াণের শতবর্ষে দেশবন্ধুর ছবিতে শেষপর্যন্ত মালা

দীপায়ন বসু

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ সালের ১৬ জুন মারা যান। সবাই খুব কেঁদেছিলেন। ঠিক ১০০ বছরে একই দিনে আবারও অনেকের চোখে জল। নেপথ্যে সেই দেশবন্ধুই। আরও ভালো করে বলতে গেলে তাঁর ছবি ও কয়েকটি মালা।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেশবন্ধুর অবদান কী তা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। দার্জিলিংয়ের বাড়িতে মারা যাওয়ার পর তাঁর মরদেহ টয়ট্রেনে করে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর অন্য ট্রেনে কলকাতা রওনা। শিয়ালদা পৌঁছানোর আগে সেই ট্রেন যতগুলি স্টেশনে থেমেছিল, মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ঢল নামে। তাঁর মরদেহ নিয়ে ট্রেনটি কলকাতা রওনা হওয়ার আগে সেই ঢল শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনেও নেমেছিল। শহর কিন্তু সেই স্মৃতিকে বুক দিয়ে আগলে রাখেনি। এই স্টেশনে কত মনীষীর পা পড়েছে তা নিয়ে মাঝেমধ্যে নানা জায়গাই কথা হয়, কাজের কাজটি হয় না। বছর দশেক আগে বেশ কয়েকটি ছবির পাশাপাশি দেশবন্ধুর একটি ছবিও এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে টাঙানো হয়। সময়ের কোপে অন্য ছবিগুলি ঝরে গেলেও দেশবন্ধুর বহুবিবর্ণ ছবিটি আজও কোনওমতে টিকে। দার্জিলিংয়ে তোলা সেই ছবিতে দেশবন্ধুর পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধি ও অ্যানি বেসান্তরাও আছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

মানুষটির মৃত্যুর শতবর্ষে সেই ছবি কেমন সমাদর পাচ্ছে তা দেখতে এদিন টাউন স্টেশনে যাওয়া হয়েছিল। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সেই ছবির নীচে তখন ফাঁকা। আশপাশে গুটি কয়েকজন আড্ডা মারতে ব্যস্ত। এমন এক স্মরণীয় দিনে এহেন স্মরণীয় ছবিকে ঘিরে এহেন নিস্পৃহ মনোভাব এদিন সেই ছবি দেখতে যাওয়া একজনকে বেশ আঘাত করেছিল। সেই মন খারাপ কাটাতে খানিক বাদে নিজের উদ্যোগে রজনীগন্ধা, জুঁই, বেল ফুল আর গাঁদার মালা নিয়ে সেখানে হাজির হন।

প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে প্রায় ফুট দশেক উঁচুতে থাকা ছবির নাগাল পাওয়া

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছবিতে মালা দিচ্ছেন খোকনরা। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে।

সহজ নয়। অতএব, সেই ছবির বেশ কিছুটা নীচে থাকা, দেওয়ালের গায়ে গজানো একটি গাছের ডালে কোনওমতে মালা দেওয়ার চেষ্টা। তারপর? যা হল, একদম সিনেমার মতোই। 'স্যর, মালা দেবেন?' দাঁড়ান, দাঁড়ান, আসছি।' সেই আড্ডার দলেরই একজন কয়েক সেকেন্ডে হাতলভাঙা এক চেয়ার নিয়ে হাজির। তাতে উঠেই ছবিতে মালা দেওয়ার চেষ্টা চলল। কিন্তু তিন ফুটের সেই চেয়ার বড্ড নীচু। সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্টেশন চত্বরেই ব্যবসা সামলান। ভাঙাচোরা চেয়ার নিয়ে তিনিই হাজির হয়েছিলেন। 'কয়েক সেকেন্ড দিন' বলে তিনি আবার হাওয়া। খানিকক্ষণ বাদে এবারে এক ভাঙাচোরা মই নিয়ে তিনি ময়দানে। তাতে সেই মানুষটিকে উঠতে বলা। চেয়ারে ওঠা সহজ, কিন্তু দেওয়ালের গায়ে আড়াআড়িভাবে রাখা মইয়ে চড়াটা...। অতএব সেই চেষ্টাই ইতি। কিন্তু ছবিতে মালা দেওয়ার কী হবে?

দেশবন্ধু একতার স্বপ্ন দেখতেন। এদিন তাঁর সেই ছবি দেশবন্ধুরই স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখল। সুরজিতের বন্ধু খোকন স্টেশন চত্বরে পার্কিং লটের দায়িত্ব সামলান। সবাই মিলে সেই মইয়ে উঠলেন। খোকন সবার আগে। একবার পড়েও যাচ্ছিলেন। বাকিরা কোনওমতে সামলালেন। তারপর সবার মিলিত চেষ্টাই সেই ছবিতে মালা পড়ল। ততক্ষণে সেই জায়গায় বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। ছবিতে মালা পড়ার মুহূর্তেই হাততালি পড়ল চটপট। ভিজে গেল কারও কারও চোখের কোণ।

কার ছবিতে মালা পড়ল জানেন? সুরজিৎ অপকট, 'আমরা তো এটা গান্ধিজির ছবি বলেই জানতাম। এ ছবি যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তা তো কেউ আমাদের জানাননি।' বস্তুত, দেশবন্ধুকে কেন্দ্র করে এদিন শহরের কোথাও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। কিছুটা দূরেই তাঁরই নামাঙ্কিত যে উড়ালপুল, সেখানেও কারও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

এহেন দৃশ্য যে কারও মন খারাপ করবে। কিন্তু তাঁর ছবি ঘিরে এদিন সুরজিৎ, খোকনরা যা করে দেখালেন তা নিশ্চয়ই দেশবন্ধুকে কিছুটা হলেও তৃপ্তি দেবে। তাঁর প্রয়াণের শতবর্ষে সেটাই হয়তো শহর শিলিগুড়ির প্রাপ্তি।

Dhupguri Municipality
e-NIT (Abridged)
e-NIT are invited by the Chairperson, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for Civil Works under Dhupguri Municipality.

Sl No.	Tender ID
1	2025_MAD_865047_1
Bid submission End Dt. 30.06.25 at 17 hrs.	

Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

নিট, জেইই অ্যাডভান্সডে নজরকাড়া ফল প্রত্যয়ের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ জুন : ডাক্তারির প্রবেশিকা নিটে নজরকাড়া ফল করলেন কোচবিহারের প্রত্যয় বর্মন। এসসি ক্যাটিগোরিতে তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাংক ১০৫। নিটের পাশাপাশি জেইই অ্যাডভান্সড-এ ভালো ফল করেছেন এই মেধাবী ছাত্র। সেখানে এসসি ক্যাটিগোরিতে সর্বভারতীয় স্তরে ৪৭৮ র‍্যাংক করেছেন প্রত্যয়।

আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কোচবিহার শহরের টেম্পল স্ট্রিটের বাসিন্দা এই মেধাবীর সাফল্যে পরিবারের লোকেরা তো বটেই খুশি প্রতিবেশীরাও।

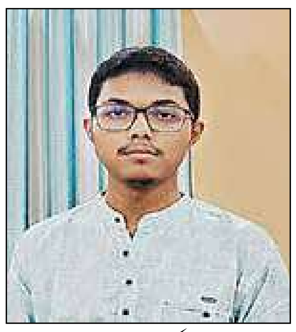
প্রত্যয় বর্মন

বিডি জৈন স্কুল থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিকে প্রত্যয় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাবা কান্তেশ্বর বর্মন গৌরাঙ্গ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা তাপসী বর্মন তুফানগঞ্জের বলরামপুরের নায়েব আলি জুনিয়ার হাই মাদ্রাসার শিক্ষিকা। প্রত্যয় জানিয়েছেন, দিল্লি অথবা ভুবনেশ্বর এইমসে তিনি ডাক্তারি পড়তে চান।

প্রত্যয় বলেন, 'কোনও বাঁধাধরা নিয়ম মেনে পড়াশোনা করিনি। যখন ইচ্ছা হত তখন পড়তাম। ডাক্তারি পড়ে আগামীদিনে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'আমার সাফল্যের পেছনে বাবা-মা, দিদির অবদান রয়েছে। এছাড়া কোচিং, টিউশন ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।'

লেখাপড়ায় বরাবর মেধাবী হিসেবে পরিচিত প্রত্যয় ভালো গিটারও বাজান। অবসর সময় গল্পের বই পড়তে পছন্দ করেন। ভালোবাসেন সত্যজিৎ রায়, ডেল কার্নেগির লেখা পড়তে। প্রত্যয় বিরাট কোহলির ভক্ত। প্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং।

ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা কান্তেশ্বর বর্মন। তিনি বলেন, 'নিটের জন্য সপ্তাহে দু'দিন করে শিলিগুড়িতে একটি সেন্টারে কোচিং নিত প্রত্যয়। গত দুই বছর ধরে ও কোচিং নিয়েছে। ছেলে ডাক্তারি পড়তে চায়। ওর স্বপ্ন পূরণে আমরা পাশে আছি।' প্রত্যয়ের সাফল্যে পরিবারের পাশাপাশি খুশি তাঁর শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

হোটেলে কাজের ছেলে লাগবে। স্থান- জলপাইগুড়ি, তালমা। M : 7797682148. (C/116935)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিকসড বেতন - ১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা, 8th পাশ। Ph. 9832009039. (C/116825)

•

ফ্যাক্টরি, শপিংমল, অফিসে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন : ১২০০০/-, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। M : 9733083706. (C/116940)

ত্যাজ্যপুত্র

আমি সহিদুল মিয়া, পিতা- শাহের আলী। আমার পুত্র সিরাজ উদদৌল্যা, আমাকে ও আমার স্ত্রীকে কোনও ধরনের দেখভাল না করার কারণে তাকে দিনহাটা নোটারি কোর্টে 16/6/25 ইং অ্যাফিডেভিট বলে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলাম এবং আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলাম। গ্রাম- গর্ভডাঙ্গা, পোস্ট- খোচাবাড়ি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

স্পোকেন ইংলিশ

স্পোকেন ইংলিশ দ্রুত শেখার বিস্ময়কর সহজ নতুন পদ্ধতি। অভিজ্ঞ শিক্ষকের কোচিং। 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/116825)

অ্যাফিডেভিট

আমি Bekbul Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Domser Ali ঠিকানা দেওগাও, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, পিন-735213, গত 13. 05.25 তারিখে আলিপুরদুয়ার কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Maqbul Hussain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bekbul Hossain (পুরাতন নাম) ও Maqbul Hussain (নতুন নাম) একই ব্যক্তি। (B/S)

LAW ADMISSION
(SESSION-2025-2026)

Balurghat Law College is inviting online Application for Admission in 5 years B.A.LL.B integrated Course Forms will be available from the College Website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 17/06/2025 to 24/06/2025 interested candidates may contact on mobile- 9382097598/ 9832790510. First merit list will be published on 26/06/2025.

Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

Tender Notice

E-NIT No-: NIET-03(e)/CHL-II/P.S of 2025-2026, Dated-12/06/2025. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website www.wbtender.gov.in Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev.Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-II Panchayat Samity,
Malatipur, Malda

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
আঞ্চলিক কার্যালয় : কলকাতা, ফোন : (০৩৩) ২২৮৮-১৩৫২
সিআইএন : ইউ৯৩০৯০টিএন১৯৩৮জিওআই০০০১০৮

মাইক্রো অফিস দার্জিলিং-এর
অফিস স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

আমরা আমাদের এমও দার্জিলিং অফিস ৪১ ডিবি গিরি রোড, দার্জিলিং - ৭৩৪১০১, পশ্চিমবঙ্গ-এর বর্তমান ঠিকানা থেকে আমাদের নতুন ঠিকানা ২৫/২ ডিবি, গিরি রোড, বড় কাকঝোড়া, দার্জিলিং - ৭৩৪১০১, পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করছি, মাইক্রো অফিস দার্জিলিং ০৪.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। পলিসি, ক্লেম ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত ভবিষ্যতের পরিষেবাগুলি এই নতুন স্থান থেকে পাওয়া যাবে। এই তথ্যটি সকলের উদ্দেশে দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, আঞ্চলিক কার্যালয়, কলকাতা

নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নং. এসএস/এনসিবি/০১/০৬/২০২৫ তারিখ : ১৩-০৬-২০২৫

নিউ কোচবিহার (এনসিবি) রেলওয়ে স্টেশনে অবতীর্ণ পার্সেল কনসাইনমেন্ট (ফ্লোর পলিশিং মেশিন, টাইলস পলিশিং হ্যান্ড মেশিন এবং মেশিন অ্যাকসেসরিজ) - এর পাবলিক নিলামের তারিখ ১৮-০৬-২০২৫ (বুধবার) ১১:০০ টায় নিউ কোচবিহার পার্সেল অফিসে 'যেমন আছে যেখানে আছে' ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এসএস/নিউ কোচবিহার -কে পাবলিক নিলাম পরিচালনার জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

নিলামের শর্তাবলী:-

১) সমস্ত অর্থ নগদে পরিশোধ করা হবে।
২) নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে বিক্রিত পার্সেল সরাতে হবে।
৩) খোলা নিলামে টেন্ডারের অসন্তোষজনক বিডের ক্ষেত্রে, নিলাম পরিচালনাকারী কর্মকর্তা আরও লাভজনক বিড পাওয়ার জন্য সিল করা কোটেশন/বিড আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৪) কোনও বিবাদের ক্ষেত্রে পার্সেলটি পুনরায় বিক্রি করা হবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো বিড অসন্তোষজনক বিবেচিত হলে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করার বা কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও পর্যায়ে নিলাম বিক্রয় থেকে কোনও পার্সেল প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

বিক্রিত জিনিসপত্র:- মেঝে পলিশিং মেশিন, টাইলস পলিশিং হ্যান্ড মেশিন এবং মেশিনের আনুষাঙ্গিক।

বিস্তারিত তালিকা কমার্শিয়াল সুপারভাইসর/নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পাওয়া যাবে।

নিলামের এই বিজ্ঞপ্তিটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailway.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

শ্রাবণী মেলা চলাকালীন ট্রেন চলাচলে ব্যবস্থা

শ্রাবণী মেলা চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১১.০৭.২০২৫ থেকে ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ভিড় সামাল দিতে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্পেশাল ট্রেন

● ০৩৪৮০ / ০৩৪৭৯ জামালপুর-সুলতানগঞ্জ-জামালপুর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৮০ কিউল-জামালপুর-প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গঠন অনুসারে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ এবং চলাচলের তারিখ অনুযায়ী চলবে :

জামালপুর-সুলতানগঞ্জ প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৮০ ০৩৪৭৯	সুলতানগঞ্জ- জামালপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	০৯.০৫	↓ জামালপুর	১২.৪০	–
০৯.১৮	০৯.১৯	রতনপুর	১১.৫৪	১১.৫৫
০৯.২৮	০৯.২৯	বারিয়ারপুর	১১.৪৪	১১.৪৫
০৯.৩৫	০৯.৩৬	কল্যাণপুর রোড	১১.৩৫	১১.৩৬
০৯.৫০	০৯.৫১	গনগনিয়া	১১.২২	১১.২৩
১০.৪৫	–	সুলতানগঞ্জ ↑	–	১১.১৫

চলাচলের তারিখ : জামালপুর থেকে ০৩৪৮০ ও সুলতানগঞ্জ থেকে ০৩৪৭৯ – উভয় ট্রেন ১১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত (প্রতিদিন) = ৩০ টি করে ট্রিপ চলবে। স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে জামালপুর এবং সুলতানগঞ্জের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

● ০৩৪৪২/০৩৪৪১ জামালপুর-দেওঘর-জামালপুর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৪২/৫৩৪৪১ জামালপুর-দেওঘর- জামালপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুসারে নিম্নোক্তমতো রবিবারে চলবেঃ

সংক্ষিপ্ত সময়সূচি :

জামালপুর-দেওঘর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৪২ ০৩৪৪১	দেওঘর-জামালপুর স্পেশাল স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	০৫.১০	↓ জামালপুর	২২.০৫	–
০৬.০৫	০৬.১০	সুলতানগঞ্জ	২০.১০	২০.১৫
০৬.৫০	০৬.৫৫	ভাগলপুর	১৯.১০	১৯.২০
০৮.৩৮	০৮.৪৩	বাঁকা	১৭.১০	১৭.১৫
১০.১০	–	দেওঘর ↑	–	১৫.৪৫

চলাচলের তারিখ : জামালপুর থেকে ০৩৪৪২ ও দেওঘর থেকে ০৩৪৪১– উভয় ট্রেন ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮/২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ৫ টি করে ট্রিপ চলবে।

● ০৩৪৪৪ / ০৩৪৪৩ দেওঘর-গোড্ডা-দেওঘর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৪৪/৫৩৪৪৩ দেওঘর-গোড্ডা-দেওঘর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী নিম্নোক্তমতো রবিবারে চলবেঃ

সংক্ষিপ্ত সময়সূচি :

দেওঘর-গোড্ডা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৪৪ ০৩৪৪৩	গোড্ডা -দেওঘর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	১০.৪৫	↓ দেওঘর	১৫.০৫	–
১১.৪৬	১১.৪৮	হাঁসদিহা	১৩.৫৭	১৩.৫৯
১২.৪০	–	গোড্ডা ↑	–	১৩.১৫

চলাচলের তারিখ : দেওঘর থেকে ০৩৪৪৪ ও গোড্ডা থেকে ০৩৪৪৩ – উভয় ট্রেন ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮/২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ৫ টি করে ট্রিপ চলবে।

বি.দ্র. : ০৩৪৪২/০৩৪৪১ এবং ০৩৪৪৪/০৩৪৪৩-এর রেক লিঙ্কটি ৫৩৪৪২/৫৩৪৪১ ও ৫৩৪৪৪/৫৩৪৪৩-এর বিদ্যমান লিঙ্ক অনুযায়ী চলবে।

সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ

● **সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অস্থায়ী স্টপেজ :**
মেলা চলাকালীন নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নির্দিষ্ট দিনে ০২ (দুই) মিনিটের জন্য সুলতানগঞ্জ স্টেশনে নিম্নরূপে অস্থায়ীভাবে থামবে :

ট্রেন নং. ও নাম	পৌঁছাবে	ছাড়বে
১৫৬১৯ গয়া - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৭.৪৫	১৭.৪৭
১৫৬২০ কামাখ্যা - গয়া এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	০০.১১	০০.১৩
১২২৫৩ যশবন্তপুর-ভাগলপুর অঙ্গ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	০৮.০৪	০৮.০৬
১২২৫৪ ভাগলপুর-যশবন্তপুর অঙ্গ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৪.০৮	১৪.১০
১৩৪২৩ ভাগলপুর - আজমের এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.৩৮	১৩.৪০
১৩৪২৪ আজমের - ভাগলপুর এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.৫০	১৩.৫২
১৩৪২৯ মালদা টাউন-আনন্দবিহার এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.০২	১৩.০৪
১৩৪৩০ আনন্দবিহার-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৭.৫৫	১৭.৫৭

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের জন্য, ২৮.০৮.২০২৫ থেকে ৩০.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের প্রি-নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ৩১.০৮.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে।

● **বাতিল :** (১) **১৩১৪১** শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (২) **১৩১৪৫** কলকাতা - রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (৩) **১৩১৮৯** শিয়ালদহ - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (৪) **১৩১৬৩** শিয়ালদহ - সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮ ও ০১.০৯.২০২৫); (৫) **১৩০৫৩** হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৬) **১৫৭১০** নিউ জলপাইগুড়ি - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৭) **১৫৭০৯** মালদা টাউন - নিউ জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৮) **১৩১৯০** বালুরঘাট - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৯) **১৩১৬৪** সহরসা - শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (১০) **১৩১৪২** নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (১১) **১৩৪৬৬** মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১২) **১৩৪৬৫** হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৩) **১৫৬৪০** কামাখ্যা - পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫); (১৪) **১৩১৪৯** শিয়ালদহ - আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (১৫) **১৩১৪৬** রাধিকাপুর - কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৬) **১৩০৫৪** রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (১৭) **১৩০৬৩** হাওড়া - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৮) **১৩০৬৪** বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৯) **১৩১৫০** আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (২০) **১৩১৮১** কলকাতা - শিলঘাট টাউন কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২১) **১৩১৫৯** কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২২) **১৫৭১২** কাটিহার - হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২৩) **১৫৬৩৯** পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৪) **১৩১৮২** শিলঘাট টাউন - কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৫) **১৩০৩৩** হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৬) **১৫৭১১** হাওড়া - কাটিহার সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৭) **১৩১৬৯** শিয়ালদহ - সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৮) **১৩১৬০** যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৯) **১২৩৬৩** কলকাতা - হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (৩০) **১৩১৭৫** শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩১) **১৩০৩৪** কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩২) **১৩১৭০** সহরসা - শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৩) **১২৩৬৪** হলদিবাড়ি - কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৪) **১৩৪৩১** নবদ্বীপধাম - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৫) **১৩৪৩২** বালুরঘাট - নবদ্বীপধাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৬) **১৩৪০৯** মালদা টাউন - কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৭) **১৩৪১০** কিউল - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৮) **১২০৪১** হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৯) **১২০৪২** নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৪০) **১৩১৭৬** শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫); (৪১) **৫৫৭০২** কাটিহার - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪২) **৫৩০২৭** আজিমগঞ্জ - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৩) **৬৩৪০১** সাহেবগঞ্জ - মালদা টাউন মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৪) **৬৩৪০২** মালদা টাউন - সাহেবগঞ্জ মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৫) **৫৫৪২২** বালুরঘাট - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৬) **৫৫৭০১** মালদা টাউন - কাটিহার প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (৪৭) **৫৩০২৮** মালদা টাউন - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (৪৮) **৫৫৪২১** মালদা টাউন - বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫)।

● **পথ পরিবর্তন :** (১) **১৫৬৫৭** দিল্লি - কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মোকামা - বারাউনি - কাটিহার হয়ে চলবে। (২) **১৫৬৫৮** কামাখ্যা - দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার - বারাউনি - মোকামা হয়ে চলবে। (৩) **১৫৬২০** কামাখ্যা-গয়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার - খাগারিয়া - মুঙ্গের - জামালপুর - কিউল হয়ে চলবে। (৪) **২২৫০৩** কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট - ভাগলপুর - জামালপুর - খাগারিয়া - কাটিহার - বারসোই হয়ে চলবে। (৫) **১৫৬২৯** তাম্বারাম - শিলঘাট টাউন নওগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে আসানসোল - ঝাঁঝা - বারাউনি - কাটিহার হয়ে চলবে। (৬) **১৫৬১৯** গয়া - কামাখ্যা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মুঙ্গের - খাগারিয়া - কাটিহার হয়ে চলবে। (৭) **২২৫০১** এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট - ভাগলপুর - জামালপুর - খাগারিয়া - কাটিহার - বারসোই হয়ে চলবে।

● **পুনর্নির্ধারণ :** (১) **১৫৬৪৩** পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২০২৫) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **১৩১৭৩** শিয়ালদহ - সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮ ও ০২.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) **১৩১৪৮** বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ এবং ০৩.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) **১৩১৭৫** শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) **১৩০৫৩** হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯ এবং ০২.০৯.২০২৫) ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) **১২৩৪৫** হাওড়া - গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫) ৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে।

● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু :** (১) **১৩০১১** হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫) রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) **১৩০১২** মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫) রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ-জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ হমসফর এক্সপ্রেসের শুভারম্ভ (সাপ্তাহিক)

ট্রেন নং. ১৩১১৫/১৩১১৬ শিয়ালদহ-জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ হমসফর এক্সপ্রেসের শুভারম্ভ (সাপ্তাহিক) করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্ন অনুসারে দেওয়া হলঃ

রেল নং ১৩১১৫ শিয়ালদহ থেকে ২০-০৬-২০২৫ তারিখে (শুক্রবার) ফ্রীকুয়েন্সী – সাপ্তাহিক
রেল নং ১৩১১৬ জলপাইগুড়ি রোড থেকে ২১-০৬-২০২৫ তারিখে (শনিবার) ফ্রীকুয়েন্সী – সাপ্তাহিক

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	২৩.৪০ (শুক্রবার)	↓ শিয়ালদহ	০৮.১০ (রবিবার)	—
০১.২৬	০১.২৮	কৃষ্ণনগর সিটি জংশন	০৫.১২	০৫.১৪
০৬.৫৮	০৭.০০	সামসি	০০.৩০	০০.৩২
০৭.৪৪	০৭.৪৬	বারসোই জংশন	২৩.২০	২৩.২২
০৮.৩১	০৮.৩৩	কিশনগঞ্জ	২২.৩০	২২.৩২
০৮.৫৯	০৯.০১	আলুয়াবাড়ি রোড	২২.০০	২২.০২
১০.১০	১০.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	২১.০৫	২১.১৫
১২.০০ (শনিবার)	—	জলপাইগুড়ি রোড ↑	—	২০.৩০ (শনিবার)

গঠনঃ এসি-৩ টায়ার (পনেরোটি), স্লীপার শ্রেণী (তিনটি), এসি হট বাফেট কার: (একটি), লাগেজ ভ্যান (দুটি) – ২১ টি কোচ।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: নৈহাটি, রানাঘাট জংশন, বেরহামপুর কোর্ট, আজিমগঞ্জ জংশন, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা এবং মালদা টাউন।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

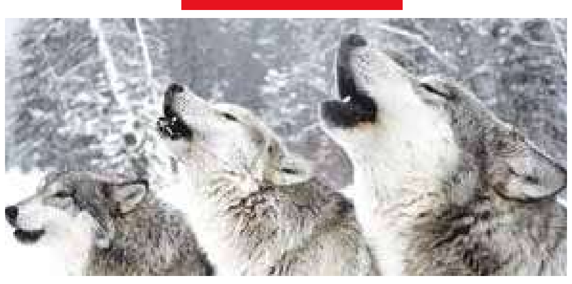
আ উলফ'স চয়েস- ফ্যামিলি অর ফ্রিডম?
রাত ৮.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ কি করে তোকে বলবো, বিকেল ৩.৫০ কৃষ্ণকান্তের উইল, সন্ধে ৬.৩০ অন্ধ বিচার, রাত ১০.০০ লাভেরিয়া
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ রিফিউজি, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ নায়ক- দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধে ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.০০ ক্রিমিনাল, ১.০০ চপার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ লোফার, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, সন্ধে ৭.৩০ ত্রিনয়নী, রাত ১০.৩০ চিতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিশানা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মালিক
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ লমহা, ২.১৫ আ ওয়েডনেসডে!, বিকেল ৪.০০ বাবুল, সন্ধে ৬.৪৫ হেলিকপ্টার ইলা, রাত ৯.০০ বধাই হো, ১১.১৫ শিবায়
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : বেলা ১১.০৪ ইন্টেলিজেন্ট, দুপুর ১.১০ দৃশ্যম-টু, বিকেল ৩.৩৬ ভিভেগম, ৫.৫৭ কি, রাত ৮.০৩ গার্ডিয়ান, ৯.৪৩ রবার্ট
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৫ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ১.২৪ আরআরআর, বিকেল ৫.০৮ কার্তিকেয়-টু, রাত ৮.০০ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, ১১.০৭ বিজনেসম্যান-টু
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪০ কৃশ-থ্রি, দুপুর ২.৩৫ সির্ফ তুম, বিকেল ৫.১৯ সত্য প্রেম কি কথা, সন্ধে ৭.৩০ বিবি নম্বর ওয়ান, রাত ৯.৫২ মঙ্গলবার
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩৯ ফোবিয়া, ২.২৮ কহানি-টু, বিকেল ৪.৩৯ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ রাঞ্ঝনা, ১১.২০ জওয়ানি জানেমন

কৃশ-থ্রি বেলা ১১.৪০
অ্যান্ড পিকচার্স

আইস এজ-কলিশন কোর্স
রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

দৃশ্যম-টু দুপুর ১.১০ কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারের প্রতিটি কথা ধৈর্য সহকারে শুনুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে। **বৃষ :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ মেটার সম্ভাবনা। কাউকে যেচে টাকা দিতে যাবেন না। **মিথুন :** বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের হস্তক্ষেপে দাম্পত্যে অশান্তি কাটবে। **কর্কট :** সারাদিন প্রিয়জনের সঙ্গে খুব ভালো কাটবে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। **সিংহ :** পথেঘাটে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মামলা-মোকদ্দমায় ফল আশানুরূপ নাও হতে পারে। **কন্যা :** কোনও সহায়হীন পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে শান্তি পাবেন। বিকেল অর্থনৈতিক যোগ। **তুলা :** ব্যবসায় বুদ্ধিবলে শত্রুর চক্রান্ত ধরে ফেলতে পারবেন। বহুমূল্য কোনও জিনিস ফেরত পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। **ধনু :** প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চললে উপকৃত হবেন। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। **মকর :** একাধিক উপায়ে আয়ের সম্ভাবনা বাড়লেও প্রচুর ব্যয় বাড়বে। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। **কুম্ভ :** শারীরিক কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। ব্যবসায় বাবার সাহায্য মিলবে। **মীন :** কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বাবার চিকিৎসায় খরচ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ আষাঢ় ১৪৩২, ভাঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ জুন, ২০২৫, ২ আহার, সংবৎ ৬ আষাঢ় বদি, ২০ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২১। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দিবা ১২।১২। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫৬। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৮।২৪। বণিজকরণ দিবা ১২।১২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।২২ গতে ববকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৫৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১২।১২ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।৫৬ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১২।১২ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪০ গতে ৯।০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৮।৩৬ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ১২।১২ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।১০ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ১০।৫৬ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ১০।১০ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

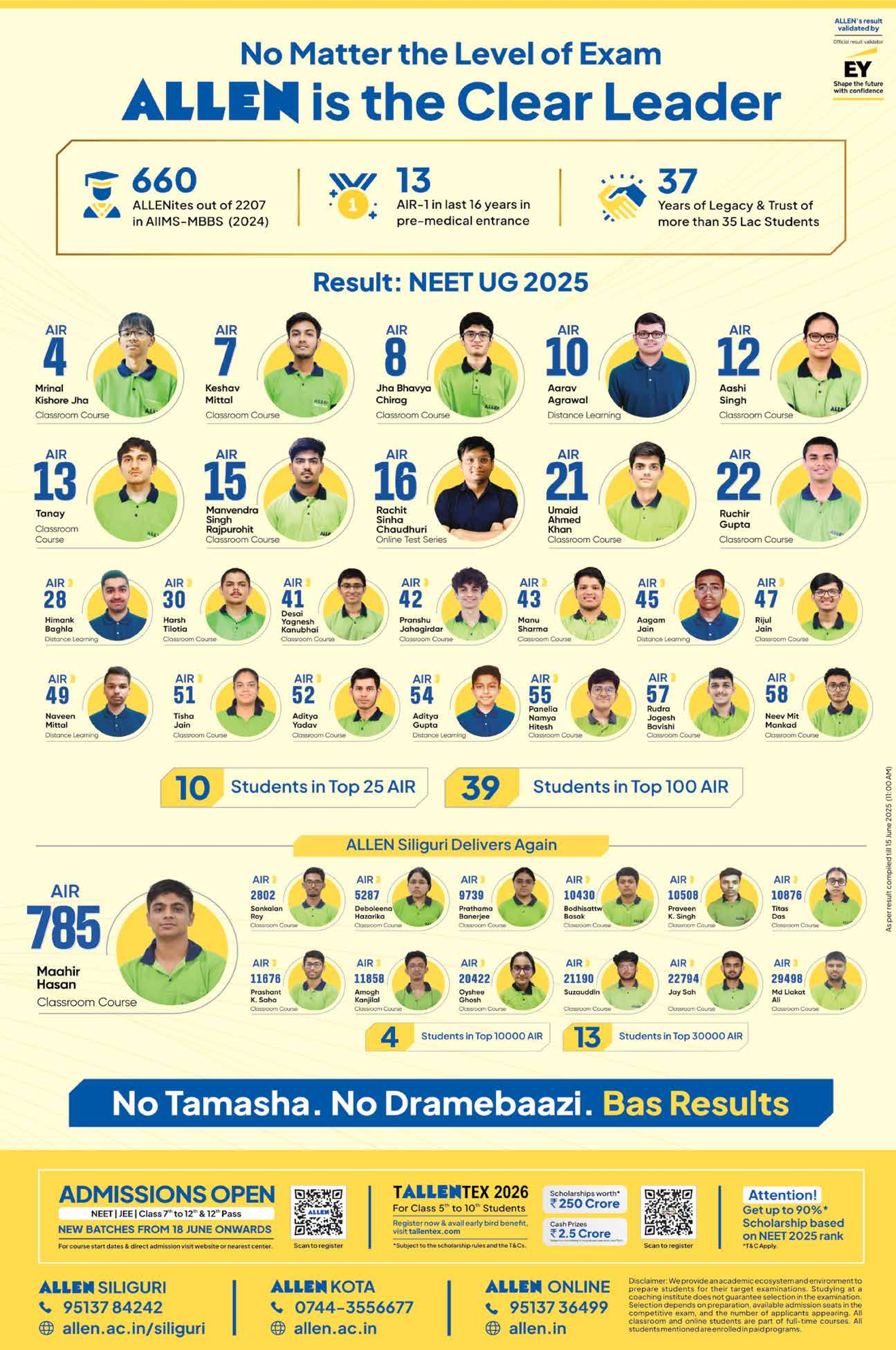
ALLEN's result validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence
No Matter the Level of Exam
ALLEN is the Clear Leader
660
ALLENites out of 2207 in AIIMS-MBBS (2024)
13
AIR-1 in last 16 years in pre-medical entrance
37
Years of Legacy & Trust of more than 35 Lac Students
Result: NEET UG 2025
AIR 4 Mrinal Kishore Jha Classroom Course
AIR 7 Keshav Mittal Classroom Course
AIR 8 Jha Bhavya Chirag Classroom Course
AIR 10 Aarav Agrawal Distance Learning
AIR 12 Aashi Singh Classroom Course
AIR 13 Tanay Classroom Course
AIR 15 Manvendra Singh Rajpurohit Classroom Course
AIR 16 Rachit Sinha Chaudhuri Online Test Series
AIR 21 Umaid Ahmed Khan Classroom Course
AIR 22 Ruchir Gupta Classroom Course
AIR 28 Himank Baghla Distance Learning
AIR 30 Harsh Tilotia Classroom Course
AIR 41 Desai Yagnesh Kanubhai Classroom Course
AIR 42 Pranshu Jahagirdar Classroom Course
AIR 43 Manu Sharma Classroom Course
AIR 45 Aagam Jain Distance Learning
AIR 47 Rijul Jain Classroom Course
AIR 49 Naveen Mittal Distance Learning
AIR 51 Tisha Jain Classroom Course
AIR 52 Aditya Yadav Classroom Course
AIR 54 Aditya Gupta Distance Learning
AIR 55 Panelia Namya Hitesh Classroom Course
AIR 57 Rudra Jogesh Bavishi Classroom Course
AIR 58 Neev Mit Mankad Classroom Course
10 Students in Top 25 AIR
39 Students in Top 100 AIR
As per result compiled till 15 June 2025 (11:00 AM)
ALLEN Siliguri Delivers Again
AIR 785 Maahir Hasan Classroom Course
AIR 2802 Sankalan Roy Classroom Course
AIR 5287 Deboleena Hazarika Classroom Course
AIR 9739 Prathama Banerjee Classroom Course
AIR 10430 Bodhisattw Basak Classroom Course
AIR 10508 Praveen K. Singh Classroom Course
AIR 10876 Titas Das Classroom Course
AIR 11676 Prashant K. Saha Classroom Course
AIR 11858 Amogh Kanjilal Classroom Course
AIR 20422 Oyshee Ghosh Classroom Course
AIR 21190 Suzauddin Classroom Course
AIR 22794 Jay Sah Classroom Course
AIR 29498 Md Liakat Ali Classroom Course
4 Students in Top 10000 AIR
13 Students in Top 30000 AIR
No Tamasha. No Dramebaazi. Bas Results
ADMISSIONS OPEN
NEET | JEE | Class 7th to 12th & 12th Pass
NEW BATCHES FROM 18 JUNE ONWARDS
For course start dates & direct admission visit website or nearest center.
Scan to register
TALLENTEX 2026
For Class 5th to 10th Students
Register now & avail early bird benefit, visit tallentex.com
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
Scholarships worth* ₹250 Crore
Cash Prizes ₹2.5 Crore
Scan to register
Attention!
Get up to 90%* Scholarship based on NEET 2025 rank
*T&C Apply.
ALLEN SILIGURI
95137 84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN KOTA
0744-3556677
allen.ac.in
ALLEN ONLINE
95137 36499
allen.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examination. Selection depends on preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All classroom and online students are part of full-time courses. All students mentioned are enrolled in paid programs.

সন্দেহ, ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়ে সরকারি চাকরি

সৎমা 'বাংলাদেশি'

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ জুন : বাংলাদেশি নাগরিক হয়ে ভুয়ো শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র জোগাড় করে বহালতবিয়তে সরকারি চাকরি করছেন 'মা'। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ সৎছেলে উত্তম দাসের। সোমবার এই মর্মে উত্তম ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত অনীতারানি দাস ইসলামপুর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। শুধু তাই নয়, উত্তমের বাবা শংকরচন্দ্র দাসও সেচ দপ্তরের কর্মী।

উত্তমের দাবি, তাঁর সৎমা অনীতা একজন বাংলাদেশি নাগরিক। তিনি অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়ো শংসাপত্র জোগাড় করে ল্যান্ড লুজার ক্যাটিগোরিতে চাকরি করছেন। যদিও অনীতা দাবি করেছেন, উত্তম দাস বলে কাউকে তিনি চেনেন না। তাঁর স্বামী আগে বিয়ে করেছেন বা ওই পক্ষে স্বামীর কোনও সন্তান আছে বলে তাঁর জানা নেই। তবে বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে অনীতা মোবাইল ফোনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

শংকর অবশ্য স্বীকার করেছেন, উত্তম তাঁর প্রথমপক্ষের সন্তান। তাঁর মন্তব্য, 'পরিবারের কোনও সদস্য যদি পরিবারকে হেনস্তা করতে চায় সেটি দুর্ভাগ্যের। পরিবারের বিষয় পরিবারেই থাকা উচিত।' অনীতার বাংলাদেশি নাগরিকত্ব ও চাকরির প্রশ্নে শংকরের যুক্তি, 'সরকার যখন কাউকে চাকরি দেয় তখন সবকিছু খতিয়েই দেয়। তাছাড়া অন্য কোনও দেশ থেকে কাউকে বিয়ে করে নিয়ে এলে সে তো আমার পরিচয়েই চলে এল।'

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভঙ্কর নন্দী বলেন, 'সরকারি কাজে বাইরে আছি। বিষয়টি শুনেছি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলে যথাযথ তদন্ত করে দেখা হবে।' মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব উত্তমের দায়ের করা অভিযোগের কথা স্বীকার করেছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে বলা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কেন সৎমায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন? এই প্রশ্ন করতেই উত্তমের জবাব, 'অনীতাদেবীর বাবা-মা সকলে বাংলাদেশি নাগরিক। আমার মায়ের মৃত্যুর পর বাবা বাংলাদেশে গিয়ে ওঁকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি রামগঞ্জে শাস্ত্রীনগর গ্রামে আসেন। আমার ও দিদির ওপর নির্যাতন শুরু করেন। আমি রায়গঞ্জের এক অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছি। আর দিদিকে ইসলামপুরে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।'

রামগঞ্জের শাস্ত্রীনগরের শংকরচন্দ্র দাসের প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, শংকর ওরফে চান্দুর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী অনীতা। তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন। ফলে অনীতা কীভাবে ভারতে এসে পড়াশোনা করলেন আর চাকরিই বা করছেন কীভাবে তা নিয়ে এলাকায় কানাঘুষোর শেষ নেই। উল্লেখ্য, চান্দুর আগের পক্ষে এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন চান্দুর দ্বিতীয় স্ত্রী। তাছাড়া অনীতাকে কোনওদিন স্কুলে যেতে দেখা যায়নি। ফলে অনীতা কীভাবে রামগঞ্জ হাইস্কুল থেকে শংসাপত্র পেলেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

অনীতাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রথমে বলেছেন, 'আমি সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই না।' পরে তাঁকে একের পর এক প্রশ্ন করতেই তাঁর মন্তব্য, 'সবটাই ভিত্তিহীন

ধন্দ বহু

- ওই মহিলা অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়ো শংসাপত্র জোগাড় করেছেন
- এরপর ল্যান্ড লুজার ক্যাটিগোরিতে চাকরি করছেন
- ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সৎছেলে
- বাংলাদেশি নাগরিকত্বের প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর দেননি ওই মহিলা

অভিযোগ। আমি রামগঞ্জ হাইস্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। উত্তম বলে কাউকে আমি চিনি না। আমার স্বামীর সঙ্গে আমি কথা বলব।' বাংলাদেশ থেকে বিয়ের আগে না পরে এসেছেন? এই প্রশ্ন শুনতেই অনীতা ফোন কেটে দেন।

মহকুমা শাসক বলেছেন, 'লিখিত অভিযোগের সঙ্গে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট অভিযোগকারী দেননি। যদিও বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ পাঠানো হয়েছে।'

নালা নিয়ে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দল

বাগডোগরা, ১৬ জুন : নিকাশিনালা বানাচ্ছে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতি। আর সেই নালার কাজ নিয়েই অনিয়মের অভিযোগ তুললেন আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পিংকি চক্রবর্তী। পঞ্চায়েত সমিতিও তৃণমূলের। আবার পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের। এভাবে দলের পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধেই পিংকি সরব হওয়ায় গোষ্ঠীকোন্দলের বিষয়টিই সামনে এসেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে আঠারোখাই এলাকায় বিশ্ববিদ্যালের সাড়ে ৩ নম্বর গেটের পাশ দিয়ে (বিকল্প মিলিটারি) রোডে রাস্তার পাশে নিকাশিনালার কাজ শুরু করা হয়েছে। ১৭৫ মিটার নিকাশিনালা তৈরি করার জন্য প্রায় ৫ লাখ ৫৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজও শুরু করা হয়েছে। সোমবার স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য পিংকি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, '২৬৫ নম্বর সংসদ শান্তিপুর-লেনিনপুরের পঞ্চায়েত সদস্য আমি। এখানে কাজ হচ্ছে। অথচ আমাকেই অন্ধকারে রাখা হয়েছে।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'নিয়ম মেনে কাজ করা হচ্ছে না। আগে ২১ থেকে ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা অবৈধভাবে দখল করে নেওয়া হয়েছে। আর সেই দখলদারকে অনৈতিকভাবে সুবিধা করে দিতে রাস্তা সংকীর্ণ করে নিকাশিনালার কাজ করা হচ্ছে।' এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সোমবার বাসিন্দারা মাটিগাড়ার বিডিওকে একটি স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, মাটিগাড়া থানার আইসি এবং বিএলএলআরও-কে। পিংকির সুরে সুর মিলিয়ে একই অভিযোগ করেন এলাকার বাসিন্দা সুকুমার ঘোষ, সুজিত ডি রোজারিও, রাখি চৌধুরীরা। বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'অভিযোগ ওঠার পরেই আমি এলাকায় গিয়ে পরিদর্শন করি। যাদের বিরুদ্ধে জায়গা দখল করার অভিযোগ উঠেছে তাদের আগামী মঙ্গলবার ডাকা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে রাস্তা সব জায়গায় সমান নেই।'

এব্যাপারে জানতে চাইলে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির ইঞ্জিনিয়ার সুদীপ দাস বলেন, 'সমস্যা মাত্র ২টি বাড়ি নিয়ে। সেই ২টি বাড়ির পিছনে সেপটিক ট্যাংক বানানো হয়েছে। এজন্য জায়গা কমে গিয়েছে। আপাতত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।'

রাস্তা মেরামত

চোপড়া, ১৬ জুন : চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ এলাকার প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরা চাঁদা তুলে সোমবার থেকে রাস্তাটি মেরামতের কাজ শুরু করেছেন। একাধিক মানুষ এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন। স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল সিংহ বলেন, 'বৃষ্টি হলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাই আমরা নিজেরা রাস্তাটি সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছি।'

জল ও জীবন।। ঘোষপুকুরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের কৌশিক পাল।

বিধায়ক ও জেলা কমিটির দূরত্ব পদ্মে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির থেকে কি দূরত্ব বাড়াচ্ছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ? রবিবার রাতে জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে বিধায়ক নিজের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়ার পর থেকে এই বিষয়টি নিয়েই দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। দলের একাংশ মনে করছেন, সরাসরি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে ওঠাবসা থাকায় সেভাবে জেলা নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বিধায়ক। তাই রবিবারের সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে দলের কোনও গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন না। অন্যদিকে, দলের অন্দরে শংকর-ঘনিষ্ঠদের যুক্তি, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ পেয়েই রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন বিধায়ক। জেলার ওপরে রাজ্য। তাই গুরুত্ব না দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। যদিও তাঁকে কেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হল তা তাঁর জানা নেই বলেই জানিয়েছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, 'আমাকে কেন গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হল তা বিধায়কই বলতে পারবেন।' শংকর অবশ্য ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

অন্যদিকে, স্বর্ণালি মজুমদারের পোস্ট নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। স্বর্ণালি মজুমদার কে, কোথায়

জল্পনা তুঙ্গে

আমাকে কেন গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হল তা বিধায়কই বলতে পারবেন।

অরুণ মণ্ডল *সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, বিজেপি*

থাকেন, কী পোস্ট করেছেন সেই সমস্ত বিষয়ে খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

রহস্যময়ী স্বর্ণালির পোস্ট নিয়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিতে হইচই শুরু হয়েছে। দলের অন্দরে এখন আলোচনার বিষয় ওই মহিলা এবং তাঁর ভাইরাল পোস্ট। ওই মহিলা কখনও ভিডিও বার্তায় নিজেকে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি দীপঙ্কর আরোরার স্ত্রী বলে পরিচয় দিচ্ছেন। আবার কখনও ভিডিও পোস্ট করে শিলিগুড়ির বিধায়ককে উপদেশ দিচ্ছেন। রবিবার তিনি নতুন ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে ফের দীপঙ্করকে উদ্দেশ্য করে নিজেকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে দাবি করেছেন। ম্যারেজ সার্টিফিকেটও রয়েছে বলে দাবি তাঁর। অন্যদিকে, ভিডিওর শেষে ওই মহিলা বার্তা দিয়েছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ কেন কেউই নাকি তাঁর কিছু করতে পারবেন না। ওই মহিলার প্রতিটি বার্তায় জেলা সহ সভাপতির পাশাপাশি বিধায়কেরও নাম জড়ানোয় দলকে অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে। এরপরেও বিজেপি দলগতভাবে কোনও পদক্ষেপ না করায় কর্মীদের একাংশের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বারবার দলের নেতাদের নাম জড়ানো হলেও কেন দলগতভাবে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কর্মীরা।

ফের বেতন বকেয়া, আন্দোলনে বিঘ্ন পরিষেবা

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : বকেয়া বেতনের দাবিতে সোমবার থেকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা। সুপারস্পেশালিটি ব্লকে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীরা সোমবার পর্যন্ত মে মাসের বেতন পাননি। আন্দোলনের জেরে এদিন দুপুরে দীর্ঘক্ষণ এই ব্লকে রোগী পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। টিকিট কাউন্টার থেকে বহির্বিভাগের নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁরা শামিল হন কর্মসূচিতে। স্বাভাবিকভাবে হয়রান হতে হয় রোগীদের।

অভিযোগ, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে কর্মরত দুশোরও বেশি কর্মী মে মাসের বেতন পাননি। 'কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করেও লাভ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামতে হল', ক্ষোভের সুর কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তীর গলায়। তিনি জানালেন, বেতন না পাওয়া অবধি কর্মীরা রোজ দুপুরে এক ঘণ্টা করে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

এদিকে, হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্যে ধোঁয়াশা, 'আমরা স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে কথা বলেছি। রাজ্যের সমস্ত সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এই সমস্যা চলছে। কবে সমস্যা মেটে, দেখা যাক।'

সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য প্রায় ২২০ জন অস্থায়ী কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড কলকাতার একটি সংস্থাকে এই নিয়োগের দায়িত্ব দেয়। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টার সামলানো থেকে নিরাপত্তারক্ষী, প্রতিটি বহির্বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে রোগীদের সহায়তা-সবটাই করেন। প্রায় প্রতি মাসে তাঁদের আন্দোলনের মাধ্যমে বেতন নিতে হচ্ছে।

এদিন দুপুর ১২টা থেকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ফলে সেসময় থেকে টিকিট কাউন্টার বন্ধ করে কর্মীরা অবস্থানে যোগ দেন। অথচ জেনারেল সার্জারি, ইউরোলজির মতো গুরুত্বপূর্ণ বহির্বিভাগ খোলা ছিল এদিনই। মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের বাসিন্দা সমর মণ্ডল দুপুরে এসে ইউরোলজি বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখানোর জন্য টিকিট পাননি।

অস্থায়ী কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক প্রতিমার কথায়, 'রোগীদের কিছুটা সমস্যা হবে বটে, তবে আমাদেরও আন্দোলনে নামা ছাড়া উপায় ছিল না। মাসের ১৬ তারিখেও আমরা গত মাসের মাইনে পেলাম না। প্রতি মাসে বেতন নিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।' তাঁর দাবি, 'হাসপাতাল সুপার, নিয়োগকারী সংস্থার কর্তা-কেউই বেতন নিয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারেননি।'

সঞ্জয়ের ডাকে আজ ২১-এর প্রস্তুতি বৈঠক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : জেলা সভাপতি নেই। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে জেলা চেয়ারম্যানই ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকটি হওয়ার কথা মঙ্গলবার। বাছাই করা কিছু নেতা-নেত্রীকে নিয়ে ওইদিন তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বৈঠকটি করবেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। প্রস্তুতি বৈঠকে ডাক না পেয়ে অনেকেই হতাশ হয়েছেন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে যোগ দিতে কলকাতায় যান। কিন্তু প্রস্তুতি বৈঠকে ব্লক সভাপতিদের ডাক না পড়ায় প্রশ্ন উঠেছে। বৈঠকের বিষয়ে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এ ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তৃণমূল কংগ্রেস দার্জিলিং জেলায় (সমতল) দলের চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করলেও জেলা সভাপতি নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। জেলা সভাপতির নাম পরে ঘোষণা হবে বলে জানানোর এক মাস পরেও সভাপতি পদে কেউ নেই। গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে সভাপতির পদ সামলানো পাপিয়া ঘোষকে পদ থেকে সরিয়ে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু কবে নতুন জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা হবে, নাকি এখানে কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এতদিন জেলা সভানেত্রী

জেলা সভাপতি নেই

- ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে ডাক বাছাই করা নেতা-নেত্রীদের
- আমন্ত্রণ পাননি ব্লক সভাপতিরা, তৃণমূলেই উঠছে প্রশ্ন
- মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় জেলা কার্যালয়ে বৈঠকটি হবে
- আমন্ত্রিতদের তালিকায় সভাধিপতি, মেয়র, বিদায়ি জেলা সভানেত্রী সহ ১২-১৩ জন

হিসেবে কাজ করছিলেন পাপিয়া। কিন্তু সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে দলের জেলা চেয়ারম্যানকে ডাকা হলেও জেলা সভানেত্রী হিসেবে পাপিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যাতে স্পষ্ট হয়ে যায়, তিনি আর ওই পদে নেই। ফলে পাপিয়া বর্তমানে চুপচাপ হয়ে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে মঙ্গলবার দলের জেলা কার্যালয়ে ২১ জুলাই নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক ডাকা হয়েছে। চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সঞ্জয়ের এটাই প্রথম বৈঠক।

প্রতি বছর ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠক জেলা সভাপতিই ডাকেন। তাঁর নেতৃত্বেই দল কলকাতার ওই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য গোটা জেলা থেকে লোকবল সংগ্রহ করে। কোন ব্লক, কোন অঞ্চল থেকে কত লোক যাবেন, তাঁদের যাতায়াতের ব্যবস্থা, খাবারের ব্যবস্থা সমস্তটাই জেলা সভাপতির উদ্যোগেই করা হয়। কিন্তু দার্জিলিং জেলায় বর্তমানে জেলা সভাপতি নেই। তাই ওই কর্মসূচির পুরো দায়ভার জেলা চেয়ারম্যানের ওপরেই পড়েছে।

জেলা চেয়ারম্যান মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় জেলা কার্যালয়ে যে প্রস্তুতি বৈঠক ডেকেছেন সেখানে বাছাই করা ১২-১৩ জন ডাক পেয়েছেন। তার মধ্যে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি, শিলিগুড়ির মেয়র, ডেপুটি মেয়র, প্রতিটি শাখা সংগঠনের সভাপতি, রাজ্য সহ সভাপতি, রাজ্য সম্পাদক, বিদায়ি জেলা সভানেত্রীও রয়েছেন। কেন এত অল্প সংখ্যক নেতা-নেত্রীকে নিয়ে বৈঠক? চেয়ারম্যান এর কোনও জবাব দিতে চাননি।

মুক্তমঞ্চ গড়তে অনুদান অবসরপ্রাপ্তের

চোপড়া, ১৬ জুন : অবসর নিয়েছেন প্রায় ১৫ বছর আগে। তবে স্কুলের প্রতি টান এখনও ভীষণরকম। প্রিয় প্রতিষ্ঠানে মুক্তমঞ্চ নেই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে সমস্যা হয়। রোদ বা বর্ষায় ভোগান্তি বাড়ে। অস্থায়ী মঞ্চ বানালে আয়োজনের খরচ বেশি হয়। অবশেষে মুশকিল আসান 'বিএসসি স্যর'।

চোপড়া হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল সোমবার মুক্তমঞ্চ গড়তে ৬ লক্ষ টাকা তুলে দিলেন বর্তমান প্রধান শিক্ষকের হাতে। চোপড়া হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ। সকলের কাছে তিনি 'বিএসসি স্যর' নামেই পরিচিত। দীর্ঘ চাকরিজীবনের সঞ্চয় থেকে এই টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ শিক্ষক, অভিভাবক থেকে স্থানীয়রা।

নন্দলালে এই জমিতেই একসময় হত চাষবাস।

হাতির ভয়ে ৬ বছর ধরে বন্ধ কৃষিকাজ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৬ জুন : হাতির হানার ভয়ে প্রায় ৬ বছর ধরে কৃষিকাজ বন্ধ। এলাকার প্রায় ৩০০ একর জমি পতিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কর্মহীন অন্তত ২০০ জন কৃষক। এছাড়া জীবিকার খোঁজে অন্যত্র পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা।

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নন্দলাল সংসদে প্রায় ৬০০ পরিবারের বসবাস। একদিকে চা বাগান, অন্যদিকে বাগডোগরা বনাঞ্চল। হাতির পালের হানা এই এলাকায় নিত্যদিনের ঘটনা। এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা নেপালি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের। বাসিন্দারা একসময় জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার ডোবা জমিতে তিনবার ধান চাষ করে সারাবছরের অন্নসংস্থান করতেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেসময় ধানের ফলন হলেই হাতির হানা বাড়ত। পুরো জমির ধান একরাতে তছনছ করে দিত হাতির পাল। ক্ষতিপূরণের জন্য একাধিকবার আবেদন করে কেউই ক্ষতিপূরণ পাননি। এজন্য লকডাউনের পর থেকে ধান চাষ পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেন এলাকার কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষক ইন্দ্রবাহাদুর মাঝি আগে কৃষক ছিলেন। গত প্রায় ৬ বছর ধরে কৃষিকাজ বন্ধ করে ভিনরাজ্যে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন।

বললেন, 'নিজের জমিতে ধান চাষ করতে পারছি না। এজন্য বন দপ্তর এবং প্রশাসন দায়ী। হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাতে ধানখেতে ঢুকে পড়তে না পারে, এজন্য জঙ্গলের পাশে ব্যাটারিচালিত ফেন্সিং বসানো হোক। এতে হাতির কোনও ক্ষতি হবে না। জমিতেও চাষাবাদ করা যাবে।' স্থানীয় কলেজ পড়ুয়া সমীর থাপা বলেন, 'এবার আমরা পতিত জমিতে ধান চাষ করতে চাই।' মনমায়া গুরুং নামে এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'সাতজনের পরিবার। আমাদের চার বিঘা জমি আছে। ধান চাষ করে একসময়ে সারাবছরের খাদ্যের সংস্থান করতাম। গত প্রায় ৬ বছর ধরে সেসব বন্ধ।'

রেঞ্জ অফিস ঘেরাওয়ের ডাক

প্রশাসন যাতে ব্যবস্থা নেয়, সেজন্য বুধবার বিডিও এবং রেঞ্জ অফিস ঘেরাও করার ডাক দিয়েছেন নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নন্দলালজোতের কৃষকরা। ইতিমধ্যে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে। এলাকার সিপিএম নেতা মাধব সরকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বললেন, 'বাম আমলে হাতির হানায় ধানখেতের ক্ষতি হলেও বামফ্রন্ট সরকার দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দিত। গত কয়েক বছরে এলাকার কৃষকরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে চলে যাচ্ছেন। বুধবার থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চলবে।'

জখম এক

চাকুলিয়া, ১৬ জুন : সোমবার চাকুলিয়া থানার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের হাটোয়ার এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। আহত ব্যক্তির নাম রিন্টু বসাক (৩৫)। তিনি বিহারের কিশনগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। এদিন রিন্টু বাইক নিয়ে চাকুলিয়ার মনোরা এলাকায় মামার বাড়ি যাচ্ছিলেন। সেসময় হঠাৎ একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দিলে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। রাস্তার পাশে একটি গাছে সজোরে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে যান। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কিশনগঞ্জের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

জলছবি।। ইসলামপুরের কাঁঠালবাড়িতে সোমবার সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ১৬ জুন : চোপড়া থানার ভৈষপিটা এলাকায় আবুল কালাম নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার বাড়িতে রবিবার রাতে চুরি হয়। ঘরের দরজার তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা নগদ টাকা ও গয়না নিয়ে পালিয়েছে। বাড়ির মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্টুডিওর ভিতরে কী চলছে, বোঝেননি কেউ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : দোতলা বাড়ির ওপরতলায় এখনও লেগে রয়েছে সিমেন্টের প্রলেপ। সোমবার দুপুর থেকে সেই বাড়িই হয়ে উঠল এলাকাবাসীদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। সোমবার বেলা একটা নাগাদ ওই বাড়ির সামনেই একের পর এক পুলিশের গাড়ি। নীচের তলায় দোকানে পুলিশের তল্লাশি। দোকানের একপাশে স্টুডিওর মতো বিভিন্ন ছবি সাজিয়ে রাখা। আর একপাশে নানা ধরনের স্টেশনারি জিনিস। ওই দোকানের ভেতরের দিকে থাকা দরজার ওপারের ঘরে তখন পুলিশ পাহারায় সঙ্গীদের সঙ্গে বসে রয়েছে বাড়ির মালিক চিত্তরঞ্জন সরকার। বাড়ির বাইরে তখন গুঞ্জন। সাবিত্রী দাস নামের এক মহিলা বলেই বসলেন, 'মাঝেমধ্যে ওই স্টুডিওতে ছবি তুলতে যেতাম। ভাবিনি ভেতরে এমন কাণ্ড ঘটছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দোতলা ওই বাড়িতে নিজের দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়েই থাকত চিত্তরঞ্জন। প্রতিবেশী সাবিত্রী, অপর্ণাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বছর দশেক আগে ফকদইবাড়ির ওই জমি কেনে চিত্তরঞ্জন। এলাকার বাসিন্দা অলোক বর্মন বলছিলেন, 'চিত্তরঞ্জন জানিয়েছিল, তারা আগে মণ্ডলঘাটে থাকত। এখানে এসে ছাদ ঢালাই দিয়েই তারা বাড়ি তৈরি করেছিল। বছরখানেক আগে ওপরের তলাটাও তৈরি করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো মঙ্গলঘাট থেকে তারা সম্পত্তির কিছু অংশ পেয়েছে। সেটা দিয়েই ওপরতলা বানাচ্ছে।'

স্টুডিওতে বসে পুলিশ। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত।

বরাবরই হাবভাব নিয়ে চলা চিত্তরঞ্জন অবশ্য ফকদইবাড়িতে বাড়ি তৈরির পর থেকেই স্টুডিও খুলেছিল। প্রথমদিকে তার স্টুডিও ছিল ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা পবিত্র বর্মনের কথায়, 'ইস্টার্ন বাইপাসে দোকান থাকাকালীন বাড়িতে চিত্তরঞ্জনকে অতটা দেখাও যেত না। বছর চারেক আগে বাড়ির নীচেই সে স্টুডিও খোলে। এরপর থেকে স্টুডিওতেই সে সবসময় থাকত।'

যদিও ভেতরে যে এত কিছু হচ্ছে, সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি স্থানীয়রা। মালতী দাসের কথায়, 'প্রথমদিকে স্টুডিওর ভেতরের ঘরে ছবি তোলার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও ইদানীং বাইরের ঘরেই ছবি তোলার কাজ করত চিত্তরঞ্জন। সে বলত, ভেতরের ঘরে কাজ চলছে।'

সোমবার সেই ঘরে যেতেই দেখা গিয়েছে, একটি কম্পিউটার বসানো রয়েছে। সেখানেই রয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিনও। একপাশে রয়েছে ফোটো তোলার স্ট্যান্ড। আসলে, ওই ঘরটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল জালিয়াতির কারখানা।

সবমিলিয়ে, এলাকায় দশ বছর আগে আসা ওই প্রতিবেশীকে ঘিরেই এখন এলাকায় যাবতীয় চর্চা।

পুনের ইন্দ্রায়ণী নদীর সেতু ভেঙে জলে পড়ে গিয়ে একাধিক মৃত্যুর ঘটনার পর দেশজুড়ে অন্যান্য সেতুগুলির অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সরকারিভাবে স্বীকার করা না হলেও উত্তরবঙ্গের বহু সেতুরই বেহাল অবস্থা। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

শঙ্কার সেতু

দার্জিলিং

বিপজ্জনক সেতু : ৪৫-৫০টি

পাহাড়ে বিপজ্জনক : ২৫-৩০টি

খারাপ সেতু

পাহাড়ে লোলেগাঁও, সিদরাবং, তাকদা, বারবোটে, জামুনের ছোট রঙ্গিত নদীর সেতু। সেইসঙ্গে সমতলের শালবাড়ি, ওল্ড মাটিগাড়া রোডে খোলাই বকতরি, গুলমায় মহিষমারি সেতু, চম্পাসারির নর্মদা বাগান থেকে সমরনগর মহিষমারি সেতু।

সবচেয়ে খারাপ

■ জামুনে ছোট রঙ্গিত নদীর সেতু
জামুনে ঝুলন্ত সেতু দিয়ে প্রচুর মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। কিন্তু সেতুটি দীর্ঘদিন ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। বিমল গুরুংয়ের আমলে জিটিএ এই সেতুটি সংস্কারের পাশাপাশি পাশে নতুন কংক্রিটের সেতু তৈরির প্রস্তাব নিলেও বাস্তবে কাজ কিছুই হয়নি।

■ নর্মদা বাগান থেকে সমরনগর সেতু
দু'পাশের রেলিং ভাঙা। স্থানীয়রা বাঁশ দিয়ে অস্থায়ীভাবে রেলিং তৈরি করেছেন। ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। মোটরবাইক, টোটো উঠলেও সেতুটি পেন্ডুলামের মতো ঝুলতে থাকে।

আলিপুরদুয়ার

বিপজ্জনক সেতু : ২১টি

বীরপাড়ায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগান্ডা নদীর সেতু, বীরপাড়ার শিশুঝুমরায় হাওড়াধুরা এবং মুসলিমধুরার রাস্তার সেতু, আলিপুরদুয়ার-২ এবং কুমারগ্রাম ব্লকের সীমানায় মরা রায়ডাক নদীর সেতু, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে সোনাপুর কলোনি মোড় থেকে খয়েরবাড়ি রাস্তায় বুড়ি নদীর সেতু, মথুরা থেকে নাথুয়াটারি যাওয়ার রাস্তায় চোপরো নদীর সেতু, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ৮ মাইল এবং উত্তর সোনাপুর এলাকায় কুমাই নদীর ২টি সেতু, কুমারগ্রামের এনকেএস গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন বালুঝোরা সেতু, কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়ি ডাহারু চৌপথি রোডে ঘোলানি ২ নম্বর সেতু, পুখড়িগ্রাম মধ্য হলদিবাড়ি রুটে ঘোলানি ৩ নম্বর সেতু, ফালাকাটার জটেশ্বর গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় বিরকিটি নদীর সেতু, জটেশ্বর দেওগাঁও সীমানায় মুজনাই নদীর বঙ্কিমেরঘাটের সেতু, জটেশ্বর খগেনহাট রোডে তাতাসি নদীর সেতু, ফালাকাটার ৮ মাইলে উড্ডা নদীর পাকা সেতু, রাঙ্গালিবাজনা ফালাকাটা রোডে মরাতোর্ষা নদীর ওপর সেতু

জলপাইগুড়ি

বিপজ্জনক সেতু : ১১টি

বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুর্তি, চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাগরাকাটা চা বাগানের সুখানি, লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের লুকসান মোড়ে কুজি ডায়নার লালপুল, গয়েরকাটা-নাথুয়া রাজ্য সড়কের ওপর নোনাই, রাজগঞ্জ ব্লকে একাধিক গ্রাম সংযোগকারী তিস্তা লিংক ক্যানালের সেতু, বেলাকোবার বক্সীপাড়ার ক্যানাল সেতু, গৌরীহাটে করলা নদীর ওপর ভেঙে থাকা সেতু।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ কুর্তি সেতু
সেতুটিকে দুর্বল ঘোষণা করে প্রশাসনিক স্তর থেকে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে বহু আগেই। তবুও বিকল্প না থাকায় ওই সেতুর ওপর দিয়েই কার্যত প্রাণ হাতে করেই চলছে যাতায়াত। ওই পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার বাসিন্দার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কুর্তি সেতু।

■ লালপুল
বছর চারেক আগে প্রবল জলস্ফীতির কারণে নাগরাকাটা ব্লকের লুকসানের কুজি ডায়না নদীর ওপর শতবর্ষ প্রাচীন লালপুলের পিলার বসে যায়। তারপর থেকে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে আশপাশের চ্যাংমারি, ধরণীপুর, ক্যারন চা বাগান সহ লালঝামেলা বস্তির বাসিন্দাদের ঘুরপথে যাতায়াত করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

■ ব্রিটিশ আমলের সেতু
নাগরাকাটা চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাগোয়া একটি প্রাচীন সেতুর দশাও বেহাল। ভারী ট্রাক যাতায়াত তো দূরের কথা, ট্র্যাক্টর গেলেও সেতু দুলতে থাকে। নাগরাকাটার পাশাপাশি লাগোয়া হিলা চা বাগানের বাসিন্দাদেরও যাতায়াতের ভরসা ওই একমাত্র জীর্ণ সেতুই। বহুবার নানা স্থানে শ্রমিকরা দরবার করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

■ নোনাই সেতু
গয়েরকাটা-নাথুয়া রাজ্য সড়কের ওপর বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে নোনাই সেতু। ৭ বছর আগে সেতুটি মাঝবরাবর বসে যাওয়ার পর আজও সংস্কার হয়নি। ডাইভারশন তৈরি করে দেওয়া হলেও সেখানে হাইট বার রয়েছে। তাই সেখান দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ। বিপৎসংকুল অরণ্যপথে চলছে টোটোরিকশা ও ছোট গাড়িতে ঝুঁকির যাতায়াত।

■ ক্যানালের ওপর সেতু
রাজগঞ্জ ব্লকের উত্তর শিমুলগুড়ি, মেনঘরা, দক্ষিণ শিমুলগুড়ি, কুন্দরদিঘির মতো গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগকারী তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালের ওপর সেতু যেন মরণফাঁদ। যে কোনওদিন ভেঙে যেতে পারে। ছোট গাড়ি গেলেই সেতু দুলতে থাকে।

মন্ত্রী বলছেন

উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই আমরা রাস্তাঘাটের পাশাপাশি সেতু তৈরির কাজ করছি। তবে, সবটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাজেটের মধ্যে থেকেই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। বাকি কাজ পূর্ত দপ্তর করছে।

-উদয়ন গুহ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

উত্তর দিনাজপুর

বিপজ্জনক সেতু : ৭টি

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ রায়গঞ্জ শহরে ঢোকার মুখে কুলিক সেতু- এই সেতুর বিপজ্জনক অবস্থা কারও অজানা নয়। রেলিং ভাঙা, সেতুর মাঝে বড় গর্ত, নড়বড়ে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও টনক নড়েনি কর্তৃপক্ষের।

■ ডালখোলা সংলগ্ন দোমোহনা সেতু- কংক্রিট পিলারে ফাটল ধরেছে। সেতুটি অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়েছিল। ভারী যানবাহন চলাচলে সেতুটি নড়ে।

■ ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ অঞ্চলের ট্যাংরাবাড় আয়রন ব্রিজ- এই ব্রিজ দিয়ে ঝুঁকির যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। একাধিক দুর্ঘটনার নজির রয়েছে। প্রশাসনের কর্তারা পরিদর্শন করলেও কাজ হয়নি।

■ চোপড়ার মাঝিয়ালি-দাসপাড়া রুটের খুজালুগছ সেতু- ডক নদীর ওপর এই সেতুর বেহাল দশায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। সংস্কারের জোরালো দাবি উঠেছে। সেতুর ওপরের পাটাতন গর্ত হয়ে ভেতরের রড বেরিয়ে গিয়েছে।

■ ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গোরুবান গোড়াইত বস্তি থেকে মুলুকডাঙ্গি যাওয়ার সেতু- এই সেতুর বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়েছে। সেতুতে ফাটল ধরেছে। কিছু অংশে লোহার রড বেরিয়ে পড়েছে।

■ হাপতিয়াগছে তিস্তা সেতু- যানবাহন চলাচল করলেই সেতুটি নড়তে শুরু করে। সেতুর বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরেছে।

■ তিনমাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের শিলিগুড়ি অভিমুখী সেতু- সেতুটির রেলিং ভেঙে পড়াতে বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়েছে।

কোচবিহার

বিপজ্জনক সেতু : ২৩টি

কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গার রাসমোহনেরঘাট সেতু, দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু, উত্তর বড় হলদিবাড়ির তেঁতুলতলা, দেওয়ানগঞ্জের গিরিয়ার মোড়, আলসিয়ার মোড়, বেলতলি, পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনের সেতু, কুচলিবাড়ির সতী নদীর শীতলা সেতু, আক্রার বাজার সংলগ্ন সেতু, খুঠামারা নদীর ওপর দেওশাল সেতু, গিরিধারী নদীর ওপর দেবনাথপাড়া সেতু, রত্নাই নদীর ওপর মাদুরঘাট সেতু, সিঙ্গিমারি নদীর বোচারঘাট সেতু, নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকিয়ারছড়া নদীর সেতু, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন সেতু, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিউলি সেতু, ঘোকসাডাঙ্গা-আটপুকুরি রাস্তার সেতু, জয়ন্তীরহাট পারডুবির মাঝে দোলং নদীর সেতু, ফেশ্যাবাড়িতে শালটিয়ার সেতু, মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে উপেন বর্মন সেতু, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের জমেরডাঙ্গা এলাকার খোঁড়া নদীর সেতু, উত্তর ধলপল এলাকার সেতু, জামালদহ-রানিরহাট রাস্তার সুটুঙ্গা সেতু

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ **দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু**
দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময় সেতুটি দোলে। বহুবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করেও লাভ হয়নি। কয়েকদিন আগেই পার্শ্ববর্তী সিতাইয়ের গিরিধারী নদীর সেতুটি ভেঙে পড়েছে

■ **হলদিবাড়ির সেতু**
২০১৯ সালের নভেম্বর হলদিবাড়ি ব্লকের পাঁচটি বেহাল সেতুকে অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সেতুগুলির দুই প্রান্তে হাইটবার লাগানো হয়েছে। উত্তর বড় হলদিবাড়ির তেঁতুলতলা, দেওয়ানগঞ্জের গিরিয়ার মোড়, আলসিয়ার মোড়, বেলতলি ও পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে থাকা সেতুর বেহাল অবস্থা।

■ **শীতলা সেতু**
মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির সতী নদীর শীতলা সেতুর দুই ধারে রাস্তা ধসে গিয়েছে। সেতুর লোহার খুঁটি মরচে পড়ে ক্ষয়ে হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত চলছে।

■ **রাসমোহনের ঘাটের সেতু**
কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গার গ্রাম পঞ্চায়েতের রাসমোহনের ঘাটে ৪০ বছরের পুরোনো লোহার সেতু খুবই দুর্বল। কাঠামো দুর্বল হওয়ায় সেতুতে উঠলে তা রীতিমতো দুলতে থাকে।

■ **চকিয়ারছড়া সেতু**
নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকিয়ারছড়া নদীর ওপর দুর্বল লোহার সেতু দিয়ে গাড়ি পারাপার হওয়ার সময় সরু সেতুটি দুলতে থাকে।

ফুলবাড়িতে ভুটানের ট্রাক আটকে বিক্ষোভ। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

সমস্যা মেটাতে গৌতমের বৈঠক

ভুটানের ট্রাক আটকে বিক্ষোভ

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১৬ জুন : ভুটানের ট্রাক আটকে বিক্ষোভ দেখালেন বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ফুলবাড়ির চারটি সংগঠনের সদস্যরা। সোমবার ঘটনাকে ঘিরে ফুলবাড়ি স্থলবন্দরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পাশাপাশি র‍্যাফও নামানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বিক্ষোভকারীদের আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান। ভুটানের ট্রাকগুলিকে যাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেই আবেদন জানান তিনি। পাশাপাশি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি দেখারও আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, বিক্ষোভের খবর পেয়ে মঙ্গলবার ওই চারটি সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকের বার্তা পাঠান জলপাইগুড়ির জেলা শাসক। এরপর দুপুর ১টা নাগাদ বিক্ষোভ থামে। বাংলাদেশে যেতে দেওয়া হয় ভুটানের ট্রাক। এদিন ভুটানের ১৯৬টি ট্রাক ওপার বাংলায় গিয়েছে।

বৈঠকের পর গৌতম বলেন, 'রাজ্য ও কেন্দ্র যাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে, সেজন্য পরিবহণ সচিবের সঙ্গে কথা বলব। এদেশের বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকেদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করাটা জরুরি। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে ভুটানের ট্রাক বোল্ডার ডাম্প করে। এরপর ভারতীয় ট্রাকে সেই বোল্ডার তুলে নিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ফুলবাড়িতে সেটা না হওয়ায় অনেক মানুষ কর্মহীন।' তিনি জানান, ট্রান্সপোর্টার, গাড়ির মালিক, চালকদের সমস্যা নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

কয়েকদিন ধরেই ভুটানের ট্রাক ওপার বাংলায় যেতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছিলেন বোল্ডার ব্যবসায় যুক্তরা। ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণের দাবিতে রবিবার থেকে ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন ও সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের শতাধিক সদস্য স্থলবন্দরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন। সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ তাঁরা ভুটানের ট্রাকের সামনে বসে পড়েন, সেগুলি আটকে দেন। তাঁদের অভিযোগ, বাংলাদেশের তরফে ভারতীয় বোল্ডার আমদানির ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো কর চাপানো হচ্ছে। সেখানে

> রাজ্য ও কেন্দ্র যাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে, সেজন্য পরিবহণ সচিবের সঙ্গে কথা বলব। এদেশের বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকেদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করাটা জরুরি। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে ভুটানের ট্রাক বোল্ডার ডাম্প করে। এরপর ভারতীয় ট্রাকে সেই বোল্ডার তুলে নিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ফুলবাড়িতে সেটা না হওয়ায় অনেকে কর্মহীন।
>
> **-গৌতম দেব**
> *মেয়র, শিলিগুড়ি*

ভুটানের ট্রাকে বোল্ডার আমদানিতে সেভাবে কর চাপানো হয়নি বললেই চলে। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও ভুটানের ট্রাক ফুলবাড়ি সীমান্ত দিচ্ছে বাংলাদেশে যাচ্ছে।

ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মহম্মদ শাহাজাহান বলেন, 'মেয়র ও জেলা শাসকের আশ্বাসে সাময়িকভাবে আমরা আন্দোলন থেকে সরে এসেছি। জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করব। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানাব। সুরাহা না হলে ফের আন্দোলনের পথে হাঁটব।'

গ্রাম পঞ্চায়েতেও বসবেন ডাক্তার

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : এবার থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা রোগী দেখবেন। ২২টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৫টিতে হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক তৈরির বিষয়ে রাজ্যর গ্রামোন্নয়ন দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহযোগিতায় একজন করে চিকিৎসক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে রোগী দেখবেন। ঠিক হয়েছে বিন্নাবাড়ি, ঘোষপুকুর, হাতিঘিসা, হেটমুড়ি, চটহাট, বিধাননগর, মণিরাম, পাথরঘাটা, চম্পাসারি, খড়িবাড়ি, জালাস, আপার বাগডোগরা, গোঁসাইপুর, মাটিগাড়া-১, আঠারোখাই পঞ্চায়েত অফিসে ক্লিনিক তৈরি করা হবে। যার শুরু হবে হাতিঘিসা থেকে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ যাতে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেজন্য রাজ্যের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'হাতিঘিসায় চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। রাজ্যের চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেলেই ক্লিনিক চালু হবে। তবে যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে এই ক্লিনিক হবে না। বুড়াগঞ্জে ক্লিনিক চালুর অনুমোদন মেলেনি।'

এদিকে, মহকুমা পরিষদের অফিসে জেলা শাসক, দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অফিস রয়েছে। লিফট না থাকায় ওঠানামায় সমস্যা হচ্ছিল। সেই কারণে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে লিফট বসানো হচ্ছে। সোমবার কাজের শিলান্যাস হয়। সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক (মহকুমা পরিষদ) নির্মাল্য ঘরামি সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, মহকুমা পরিষদের তরফে খড়িবাড়ি ব্লকের ৩০টি মন্দির চিহ্নিত করে সেখানে ১০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।

আবর্জনায় বুজে বন্ধ হয়েছে নিকাশিনালা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : একেই দখলদারি। তার উপর নিয়মিত নিকাশিনালা পরিষ্কার না হওয়ার অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে আবর্জনায় বুজে গিয়েছে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খোলাই বকতরির মূল নিকাশিনালা। পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনির মধ্যে দিয়ে ওই নালা খোলাই বকতরি হয়ে মহানন্দা নদীর সঙ্গে মিশেছে। যদিও খোলাই বকতলিতে ঢুকতেই নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। স্থানীয় বাসিন্দা মাধব দাসের বক্তব্য, 'নিয়মিত পরিষ্কার ও নজরদারি না করার কারণেই নিকাশিনালার এই পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ বলছেন, 'ওই নিকাশিনালা দ্রুত পরিষ্কার করা হবে।'

সোমবার খোলাই বকতরি এলাকায় যেতেই নিকাশিনালার বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ল। নালাজুড়ে আবর্জনার স্তূপ হয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে জল যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত নেই। নিকাশিনালার পাশ দিয়ে নাকে কাপড় গুঁজে যাচ্ছিলেন এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব দাস। তাঁর কথায়, 'শেষ কবে এই নালা সাফাই হয়েছে জানা নেই। সারা বছরই এই নিকাশিনালা আবর্জনায় ভরে থাকে। সময়ের সঙ্গে দুইপাশ দিয়ে দেদারে নির্মাণকাজ হওয়ায় নিকাশিনালাটা আরও চাপা হয়ে গিয়েছে।' একই বক্তব্য এলাকার আর এক বাসিন্দা প্রদীপ দাসের। দখলদারির জেরে নিকাশিনালার বিভিন্ন অংশের চাপা অংশগুলো দেখিয়ে তিনি বলছিলেন, 'ধীরে ধীরে গোটা নিকাশিনালাটাই বুজে যাওয়ার পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম চলতে থাকলে পরবর্তীতে আর এই নিকাশিনালা থাকবে না। এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হবে।'

জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলে কোন্দল

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : জমি দখলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। মাটিগাড়ার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। ঘটনাকে ঘিরে অস্বস্তিতে ঘাসফুল শিবির।

পাথরঘাটার বানিয়াখাড়িতে জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সোলার ট্যাংক রয়েছে। সেই চত্বর ঘেরাকে কেন্দ্র করে সমস্যার সূত্রপাত। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য কামিনী বর্মনের অভিযোগ, 'মন্দিরের নামে তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় পিএইচই-র ওই জায়গা দখল করার চেষ্টা করছেন।' ওই দখল রুখতেই নাকি সোলার ট্যাংকের চারদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পাঁচিল দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে খগেশ্বরের দাবি, 'ওই জমি মন্দিরের। সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে ট্যাংকের চারপাশে পাঁচিল তোলা হয়েছে।'

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায় বলছেন, 'ওই জায়গায় মন্দির ও পিএইচই উভয়পক্ষেরই জমি রয়েছে। সমস্যা মেটাতে বিডিও ইতিমধ্যে ওই জায়গা ঘুরে এসেছেন।' বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'পাঁচিল দেওয়ার

পাথরঘাটা

ব্যাপারে পিএইচই আমাদের চিঠি দিয়েছিল। এরপর আমরা জানতে পারি, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাঁচিল দিয়ে সোলার ট্যাংকের চারপাশ ঘিরে ফেলা হয়েছে।' এবিষয়ে প্রধান মহম্মদ সাহিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি।'

খগেশ্বর ওই মন্দির কমিটির সম্পাদক পদেও রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রথের সময় মন্দিরে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। গতবছর প্রসাদ বিতরণের সময় সেখানে জলের অভাব টের পাওয়া গিয়েছিল। এরপর আমি পঞ্চায়েত সমিতির কাছে অনুরোধ করেছিলাম, যাতে সেখানে একটি সোলার ট্যাংক বসানো হয়। পরে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ প্রশাসনের কর্তারা এসে ট্যাংকের উদ্বোধন করেন। হঠাৎ দেখি, তার চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। পরে গেটও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।' এনিয়ে কামিনীর বক্তব্য, 'জলের ওখানে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। সবাই জল পাচ্ছেন। আসলে মন্দিরের নাম করে পিএইচই-র জমি দখলের চেষ্টা করছেন খগেশ্বর। ইতিমধ্যে বেশকিছুটা জায়গা দখল করে নিয়েছেন।'

দ্রুত নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ

চোপড়া, ১৬ জুন : রাজ্য সড়কের সম্প্রসারণ চলছে। রাস্তার মাঝে তৈরি হচ্ছে কালভার্ট। উদ্দেশ্য, এর মাধ্যমে দু'পাশের জল যেন বেরিয়ে যেতে পারে। সেই কালভার্ট নির্মাণ দ্রুত শেষ করার দাবিতে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিগছে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিক্ষোভ দেখালেন সোমবার। চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুর থেকে ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার রুটের তেলিগছে রাস্তার একটি অংশে কালভার্ট নির্মাণ শুরু হয়েছে।

অভিযোগ, ধীরগতিতে কাজ চলায় ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। অর্ধসমাপ্ত কাজের কারণে বাড়ছে দুর্ঘটনা। এই নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে বিস্তর ক্ষোভ। দ্রুত কাজ শেষের দাবিতে এদিন তাঁরা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের জেরে ওই রুটে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
56 A B.T. Road, Kolkata-700050

Admission Notice : FC/UG/05/25 Dated : 17/06/2025

Online application are invited for admission to 4(four)-year Under Graduate Programme under the National Curriculum and Credit Framework (NCCF) in the following subjects:

1) Subjects under Faculty of Fine Arts:
Rabindra Sangeet, Vocal Music, Dance, Drama, Instrumental Music, Percussion and Western Classical Music

2) Subjects under Faculty of Visual Arts:
Painting, Sculpture, History of Art, Graphics-Printmaking and Applied Art.

Application Forms can be filled up **Online** on the University admission portal **https://online.rbu.net.in** from **18/06/2025** to **01/07/2025**.
For further details, please visit the University website **(www.rbu.ac.in)** and admission portal **(https://online.rbu.net.in)**.
For the subjects under the Faculty of Arts please follow the W.B. Centralized Admission Portal.

Sd/-
Secretary, Faculty Councils

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২ আষাঢ় ১৪৩২

ঘৃণার যুদ্ধ

বিদ্বেষের জাল গ্রাস করছে পৃথিবীকে। সেই বিদ্বেষের তীব্রতা বিশ্বে নতুন করে যুদ্ধ ডেকে আনছে। এই বিদ্বেষের অন্যতম কারণ উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবনা। আরেক কারণ ধর্মীয় বিভাজন। ইজরায়েল-ইরান সংঘাতকে ধর্মযুদ্ধ বলা যাবে না ঠিকই, কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, এই যুদ্ধ ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে। একদিকে ইহুদি জনগোষ্ঠীর তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ, অন্যদিকে ইহুদিদের প্রতি মুসলিম বিশ্বের একাংশের চরম ঘৃণা চরমসীমায় পৌঁছানোয় ভয়ংকর এই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

যুদ্ধটা পশ্চিম এশিয়ায় হলেও অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপ, আমেরিকাজুড়ে। ওই দুই মহাদেশের অধিকাংশ দেশ ইরানের বিরুদ্ধাচরণ করছে মুসলিম বিদ্বেষের কারণেই। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি খ্রিস্টান ধর্ম প্রভাবিত দেশ কার্যত তেল আভিভকে নিঃশর্তে সমর্থন করছে। বর্তমান বিশ্বে দক্ষিণপন্থার কান্ডারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সর্বশক্তি নিয়ে ইরানে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুমকি দিচ্ছেন। পশ্চিম এশিয়ার মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে তেহরান আগাম হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে একই বিদ্বেষের কারণে।

পৃথিবীতে ইহুদিদের একমাত্র দেশ ইজরায়েলের পাশাপাশি ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলি ইরানের চোখে ধর্মীয় শত্রু। বিপরীতে শিয়া-সুন্নি বিভেদে মুসলিম বিশ্ব কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত। অনেক মুসলিম দেশ ইরানের বিরোধিতায় শামিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে ইরানের বর্তমান শাসকরা একধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরি করে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া। এই চেতনায় ইরানের সব মানুষ বিশ্বাস না করলেও আয়াতুল্লা খামেনেই-এর জমানা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

সংযত না হলে এই যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরিণাম হতে পারে। যদিও ভূখণ্ড দখলের মতো সাম্রাজ্যবাদী অভিযান এই যুদ্ধের লক্ষ্য নয়। এই সংঘাতের পিছনে রয়েছে অপরের ধর্মকে কোণঠাসা, এমনকি নির্মূল করার বাসনা। যে কারণে ইরানের প্রধান শাসক আলি খামেনেইকে ইজরায়েলের শাসকদের প্রাণে খতম করার পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। যদিও তার পরিণাম ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে আঁচ করে তেল আভিভকে আপাতত নিরস্ত করেছেন ট্রাম্প।

নিরস্ত করেছেন বলে সেই পরিকল্পনা হিমঘরে নাও চলে গিয়ে থাকতে পারে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ধিকিধিকি করে জ্বলে। যে আগুনে ছারখার হয়ে যেতে পারে অনেককিছু। সেই পরিস্থিতি তৈরি হলে বদলে যেতে পারে বিশ্বের অনেক সমীকরণ। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে মেরুকরণ যেমন অশান্তি ডেকে আনছে, ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ চলতে থাকলে তেমনই বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উন্মাদনা আরও উসকে ওঠা অসম্ভব নয়।

ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েলের তিক্ততা চলছে দশকের পর দশক। সেই বিরোধ পৃথিবীব্যাপী মেরুকরণের প্রভাবে চরমাকার নিয়েছে বলে হামাস প্রথমে ইজরায়েলে হামলা ও অপহরণের মতো ঘৃণ্য কাজ করেছিল। বদলা নিতে প্যালেস্তাইনকে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়েছে দক্ষিণপন্থার আরেক প্রতিভূ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। প্যালেস্তাইনকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে এই সুযোগে নিজের ক্ষমতা নিশ্চিত করতে মরিয়া ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

একথা স্পষ্ট যে, নেতানিয়াহু বা খামেনেই নিজেদের শাসন সুরক্ষিত রাখতে ধর্মীয় বিদ্বেষ উসকে দিচ্ছেন ভয়ংকরভাবে। নিজের ঘরে আগুন লাগতে পারে বুঝেও নিজেদের লক্ষ্যে অনড় তাঁরা। ধর্মের এই রোষানল মানবতার পাশাপাশি সভ্যতার ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর চরম আঘাত হানছে এই যুদ্ধ।

সংঘাতে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, তেমনই ধ্বংসও হচ্ছে। দু'দেশের বিমানঘাঁটি, অস্ত্রাগার, তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারের ওপর হামলায় সেই ধ্বংসের চেহারাটা স্পষ্ট। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোটি কোটি টাকার সম্পদ শুধু নয়, অত্যন্ত দক্ষ বিজ্ঞানীদের নির্মূল করা হচ্ছে। যে ধ্বংস হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে, মায়ানমার, সিরিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক দেশের ঘরোয়া যুদ্ধেও। বিজ্ঞানকে ধ্বংস করে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চেতনাকে বিনষ্ট করে সভ্যতাকে পিছিয়ে দেওয়ার মারণযজ্ঞ শুরু হয়েছে পৃথিবীতে। এ যুদ্ধ ঘৃণার, বিদ্বেষের।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তিন যুদ্ধের স্মৃতি ভোলা খুব কঠিন

ইদানীং শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ হুংকার পৃথিবীজুড়ে। কোথাও সরকারিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে, কোথাও হয়নি।

অশোক ভট্টাচার্য

যুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন দেশে চর্চার মাঝে ছোটবেলার আমার কিছু কথা আজও মনে পড়ে। তিনটি যুদ্ধের কথা আমার স্মরণে যা আছে, তা নিয়েই আমার কিছু কথা।

যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের কয়েকটি দিনের। সেই প্রথম সাইরেনের আওয়াজ শুনেছিলাম। সেটা কেমন, তখনই তা বুঝেছিলাম। সেই সময় থেকেই যুদ্ধ নিয়ে মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। শিলিগুড়িতে আমার অনেক স্কুলের বন্ধুদের মধ্যেও সেই সময় যুদ্ধ নিয়ে আমার মতোই মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে সেই সময়ে ট্রেঞ্চে ঢুকতে হয়নি।

প্রথমে শুনেছিলাম, চিনারা কালিম্পং হয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকবে। পরে দেখলাম, চিনাবাহিনী ম্যাকমোহন লাইন পেরিয়ে নেফার বোমডিলা হয়ে অসমের তেজপুরের কাছাকাছি চলে এসেছে। তখন আমাদের বাড়িতে রাখা হত যুগান্তর পত্রিকা। খবর শোনার জন্য একমাত্র ভরসা ছিল রেডিও। আকাশবাণীতে তিনজনের খবর শোনার জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষায় থাকতাম। বাংলা সংবাদের তিন পাঠক বা পাঠিকারা ছিলেন তখন নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ আর বিজন বোস। তাঁরা সংবাদ পাঠ করতেন ভারতীয় সৈন্যরা কীভাবে 'বীর বিক্রমে' পশ্চাদপসরণ করছে। শুনতে শুনতে খুব কষ্ট পেতাম।

সেই সময় দেখতাম পাড়ায় পাড়ায় দেশপ্রেমের আবেগ ছড়িয়ে পড়তে। পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার পড়ত 'চিনের ড্রাগন ভারত ছাড়ো'। আমার কাকা জগদীশ ভট্টাচার্য তখন শিলিগুড়ি-কার্সিয়াং কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। ফলে আমাদের পরিবারেও দেশপ্রেমের আবেগের প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছিল। কংগ্রেস ও সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হত, 'আমেরিকা আমাদের বন্ধু দেশ'। সেখান থেকে অস্ত্র কিনতে হবে, এর জন্য সোনা দরকার।

বাঘা যতীন পার্কে এক জনসভা হল। সভায় রাজ্যের তখনকার কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁরা উপস্থিত সকলের কাছে সোনার গয়না দান করবার আহ্বান জানান। বলেছিলেন অস্ত্র কিনতে সোনা দরকার। অনেককেই দেখেছি সাড়া দিয়ে সোনার গয়না দান করতে। আমার মাকেও দেখেছিলাম আবেগে হাতের দুটি সোনার চুড়ি দান করতে। এভাবে বহু সোনার গয়না কাপড়ের পুটুলি করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। রাজনীতির কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু দেশপ্রেমের আবেগের কথা মনে পড়ে। রাস্তায় সেনাবাহিনীর কর্মীদের দেখলেই আমরা বন্ধুরা মিলে স্যালুট দিতাম। চিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াবার কথাও কিছু কিছু মনে আছে। শিলিগুড়িতে থাকত একজন চিনা মহিলা। সে ছিল পাগল। একদিন কিছু মানুষ সেই চিনা মহিলাটিকে বলল চিনের এজেন্ট এবং দেশপ্রেমের আবেগে ওকেও মারধর করা হল।

সেবক রোডে রাখা হয়েছিল অনেক খচ্চর। এদের নিয়ে যাওয়া হত চিন সীমান্তে। আমরা বন্ধুরা মিলে যেতাম খচ্চর দেখতে। একদিন শুনলাম বাগডোগরা বিমানবন্দরে বোমা পড়েছে। তারপর যুদ্ধের ভয় আরও বেড়ে গেল। আমার একটু একটু মনে আছে, তখন কমিউনিস্টদের বলা হত চিনের দালাল, দেশদ্রোহী। পরে শুনেছিলাম জ্যোতি বসু,

প্রমোদ দাশগুপ্ত ও শিলিগুড়ির বীরেন বসু, চারু মজুমদার, সৌরেন বসু সহ অনেক কমিউনিস্ট নেতাকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে বীরেনদার কাছ থেকে সুযোগ হলেই শুনতাম তাদের সেই সময়ের জেলে থাকার দিনগুলির কথা। ১৯৬৩ সালে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়, সে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী অরুণ মৈত্র। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন চারু মজুমদার। জেল থেকে লড়াই করেও তিনি ৩৪০০-এর মতো ভোট পেয়েছিলেন। এক ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশের মধ্যেও তিনি যে এত মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন তা অবশ্যই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

পরে শুনেছিলাম, কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বলেছিলেন, পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যেকার সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেওয়া হোক। এই কথা বলার জন্যই তাঁদের দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও পরে চিন-ভারত দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলোচনা করেই যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে হয় দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় আমি ক্লাস ইলেভেনে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র। যুদ্ধ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান দুই সীমান্তে। এই যুদ্ধের ভালো প্রভাব পড়েছিল শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। সেই যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন 'জয় জওয়ান জয় কিষান'। সেই সময় শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন বাড়িতে ফাঁকা জমিতে লাগানো হত বিভিন্ন ধরনের তরিতরকারি বা শাকসবজি। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়িতেও লাগিয়েছিলাম বিভিন্ন ধরনের সবজি, পাশেই কাটা হয়েছিল ট্রেঞ্চ। মাঝেমধ্যেই সাইরেন বাজত। আমরা মুহূর্তের মধ্যে শুয়ে পড়তাম ট্রেঞ্চে। পাড়ায় পাড়ায় হত রাইফেল ট্রেনিং। এই ট্রেনিং দিত এসএসবি।

তখন কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সিপিআইএম। তখনও তারা যুদ্ধ নয়, শান্তির কথা বলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার মীমাংসার কথা। সেবারও শুধু এই কারণে সিপিআইএম-কে বলা হয়েছিল দেশদ্রোহী। সেই সময়েও বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সিপিআইএম-এর বহু নেতাকে।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয় পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। এই যুদ্ধের সময় শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালিদের পাকিস্তানের শাসন থেকে মুক্তির লড়াই। যে যুদ্ধ পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকে প্রভূত সহায়তা করেছিল। তখন আকাশবাণীতে প্রচারিত হত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ ও সমীক্ষা পাঠ। খুব আগ্রহ সহকারে আমরা তা শুনতাম। পরে পাকিস্তানবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় শিলিগুড়ির আশপাশে নির্মিত হয়েছিল বহু শরণার্থী শিবির। বহু মানুষ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসত। যতগুলি যুদ্ধের কথা বললাম ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে, তখনও দুটি দেশের কোনওটিই পারমাণবিক বোমা তৈরি করেনি। ফলে সমস্ত যুদ্ধের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল দুটি দেশের সীমানার মধ্যে। আজ কিন্তু যুদ্ধ হলে প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আমেরিকা, চিন, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া কোনও দেশই চায়নি এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। এটা ঠিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কোনও তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে না হয়ে দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত তাহলেই অনেক বেশি ভালো হত।

আগের তিনটি যুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি, সাম্প্রতিক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতের গোদি মিডিয়ার মুখোশ খুলে গিয়েছে। যারা চেয়েছিল দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ উন্মাদনা বৃদ্ধি পাক। তারা চেয়েছিল দেশের সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হোক। তারা হতাশ হয়েছে নিশ্চয়ই। হতাশ হয়েছে তারাও, যারা দুই দেশের মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

ভারতে এই যুদ্ধের সময় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যে ঐক্য ও সংযম দেখিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন সীমান্তে এই যুদ্ধে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মেরই মানুষ। শাসকদলের কিছু নেতার কথাবার্তায় ছিল অসংযমতার পরিচয়, যারা ভারতীয় সংবিধানের মূল ভিত্তির ওপর আক্রমণ হানতে চেয়েছিল। যদিও তারা হতাশ হয়েছে। সামরিক বাহিনীর তিনটি ক্ষেত্রের কিছু উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকরা দিয়েছেন সংযমতা ও নিয়ন্ত্রিত ভাষা ব্যবহারের উদাহরণ, তাও প্রশংসনীয়। সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল এই সময় সরকারের পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্রেস ব্রিফিং-এ সোফিয়া কুরেশি ও ব্যোমিকা সিং-এর মতন দুজন নারী মুখকে সামনে এনে দেশের মানুষের কাছে একটি সদর্থক বার্তা দিতে চাওয়া হয়েছে, তাও অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন সংবিধানের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে।

আপাতত এই যুদ্ধে যদি কেউ পরাজিত হয়ে থাকে, তবে পরাজিত হয়েছে গোদি মিডিয়া। কিছু যুদ্ধ উন্মাদ, এই সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ রাখাকে পছন্দ করছে না। টেলিভিশনে বা বিভিন্ন পোর্টালে ঠান্ডা ঘরে বসে কিছু অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর আধিকারিকরা এখনই পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পরামর্শ দিচ্ছেন, কেউ আবার গাল দিচ্ছেন ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে। যেন যত নষ্টের গোড়া ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। এরা কেউ একটাও কথা বলছে না এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। অথচ দেশের মানুষ চায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হোক। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সুরক্ষিত থাকুক। পাকিস্তানের ওপর অসামরিক ও কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত থাকুক।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)

আজ

১৯৩০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অনুপকুমার।

১৯৭৩

টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলা ভাষায় কথা বললে কিছু রাজ্যে হেনস্তা করা হচ্ছে। বাংলাদেশি বলে সেই সমস্ত বাসিন্দাকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। আর কেন্দ্রের হাফ মিনিস্টার তো পাঞ্জাবিদের হাওয়াই চটি ছুড়েছেন। হাফ মিনিস্টার হাওয়াই চটির একটা দোকান খুলুন না!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

তামিলনাড়ুর কোডাইকানালে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরছিলেন এক ব্যক্তি। এক বাঁদর তাঁর ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল নিয়ে গাছে উঠে যায়। নোটগুলি হাওয়ায় ওড়াতে থাকে। নীচে দাঁড়িয়ে পর্যটক ও তাঁর বন্ধুরা নোটগুলি কুড়োচ্ছেন। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

মহিলা যাত্রীকে চড় এক বাইক ট্যাক্সি সার্ভিসের চালকের। বেঙ্গালুরুর ওই মহিলা বাইক ট্যাক্সি বুক করেছিলেন। চালকের বেপরোয়া বাইক চালানোয় অসন্তুষ্ট হন তিনি। আপত্তি জানানোয় মহিলাকে কষিয়ে চড় মারে চালক। মহিলা ছিটকে রাস্তায় পড়েন। তদন্তে পুলিশ।

জনমন জনমত

গভীর অসুখে আক্রান্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

যথাসময়ে উঠে এল রূপায়ণ ভট্টাচার্যের কলমে (৭ জুন, ছয়ের পাতা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ)- 'দুটি নিহত বাগান এবং দুটি মৃত নদী'- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের করুণ ও অসহায় চিত্র। কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে এই করুণ কাহিনী। উত্তরবঙ্গের এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম কিংবা বৃহত্তমই নয়, এটা উত্তরের মানুষজনের কাছে অত্যন্ত গর্বের।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ও দীর্ঘসময় ধরে উপাচার্যহীন, স্বভাবতই অভিভাবকহীন। কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট অনন্য মাত্রা পায় যখন দেখি 'নেই'-এর লম্বা তালিকা। নেই উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নির্দেশক, অর্থনীতি সচিব (ফিন্যান্স অফিসার), কলেজ সমূহের পরিদর্শক, উন্নয়ন আধিকারিক (ডেভেলপমেন্ট অফিসার) ও সিকিউরিটি অফিসার। মাত্র একজন ডিন দিয়ে চলছে পঠনপাঠনের দেখাশোনা, সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পদ খালি।

এই অবস্থায় ব্যাহত হচ্ছে দৈনন্দিন কাজকর্ম, নেওয়া যাচ্ছে না অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, ডাকা যাচ্ছে না কর্মসমিতির বৈঠক। অভিভাবকহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকচক্ষুর সামনে ঘটে চলেছে একের পর এক অনাচার। পরিকল্পনাহীনভাবে রয়েছে এখানে-সেখানে বিল্ডিং, শ্রীহীন দুই মেয়েদের হস্টেলের সামনের প্রবেশপথ, মাগুরমারি নদীর শেষপ্রান্তে জনগণের বেআইনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড, যত্রতত্র সীমানা প্রাচীর ভেঙে প্রবেশদ্বার হয়েছে, সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন বাইকবাহিনীর দৌরাত্ম্য।

চতুর্দিকে 'নেই'-এর মাঝে অবশ্য আছে অন্তত দুটি জিনিস যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পদ। এক, সবুজ বনানী। অবহেলিত যত্নহীন বাগানের সৌন্দর্য হারিয়ে গেলেও অক্ষত চা গাছ। তাতে অন্তত সবুজটুকু বেঁচে আছে। গত কয়েক বছরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিরন্তর চেষ্টায় গাছের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ফল, ফুল সহ এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য গাছ যেন রং ও তুলি দিয়ে আঁকা মনোরম প্রকৃতির ছবি।

দুই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। উপচে পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময়কালে পড়াশোনায় মগ্ন অসংখ্য পড়ুয়া। গ্রন্থাগারের একতলা ও দোতলা দুটি কক্ষই উন্মুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তবুও বসার জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। বইয়ের তাকও সকলের জন্য উন্মুক্ত। সহজলভ্য বই। তার জন্য আগেকার মতো কাগজে লিখে দাবি করার প্রয়োজন নেই। গ্রন্থাগারিকের আন্তরিক সহযোগিতায় পাওয়া যাচ্ছে এখানে-সেখানে বসার জায়গা। ব্যবস্থা করা হয়েছে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক পাখার। এমনকি শনি ও রবিবারও গ্রন্থাগার উন্মুক্ত। আট ও নয়ের দশকে যা ছিল অকল্পনীয়। তখন দৈনন্দিন পাঠকের সংখ্যাও ছিল সীমিত।

এই তীব্র বেকারত্ব, ইন্টারনেট ও মোবাইলের যুগে পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শুভ সংকেত সন্দেহ নেই।

স্মরজিৎ ঘোষ
২ নম্বর গেট, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অতীতের পাতায় নাম লেখানোর পথে হাট

অনেক শহরের লাগোয়া এলাকায় হাট এখনও আছে। অধিকাংশকে হাট না বলে বাজার বলা ভালো। গ্রামে হাটের জৌলুস কমে চলেছে।

জয়দেব সাহা

সপ্তাহে একটা দিন অনন্তপুরে হাট বসে। অনন্তপুর ঠিক কোথায়? সে আমাদের খুব চেনা কোনও একটা গ্রাম অথবা শহরতলি। এই হাটেই প্রতি সপ্তাহে দোকান নিয়ে বসেন ষাটোর্ধ্ব একজন মানুষ। এত ভিড়ের মধ্যেও বড্ড নিঃসঙ্গ তিনি। জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, তাঁর সঙ্গে যাঁরা আগে হাট করতেন, তাঁদের কেউই আর আসেন না। এসেছে একঝাঁক নতুন মুখ। নতুন মুখগুলোর সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বয়সের পার্থক্য হয়তো এই পরিচয়কে সাবলীল হতে দেয় না। ষাটোর্ধ্ব মানুষটা দেখেছে এই গ্রামীণ হাটের বিবর্তন। একটা সময় সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়ত দোকানে। সে কত যুগ পুরোনো গল্প! সময়ের সঙ্গে এই রূপরেখাটি বদলে গেছে। ঠিক যেমন পুরোনো মানুষগুলো আর নেই, তেমনই নেই পুরোনো সেই মানুষের ভিড়।

গ্রাম অথবা শহরতলির হাটগুলো আজ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে? প্রশ্নটা বড্ড কঠিন। হাট এখনও জীবন্ত এক দলিল, কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না কি? একটা সময় এই হাটগুলো ছিল ব্যবসার অন্যতম প্রধান জায়গা। গ্রাম আর শহরতলিগুলো সপ্তাহে একদিন অথবা দু'দিন মেতে উঠত মানুষের ভিড়ে। আশপাশের লোকালয় থেকেও মানুষ ভিড় জমাত কেনাকাটার জন্য। এই ভিড়েই কত মানুষের দেখাসাক্ষাৎ হত পরিচিত মানুষজনদের সঙ্গে। ঠিক অনেকটা মেলার মতো।

সময় তো পরিবর্তনের গল্প লিখতে ভালোবাসে। পরিবর্তনের এই স্রোতে আসতে আসতে গ্রামগঞ্জেই গড়ে

উঠল ছোটখাটো বাজার। গজিয়ে উঠল অনেক দোকানপাট। মানুষ সহজেই পেয়ে গেল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সুতরাং হাটের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসল। কিন্তু এসবের মধ্যেও একেবারে ধসে যায়নি হাট ব্যবস্থা। তবে তার ব্যাপ্তি তো কমেছেই অনেকটা। এরপর আসল অনলাইন অর্ডার আর বিশাল মলের যুগ। প্রথমে শহরে এই মলগুলো গজিয়ে উঠলেও আসতে আসতে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল শহরতলিতেও। প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় এই ঠান্ডা ঘরের মলগুলোতে।

মানুষের স্রোত এবার বেঁকে বসল হাটের অভিমুখ থেকে। এর সঙ্গে যখন প্রায় সবই অনলাইনে অর্ডার করলেই ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে, মানুষ কেন দৌড়াবে মাইল পেরিয়ে হাটের দিকে। হাটের ভিড় এভাবেই কমতে কমতে হয়ে এসেছে বড্ড বেমানান। পুরোনো জৌলুস হারিয়ে সে হয়তো এখন দিন গুনছে, কোন এক বসন্ত পেরোলে বিদায়ঘণ্টা বাজবে তারও। ওই যে, সময় পরিবর্তনের গল্প লিখতে ভালোবাসে।

অনেক শহরের লাগোয়া এলাকায় হাট এখনও আছে। সেটা হাট না বলে বাজার বলাই ভালো। এখনও অনেক গ্রামগঞ্জে হাট বসে। জৌলুস কমলেও বসে তো। মানুষ আজও ভিড় জমায়। হয়তো এই ভিড়টা কমে এসেছে, তবু টিকে আছে কোনওভাবে। অনেক দোকানদার আজও হাটকে কেন্দ্র করে সংসার চালান। কিন্তু এবার হয়তো বিকল্প খুঁজতে শুরু করছেন তাঁরাও। যে ষাটোর্ধ্ব মানুষটা আজও নিঃসঙ্গ হলেও হাটে বসেন, তিনি হয়তো ক'বছর পর আর আসবেন না। এভাবেই পুরোনো দলিলগুলো মুখ ফেরাবে হাট ব্যবস্থা থেকে। সময়ের স্রোতে দোকানিরা এক এক করে গুটিয়ে নেবে নিজেদের দোকান। অতীতের পাতায় লেখা থাকবে একটা ব্যবস্থার ইতিহাস। সময় গল্প লিখবে আরেকটা পরিবর্তনের ধারার।

(লেখক মালদার সামসীর বাসিন্দা। পাটনা আইআইটি রিসার্চ স্কলার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৮

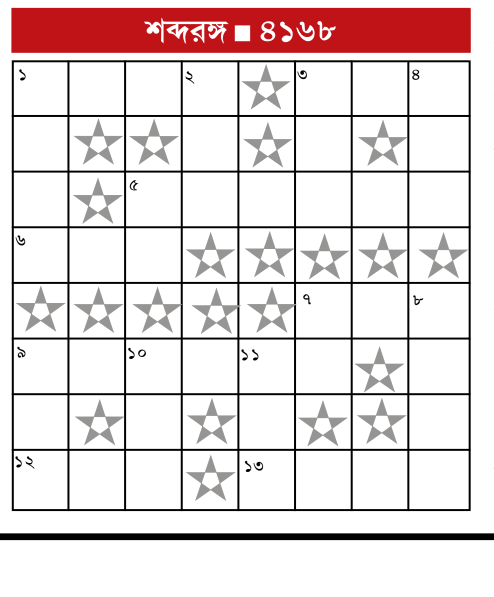

পাশাপাশি : ১। ভাতের সঙ্গে আলু সেদ্ধ ৩। সিন্থেটিক নয়, উদ্ভিদ থেকে পাওয়া তুলো ৫। হাত-পা ছুড়ে শোক প্রকাশ ৬। অত্যাধুনিক, নতুনত্ব ৭। কাঁটাওয়ালা গাছ ৯। আলোচনা বা বাক্যবিনিময় ১২। মৃণাল বা পদ্মফুলের ডাঁটা ১৩। যাঁরা পাটি বা মাদুর তৈরি করেন।

উপর-নীচ : ১। যার সহায় সম্বল নেই খুবই দৈন্যদশা ২। একেবারে সোজাসুজি নয়, বাঁকা বা তির্যক ৩। চর্যাপদের একজন বিখ্যাত কবি ৪। এঁটোকাঁটা বা উচ্ছিষ্ট ৫। কোয়া আছে এমন ফল ৭। বন্যাও হতে পারে মাছও হতে পারে ৮। কোথাও না থেমে একনাগাড়ে ৯। মনে মনে ভাবা বা আন্দাজ করা ১০। চোখের পাতা পড়তে যত সময় লাগে ১১। চলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে যাওয়া।

সমাধান ■ ৪১৬৭

পাশাপাশি : ১। তাড়কা ৪। মউনি ৫। বিপ্র ৭। ইজারা ৮। শতানীক ৯। নেপচুন ১১। আউল ১৩। টালি ১৪। হজমি ১৫। নরুন।

উপর-নীচ : ১। তাউই ২। কামরা ৩। অনির্দেশ ৬। প্রতীক ৯। নেওটা ১০। নরহরি ১১। আমিন ১২। লণ্ঠন।

বিন্দুবিসর্গ

জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি

'২৬-এর অক্টোবরে শুরু প্রথম দফা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : প্রতীক্ষার অবসান। ২০২১-এ করোনা সংক্রমণের কারণে স্থগিত হওয়া জনগণনা অবশেষে হতে চলেছে ২০২৬ সালে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, দু'ধাপে হবে এবারের জনগণনা। প্রথম ধাপের কাজ শুরু হবে আগামী বছর অক্টোবরে। শেষ ধাপ ২০২৭-এর ১ মার্চ থেকে। এটি হবে ২০১১ সালের পর দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জনগণনা। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রথম দফায় গৃহতালিকা ও জাতসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ভারতের ১৬তম জনগণনায় লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত ও পার্বত্য অঞ্চলে জনগণনার তারিখ হল ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর।'

এই প্রথমবার স্বাধীন ভারতের জনগণনায় জাত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এর আগে ১৯৩১-এ পূর্ণাঙ্গ জাতগণনা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রথম ধাপে ব্যক্তির জাতিগত পরিচয়, উপজাতি, ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে হবে ব্যক্তিগত জনগণনা। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন জাতভিত্তিক জনগণনার দাবি জানিয়ে আসছিল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, জাতভিত্তিক গণনা এবং আইন তৈরি করে কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

তবে জাত গণনার সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক হিসাব স্পষ্ট বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিহার সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যে জাতগণনা সেরে ফেলেছে এবং তার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা ও সংরক্ষণের নীতি পুনর্গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। ২০১১-র 'সোশিও ইকনমিক অ্যান্ড কাস্ট সেনসাস'-এর ফলাফল প্রকাশ না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন চাপে ছিল। এবার সেই দাবিকেই কার্যত স্বীকৃতি দিল সরকার। এবারের জনগণনা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা মোবাইল অ্যাপ ও ট্যাবলেটে ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এতে ডেটাবেস তৈরি ও বিশ্লেষণের কাজ তাড়াতাড়ি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

একনজরে

- ২০১১-র পর দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জনগণনা
- প্রথম ধাপের কাজ শুরু '২৬-এর অক্টোবরে
- শেষ ধাপ ২০২৭-এর মার্চ থেকে
- প্রথম ধাপে জাতিগত পরিচয়, ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ
- শেষ ধাপে ব্যক্তিগত জনগণনা

২০২৬-এর এই জনগণনা শুধু জনসংখ্যার নিরিখে নয়, এটি ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। জাতি, ভাষা, পেশা ও সামাজিক স্তর অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য সামনে এলে নীতি নির্ধারণ আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই কাজের জন্য প্রায় ৩৪ লক্ষ গণনাকারী এবং ১.৩ লক্ষ আধিকারিককে ডিজিটাল ডিভাইস সরবরাহ করা হবে। থাকবে স্ব-গণনার সুযোগ। ইচ্ছুক নাগরিকরা নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য নিজেরাই দিতে পারবেন।

এদিকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, তাঁর দল 'দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে' যে আসন্ন জনগণনা শুধু জাতগণনা নয়, বরং জাতি অনুযায়ী বিশদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের জন্য 'তেলেঙ্গানা মডেল' অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, 'তেলেঙ্গানা মডেলকে সামনে রেখে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সংগ্রহের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, জমির মালিকানা, আয়ের তথ্য জানা জরুরি।'

ভুল বার্তা যাচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস ও রিমি শীল

ওবিসি তালিকা নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৬ জুন : আদালতের নির্দেশ অমান্য করে রাজ্যের নামমাত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে তড়িঘড়ি নতুন ওবিসি তালিকা প্রকাশ করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্ন উঠল। সামাজিক, আর্থিক ও পেশাগতভাবে বিবেচনা করে রাজ্যের জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমীক্ষার কথা বলেছিল আদালত। কিন্তু রাজ্য জেলাভিত্তিক কিছু পরিবারের মধ্যে নামমাত্র সমীক্ষা করেছে। তাই আগের ও এবারকার ওবিসি তালিকার সঙ্গে সামান্য ফারাক রয়েছে। এই অভিযোগেই আদালতে নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিকে, ওবিসি তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের একাংশের মনে অসন্তোষ তৈরি হওয়ায় বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই উদ্বেগ সোমবার বিধানসভাতেও প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকেও তাঁর উদ্বেগের কথা গোপন রাখতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার বৈঠকে সতীর্থ মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ওবিসি তালিকা নিয়ে জনমানসে ভুল বার্তা যাচ্ছে। যা মোটেই ভালো নয়। এই নিয়ে মানুষকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে। তালিকা নিয়ে সরকারের কিছু করার নেই। আদালতের নির্দেশে সমীক্ষার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হয়েছে। তালিকা তৈরির দায়িত্বে ছিল অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সীমিত ছিল।

এদিন হাইকোর্টে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, 'আদালত বলেছিল, বিধানসভায় বিল আকারে পাশ করতে হবে। কিন্তু রাজ্য তা না করে প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। রাজ্য নিজেদের মতো কাজ করলে আদালত প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হবে।' রাজ্য জানায়, এই মামলার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের মত, 'নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার কথা বলা হচ্ছে না। যে গোষ্ঠী বাদ পড়েছিল, তাদের আবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে কেন? সমগ্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তা হয়েছে কি না স্পষ্ট নয়।' আবেদনকারীদের দাবি, রাজ্যের কাছে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য নেই। রাজ্যের নতুন ওবিসি তালিকার বিজ্ঞপ্তির অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। কেন্দ্রের বক্তব্য, রাজ্যের দেওয়া তালিকা থেকে ৩৫টি সম্প্রদায়কে জাতীয় অনগ্রসর কমিশন বাদ দিয়েছে। কোন জনগোষ্ঠী ওবিসি জনগণনা ছাড়া নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। নিয়োগ আটকে থাকা প্রসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, আপনারা ৬৬ সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করতে পারেন। আদালত সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে না।'

> বিরোধীদের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ওবিসি তালিকা নিয়ে জনমানসে ভুল বার্তা যাচ্ছে। যা মোটেই ভালো নয়। এই নিয়ে মানুষকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন বিধানসভাতেও ওবিসি তালিকা নিয়ে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ১৪০টি জনগোষ্ঠীর যে তালিকা তৈরি হয়েছে সেখানে অমুসলিম জনগোষ্ঠীও রয়েছে। ওই তালিকার ৮০টি মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। বাকি ৬০টি অমুসলিম জনগোষ্ঠী। নতুন তালিকা নিয়ে মুসলিমদের একাংশের মনে ক্ষোভ রয়েছে। তাঁদের অসন্তোষের কারণ সমীক্ষার সময় যাঁরা 'ওবিসি-এ' তালিকাভুক্ত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই 'ওবিসি-বি' তালিকাভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। আবার অনেকে 'ওবিসি-বি' তালিকা থেকে 'ওবিসি-এ'তে চলে গিয়েছেন। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে তালিকা নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ।

দুর্ঘটনার পর নিখোঁজ পরিচালক

আহমেদাবাদ, ১৬ জুন : আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ গুজরাটের এক চিত্রপরিচালক। নারোদার বাসিন্দা ওই পরিচালকের নাম মহেশ কালাওয়াদিয়া। টাওয়ারের অবস্থান অনুযায়ী তাঁর মোবাইলটি শেষবার ছিল দুর্ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৭০০ মিটার দূরে। তারপর থেকে মোবাইলে ফোন করেও স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি মহেশের স্ত্রী হেতাল কালাওয়াদিয়া। গুজরাটের সিভিল হাসপাতালে গিয়ে ডিএনএ নমুনা দিয়ে এসেছে মহেশের পরিবার। এখন অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কাজের সূত্রেই ল গার্ডেনে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মহেশ। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। হেতালের কথায়, 'বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ১৪ মিনিটে ফোন করেছিলেন মহেশ। আমাকে জানিয়েছিলেন, ওঁর কাজ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফিরছেন। কিন্তু বাড়ি না ফেরায় ওঁকে ফোন করি। ওঁর মোবাইল 'বন্ধ' দেখায়। এরপর পুলিশের কাছে জানতে পারি, দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৭০০ মিটার দূরে শেষবার ওঁর মোবাইলের অবস্থান ধরা পড়েছিল।'

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান সাইপ্রাসের

সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার পর মোদি ও নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস।

নিকোসিয়া (সাইপ্রাস), ১৬ জুন : সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার মাকারিওজ থার্ড' পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার তাঁকে এই সম্মান দিলেন সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস।

আপ্লুত মোদি বলেছেন, 'এই সম্মান আসলে ১৪০ কোটি ভারতীয়কে দেওয়া হয়েছে। এটি তাঁদের শক্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমি এই সম্মান উৎসর্গ করলাম ভারত ও সাইপ্রাসের বন্ধুত্ব, মূল্যবোধ ও বোঝাপড়ার প্রতি।'

মোদি এদিন ফের বলেন, 'এটা যুদ্ধের যুগ নয়।' ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের কয়েক মাস পরে সমরখন্দে এসসিও বৈঠকের ফাঁকে মোদি একথা পুতিনকে বলেছিলেন। এবার বললেন সাইপ্রাসে দাঁড়িয়ে। মোদির ধারণা, ইজরায়েল ও ইরানে যা ঘটছে, তা বন্ধের জন্য দু'দেশকেই আলোচনার টেবিলে আসতে হবে। মোদি বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা আসবে।'

সাইপ্রাস বরাবর ভারতের পাশে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ভারতকে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে সাইপ্রাস। সন্ত্রাস দমনে সিঁদুর অভিযানে নয়াদিল্লির পক্ষে সরব হয়েছে নিকোসিয়া সরকার। পাকিস্তানের বন্ধু তুরস্কের শত্রুদেশ সাইপ্রাসের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছোবে বলে আশা মোদির।

সোনিয়া স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধির অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। নয়াদিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালের চেয়ারম্যান ড. অজয় স্বরূপ সোমবার এই তথ্য জানিয়েছেন। রবিবার রাতে ওই হাসপাতালে ভর্তি হন সোনিয়া। তিনি পাকস্থলীর সমস্যায় ভুগছেন। ৭৮ বছর বয়সি সাংসদকে হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজির অস্ত্রোপচার বিভাগে ভর্তি করা হয়। গত সপ্তাহে সিমলায় প্রিয়াংকার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছিলেন সোনিয়া। সেইসময় উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছিলেন। অসুস্থ হন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেও। তখনও তাঁকে স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কোভিডে অসুস্থ সোনিয়া সেরে ওঠার পর থেকেই তাঁকে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগতে দেখা যাচ্ছে।

রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৬ জুন : মেধার ভিত্তিতে পোস্টিং হয় নাকি যেখানে ইচ্ছা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তিন চিকিৎসকের বদলির মামলায় এমনটাই প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট। আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো, চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার কাউন্সেলিং অনুযায়ী পোস্টিং না হওয়ায় মামলায় সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্যের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'এই চিকিৎসকদের পোস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত বা পোস্টিংয়ের পদ্ধতির ন্যায্যতা কীভাবে প্রমাণ করবেন?' বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'অনিকেত এখনই কাজে যোগ না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ রাজ্য করবে না বলেই আশা করছে আদালত।'

বিক্ষোভ পদ্মের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটে ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল দিল্লি বিজেপি। সোমবার রাজধানীতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিজেপির দিল্লি রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা।

প্রতিবাদকারীরা 'রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নয়, সারা বিশ্বের, তাঁর অপমান বরদাস্ত করা হবে না'— এই বার্তা নিয়ে সরব হন। এদিকে কলকাতায় শিয়ালদা থেকে বেকবাগান পর্যন্ত একটি পদযাত্রা করে। এরপর অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

মারণ আগুনে ভস্মীভূত খিদিরপুরের বাজার। সোমবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিপূরণ মমতার

কলকাতা, ১৬ জুন : রবিবার গভীর রাতে খিদিরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক হাজারেরও বেশি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন প্রায় ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খিদিরপুরের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে, তাঁদের ১ লক্ষ টাকা করে, আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মমতা। একই সঙ্গে বাজারের সংস্কারের কাজ করবে রাজ্য সরকার। এদিন বিধানসভা থেকেই খিদিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত এলাকায় পৌঁছোন মমতা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে নির্দেশ দেন মমতা। ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। স্থানীয় লোকজনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় সুজিতকেও। এদিকে এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার জন্যই আগুন লাগানো হয়েছে।

উদ্ধার ডিভিআর

কলকাতা, ১৬ জুন : ডোমজুড়ে পর্ন কাণ্ডে অভিযুক্ত শ্বেতা খান ও আরিয়ান খানের ফ্ল্যাট থেকে সিসিটিভির ডিভিআর বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। রবিবার রাতে হাওড়ার বাঁকড়ায় তাঁদের ফ্ল্যাটে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে নির্যাতিতার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও কাঁচি উদ্ধার করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ওই ফ্ল্যাটে কারা যাতায়াত করতেন, সেখানে পর্নগ্রাফি চলত কি না সেই সমস্ত তথ্য জানতে চায় পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষে পালটা তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ১৬ জুন : নাম না করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে 'হাফ মিনিস্টার' বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা জবাবে নিজেকে হাফ মিনিস্টার বলে মেনে নিয়েই সুকান্ত বললেন, 'এই হাফই ২০২৬-এ আপনাকে বাপ বাপ বলিয়ে ছাড়বে।'

চলতি অধিবেশনে সোমবার ছিল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় উপস্থিতি। এদিন শুরু থেকেই কেন্দ্র-বিরোধিতা ও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মহেশতলা যেতে গিয়ে জিঞ্জিরা বাজারে বাধা পেয়ে সুকান্তর নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপির নেতারা কালীঘাটে যান। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন তাঁরা। পরে সুকান্ত দাবি করেছিলেন, মহেশতলায় তুলসী গাছের অপমানের জন্য মঞ্চ সহ একটি তুলসীগাছ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে তাঁর বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। গ্রেপ্তারির সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে হাওয়াই চটি ছোড়ার অভিযোগ ওঠে সুকান্তর বিরুদ্ধে। এদিন বিধানসভায় সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী নাম না করে বিজেপির উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের হাফ মিনিস্টার আমাদের পাড়ায় গিয়ে এক পঞ্জাবি অফিসারকে জুতো ছুড়ে মারেন। এটাই কি রাজনৈতিক শালীনতা?' পরে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার বাড়িতে আপনি ঢোকার চেষ্টা করলে আমরাও আপনার বাড়ির ঠিকানা জানি। বাড়াবাড়ি করলে জবাব পাবেন।'

এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিরাট নাম, কিন্তু ওঁর মনের মধ্যে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। ওরকম ফুলপ্যান্ট মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা হাফ বা ফুল যে মন্ত্রীই হই না কেন বা মন্ত্রী নাই হই, বুকের মধ্যে ভারত আছে। যেটুকু করি দেশকে ভালোবেসে করি।' এরপর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হুঁশিয়ারি, ২০১১-য় ওঁর মন্ত্রীসভাতেও ৬ জন হাফপ্যান্ট মন্ত্রী ছিলেন। অপেক্ষা করুন, এই হাফ মন্ত্রীরাই আপনাকে ২৬-এ বাপ বাপ করে ছাড়বে।

পুলিশকে জুতো ছোড়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে এদিন সুকান্ত মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা চ্যালেঞ্জ

> আপনাদের হাফ মিনিস্টার আমাদের পাড়ায় গিয়ে এক পঞ্জাবি অফিসারকে জুতো ছুড়ে মারেন। এটাই রাজনৈতিক শালীনতা?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

> আমরা হাফ বা ফুল যে মন্ত্রীই হই না কেন বা মন্ত্রী নাই হই, বুকের মধ্যে ভারত আছে। যেটুকু করি দেশকে ভালোবেসে করি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

জানিয়ে বলেন, 'কোন পঞ্জাবি পুলিশ অফিসারের মাথায় জুতো লেগেছে তার প্রমাণ দিতে পারলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করব।' সুকান্তর দাবি, ছোড়া জুতো লেগেছিল তাঁরই নিরাপত্তারক্ষীর গায়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'গত নবান্ন অভিযানের সময় ওঁর পুলিশ এক আন্দোলনকারীর পাগড়ি টেনে ছিঁড়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরেছিল। সেই অপরাধের জবাব দিন আগে।'

কেন্দ্রকে ৫ প্রশ্ন অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : পহলগাম হামলার ৫৫ দিন পরেও অধরা চার জঙ্গি। নেই কেন্দ্রের কোনও জবাব। নেই কোনও নির্ভরযোগ্য সরকারি ব্যাখ্যাও। এই নীরবতার আবহেই এবার মোদি সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ধারাবাহিক পাঁচটি প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রকে কার্যত ঘেরাও করলেন তিনি। সূত্রের খবর, এই পাঁচ দফা প্রশ্নই আগামী লোকসভা অধিবেশনে তৃণমূলের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে চলেছে। শুধু তৃণমূল নয়, বিরোধী শিবিরের বহু দল এই ইস্যুতেই মোদি সরকারকে সংসদে কোণঠাসা করতে প্রস্তুত ।

২০২৬-এ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে

পহলগামকাণ্ড

বিজেপি যেন 'অপারেশন সিঁদুর' এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিকে নির্বাচনি অস্ত্রে পরিণত করতে না পারে, সে বিষয়ে তৎপর বিরোধীরা।

সেই মর্মেই সোমবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে অভিষেক লেখেন, 'পহলগাম কাণ্ডের ৫৫ দিন পেরিয়ে গেলেও সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি। গণতন্ত্রের পক্ষে তা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। তাই একজন দায়িত্ববান জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি কেন্দ্রের কাছে এই ৫টি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দাবি করছি।'

পাক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে ৩৩টি দেশে কেন্দ্রের তরফে প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।

প্রথম প্রশ্নে অভিষেক জানতে চান, 'সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ কীভাবে হল। ৪ জন জঙ্গি কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে কীভাবে ভারতে ঢুকে ২৬ জন নিরীহ নাগরিককে হত্যা করল? এই ভয়াবহ নিরাপত্তা লঙ্ঘনের দায় কে নেবে? কোথায় ব্যর্থতা ঘটেছে?' দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'যদি এটা গোয়েন্দা ব্যর্থতা হয়, তবে ঘটনার এক মাসের মাথায় আইবি প্রধানের মেয়াদ কেন বাড়ানো হল? তাঁকে জবাবদিহির বদলে পুরস্কৃত করা হল কেন? এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে কি?'

'যদি সরকার বিরোধী নেতা, সাংবাদিক, বিচারপতিদের ওপর পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করতে পারে, তাহলে কেন সেই প্রযুক্তি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়নি?' প্রশ্ন অভিষেকের।

অভিষেক জানতে চান, 'হামলার জন্য দায়ী চার জঙ্গি এখন কোথায়? তাঁরা কি নিহত, না পালিয়ে বেড়াচ্ছে? যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে সরকার এখনও স্পষ্ট বিবৃতি দিচ্ছে না কেন? '

অভিষেকের পঞ্চম প্রশ্ন, 'ভারত যদি সত্যিই বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়, তবে পহলগামে হামলার ঠিক পরেই কেন আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানকে ১ বিলিয়ন এবং ৪০ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা ও বিনিয়োগ অনুমোদন করল?

শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ১৬ জুন : 'বিরোধী দলনেতাকে আটকে দেওয়া হলে সাধারণ মানুষের কী হবে?' মহেশতলায় যেতে চেয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মামলায় রাজ্যের উদ্দেশে এমনটাই মন্তব্য করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সোমবার শর্তসাপেক্ষে বিরোধী দলনেতাকে আরও একজন বিধায়কের সঙ্গে মহেশতলায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত। তবে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য বা বিতর্কিত মন্তব্য, মিছিল করা যাবে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবেন তিনি।

আক্ষেপ ব্রাত্যর

কলকাতা, ১৬ জুন : শিক্ষা দপ্তরের চাপ সামলাতে গিয়ে মাথার চুল উঠে যাচ্ছে ব্রাত্য বসুর। সোমবার বিধানসভায় মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে বসে এই কথা নিজেই বলেছেন ব্রাত্য। এদিন নির্মলবাবুর ঘরে বসেছিলেন ব্রাত্য। তখন দলের এক তরুণ বিধায়ক ব্রাত্যকে বলেন, 'দাদা আপনার মাথায় চুল কিন্তু কমে যাচ্ছে।' পাশে বসে থাকা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কটাক্ষের সুরে বলেন, 'তুমি যে দপ্তর চালাচ্ছ, তাতে মাথার চুল না কমলে বুঝতে হবে, তুমি কোনও কাজই করো না।' ধূমপান করতে করতে হেসে ফেলেন ব্রাত্য। বলেন, 'সত্যি যা চাপ, সবসময় মাথার চুল খাড়া হয়ে থাকে।'

মাথায় বড় টাক ছিল বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খানের। প্রায় দু'দশকের বেশি তেলা টাক নিয়ে দেখা গিয়েছে জাভেদকে। কিন্তু সম্প্রতি জাভেদ খানের ওই চকচকে টাকে কিছু চুল দেখা গিয়েছে। ওই চুল কোথা থেকে এল? ব্রাত্যর কথা শুনে জাভেদ বলেন, 'আমি হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করিয়েছি। তাই হালকা চুল গজাচ্ছে। তবে এখনও পুরোপুরি হয়নি। ডিসেম্বরে ফের করতে হবে।' তা শুনে আক্ষেপের সুরে ব্রাত্য বলেন, 'মাথার চুল আর আমার ধরে রাখা সম্ভব হবে না।'

আটকে ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : ইরান-ইজরায়েলের হামলা-পালটা হামলার জেরে ইরানে আটকে পড়েছেন ১০ হাজারের বেশি ভারতীয় পড়ুয়া। তাঁদের অধিকাংশ তেহরান ও তার আশপাশের মেডিকেল কলেজগুলিতে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। শুক্রবার থেকে কার্যত হস্টেলবন্দি ভারতীয় পড়ুয়ারা। তাঁদের দেশে ফেরানোর চেষ্টা করছে বিদেশমন্ত্রক। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসকে পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের জেরে ইরানের আকাশসীমা বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের উদ্ধারের জন্য বিকল্প পথের খোঁজ চলছে।

সাউথ ব্লকের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকায় ইরানের তরফে ভারতীয়দের স্থলপথে দেশে ফেরানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেইমতো ইরানের কোনও স্থলবন্দর দিয়ে আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে পড়ুয়াদের ভারতে নিয়ে আসার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে। এদিকে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। রবিবার রাতে তেহরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সের ক্যাম্পাসে আছড়ে পড়েছিল ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র। বিস্ফোরণে দু'জন ভারতীয় পড়ুয়া আহত হয়েছেন। আহতরা কাশ্মীরের বাসিন্দা। তাঁদের আঘাত গুরুতর নয় বলে ইরান সরকার জানিয়েছে। ঘটনার পর উদ্ধার অভিযানে নামার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সাউথ ব্লকে।

বিপদে ড্রিমলাইনার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : আবার সেই ড্রিমলাইনার! মাত্র ৩৬ ঘণ্টার ব্যবধানে মাঝআকাশে কোনওটা যান্ত্রিক বিভ্রাটে, কোনওটা বোমাতঙ্কের মুখে পড়ে নিজের নিজের উড়ানবন্দরে ফিরতে বাধ্য হল ভারত অভিমুখী তিন-তিনটি ড্রিমলাইনার বিমান। তিনটি বিমানই ছিল বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, যার একটি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের, একটি এয়ার ইন্ডিয়ার এবং লুফথানসার বিমান সংস্থার। বিমানগুলির নামার কথা ছিল যথাক্রমে চেন্নাই, দিল্লি এবং হায়দরাবাদে।

প্রথম ঘটনাটি রবিবারের। চেন্নাইগামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিএ-৩৫ বিমানটি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে উড়েছিল দেরিতে, দুপুর ১টা ১৬ মিনিটে। কিন্তু আকাশে প্রায় দুই ঘণ্টা ওড়ার পর মাঝপথেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথা জানিয়ে বিমানটি নিরাপদে নামে হিথরোয়। সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, বিমানে যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই নেমে পড়েছেন। তাঁদের যাত্রা ফের শুরু করার প্রস্তুতি চলছে।

এর কয়েক ঘণ্টা পর সোমবার সকালে হংকং থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-৩১৫ আকাশে ওড়ার ৯০ মিনিটের মধ্যেই পাইলট 'আর এগোতে চাই না' বলেই ফিরে যান হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ফ্লাইটরেডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ টেক-অফ করেছিল বিমানটি। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বিমানটি 'সতর্কতামূলক পদক্ষেপ' হিসাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সব যাত্রী ও কর্মী নিরাপদে নামেন এবং বিমানের নিরাপত্তা পরীক্ষা চলছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যাত্রীদের দিল্লি পাঠানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সবেতন ছুটি চাই, দাবি গৃহপরিচারিকাদেরও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৬ জুন : ৫৫ বছর বয়সের পর চাই পেনশন, ইএসআই ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা। বাকি দশটা কাজের মতোই এই কাজেও চাই মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি। উৎসবের সময়েও গৃহকর্তাদের দিতে হবে সবেতন ছুটি ও বোনাস। আন্তর্জাতিক গৃহপরিচারিকা দিবসে সোমবার এই দাবিতে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে সরব হলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের গৃহপরিচারিকারা। তাঁদেরই একজন মিনু দেবনাথ। তাঁর অভিযোগ, 'বাবুরা ঝি বলে ডাকেন। সারাজীবন মুখে রক্ত তুলে যখন খাটি, পেনশন তো চাইবই।' রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই পেশায় ন্যূনতম মজুরি ধার্য করার অনুরোধও জানিয়েছে তাঁদের সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ গৃহপরিচারিকা সমিতি'।

তথ্য বলছে, ভারতে ১০ জন গৃহশ্রমিকের ৯ জনই মহিলা। তাই নারী সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংগঠনের দাবি, 'আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করতে হবে। গৃহশ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ তৈরি করে অনিয়ন্ত্রিত প্লেসমেন্ট এজেন্সি ও আয়া সেন্টারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' গৃহপরিচারিকাদের নিয়মিত গরহাজিরার অভিযোগ রাজ্যজুড়ে। কোনও গৃহিণীর বক্তব্য, সপ্তাহের অর্ধেক দিন 'ডুব মারেন' গৃহপরিচারিকারা। আবার কারোর অভিযোগ, চাহিদার সুযোগে বেশি মজুরি চান অনেকেই। এই প্রশ্ন তুলতেই আক্রমণাত্মক সুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝর্না সরদারের উত্তর, 'বাবুরা অসুস্থ হলে তাঁদের তো সিএল, পিএল আছে। আমরা অসুস্থ হতে পারি না? সেই সময় ছুটি নিতেই পারি। তখন মাইনে কাটলে হবে? বোনাসও তো অর্ধেক দেয়। ঘর মুছলে আর জামাকাপড় কাচলে মাত্র ৫০০ টাকা। ওই টাকায় সংসার চলে?' সংগঠনের তরফে স্বপ্না ত্রিপাঠী বলেন, 'দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মতো উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সংগঠনের ভিত বেশ শক্ত। ভারত সরকারের শ্রমবিধিতে বলা হয়েছে, কোনও বাড়িতে পাঁচজন গৃহশ্রমিক কাজ করলে তবেই মজুরি সহ আইনের অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাওয়া সম্ভব। আমাদের রাজ্যে এত বড়লোক কেউ নেই যে বাড়িতে পাঁচজন করে পরিচারিকা রাখবেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে চিঠি দিয়েছি বেশ কয়েকবার। উত্তর পাইনি।'

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ৮ কোটি গৃহশ্রমিক থাকা সত্ত্বেও সেই পেশা এখনও মান্যতা পায়নি আইনতভাবে। মিনু বলেন, 'তিন বাড়িতে কাজ করি। মাইনে পাই মাত্র ২৩০০ টাকা। ওই কটা টাকাতে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছি। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। অর্ধেক বাড়ি তো বোনাসও দেয় না। বোনাস চাইতে গেলে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। জয়নগর থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত রোজ ট্রেনে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করি। ছুটি নিলেই মাইনে কাটে। আমাদের জন্য বেতন ধার্য করা হবে না কেন?' হাসি মুখে কটাক্ষের সুরে কুসুম সরদারের সংযোগ, 'আমরা ছাড়া চলবে না, সমাজের চাকা ঘুরবে না।'

এটিএম লুটে ধৃত আরও এক

শুভদীপ শর্মা ও সুভাষ বসু

ময়নাগুড়ি ও বেলাকোবা, ১৬ জুন : এটিএম লুটের ঘটনায় আরও এক দুষ্কৃতী ধরা পড়ল। সোমবার রাতে চেউলিবাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ভোরের আলো থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নরেশ কোহলি। তার বাড়ি হরিয়ানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত আটটা নাগাদ বিন্নাগুড়ির ভোটপাড়ার চেউলিবাড়িতে নরেশকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় ভোরের আলো থানার টহলদারি পুলিশের। তাকে আটক করে ভোরের আলো থানায় নিয়ে আসা হয়। রাতেই তাকে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

ময়নাগুড়িতে এটিএম লুটের ঘটনায় সরস্বতীপুর থেকে রবিবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় ২ জন। তাদের কাছে থাকা দুটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। সোমবার বিকেলে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের বেলাকোবা রেঞ্জ থেকে তৃতীয় দুষ্কৃতী ধরা পড়ে। আগে ধৃত তিন দুষ্কৃতীর মধ্যে আসলুপ খান হরিয়ানার, মহম্মদ শামসের খান বিহারের ও ইরফান খান রাজস্থানের বাসিন্দা।

সোমবার দুপুরে ময়নাগুড়ি থানায় জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সাংবাদিককে বলেন, 'গোটা অপারেশন বিহার, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে সংগঠিত হয়েছে। এই কাণ্ডে জড়িত অপরাধীরা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশজুড়ে একাধিক এটিএম লুটের ঘটনায় জড়িত। রাজ্যের পাশাপাশি গোটা দেশের পুলিশকে ধৃতদের বিবরণ পাঠানো হয়েছে। সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ধৃত নরেশ কোহলি

> গোটা অপারেশন বিহার, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে সংগঠিত হয়েছে। এই কাণ্ডে জড়িত অপরাধীরা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশজুড়ে একাধিক এটিএম লুটের ঘটনায় জড়িত।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> *পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি*

শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি বাজারে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। সেসময় ওই পথ দিয়ে গাড়ি করে জলপাইগুড়ির এক বাসিন্দা লাটাগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সন্দেহ হওয়ায় তিনি দুষ্কৃতীদের সাদা গাড়িটিকে তাড়া করেন। ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানান। এরপর পুলিশের তাড়া খেয়ে দুষ্কৃতীরা গজলডোবার কাছে গাড়ি ফেলে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে গা-ঢাকা দেয়। পুলিশ সুপারের কথায়, 'গাড়িতে তিনটি আলাদা আলাদা রাজ্যের নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হয়েছিল। গাড়িটির আসল চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বর বের করার চেষ্টা চলছে।'

সোমবার ইরফানকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার পাঁচজন দুষ্কৃতী ধূপগুড়ির দিক থেকে হাইওয়ে ধরে ময়নাগুড়িতে ঢোকে। বিভিন্ন এটিএম কাউন্টারে রেইকির পর প্রহরীবিহীন ওই এটিএম কাউন্টারটিকে তারা 'টার্গেট' করে। সেই রাতে এক ব্যক্তি গাড়িটিকে তাড়া করার পাশাপাশি পুলিশকে ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও দিয়েছিলেন। সেখানে দুষ্কৃতীদের গাড়ির নম্বর পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া জঙ্গলে গা-ঢাকা দেওয়ার পর স্থানীয় সরস্বতী চা বাগানের বাসিন্দারা পুলিশকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এঁদের সকলকে সম্মানিত করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এছাড়া যে গ্যাস কাটারটি দুষ্কৃতীরা ব্যবহার করেছিল সেটির খোঁজ চলছে।

পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'আমরা নিশ্চিত অধরা দুষ্কৃতী এখনও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তার খোঁজ পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।'

মোষের গাড়ি ধরে তোলা দাবি

বীরপাড়া ও মাদারিহাট, ১৬ জুন : তোলাবাজিতে অভিযুক্ত মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলম। তিনি দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক এবং ব্লক সভাপতি তথা মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। মাদারিহাট থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা গুন্ডা ট্যাক্স চাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন পশু ব্যবসায়ী সিরাজুল হক। গত ৫ জুন ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে থেকে তাঁর মোষবোঝাই গাড়ি আটকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে ওই টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ ব্যবসায়ী সিরাজুলের। মাদারিহাট থানা সূত্রের খবর, সাজিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৬ (২) এবং ৩০৮(৩) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ওসি অসীম মজুমদার বলেন, 'তদন্ত চলছে।' তবে সাজিদ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তিনি জামিন পেয়েছেন।

৩ ভারতীয়কে ঘরে ফেরাবে পুলিশ

'বাংলা বললেই হেনস্তা'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও শিবশংকর সূত্রধর

কলকাতা ও কোচবিহার, ১৬ জুন : কোচবিহারের জামালদহ সীমান্ত থেকে তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনার পর রাজ্য প্রশাসনের নিশানায় এখন বিএসএফ। বিধানসভায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদিও ওই তিনজনের বৈধ ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি ছিল বলে কোচবিহার পুলিশের দাবি।

বিধানসভায় মমতা সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ

মুর্শিদাবাদের তিন শ্রমিককে বাড়ি পাঠাচ্ছে পুলিশ।

বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। কোচবিহার জেলা পুলিশও দাবি করে যে, তাদের চাপে বিজিবি'র সঙ্গে কথা বলে ওই তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে বিএসএফ।

মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাটিকে বাংলা ও বাঙালির হেনস্তা বলে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যে তিন ভারতীয়কে বিএসএফ জোর করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়েছিল বলে অভিযোগ, তাঁদের ধরেছিল মহারাষ্ট্র পুলিশ। পরে সমস্ত ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে এই অন্যায় হচ্ছে।' বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'লজ্জা করে না আপনাদের! শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলেন বলে মহারাষ্ট্র সরকার এই অন্যায় করেছে। এটা ভাষাভিত্তিক বৈষম্য, এটা রাজ্যবাসীর অপমান। মহারাষ্ট্র সরকার বাংলা ভাষা বলায় কাউকে বাংলাদেশি বললে তা গোটা বাংলাকে বাংলাদেশি বলার সমান। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

> **ক্রুদ্ধ মমতা**
>
> বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ সমস্ত ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে এই অন্যায় হচ্ছে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অন্যদিকে, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'তিনজন ভারতীয়কে বাংলাদেশের বিজিবি আটক করেছে বলে খবর পেয়েছিলাম। তাঁদের মুম্বই পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছিল। ওই তিনজনের সব নথি সংগ্রহ করি। পরে কোচবিহার পুলিশের চাপে বিএসএফ বাধ্য হয় বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করতে। এরপর তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

ওই তিন ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে নিজামুদ্দিন মণ্ডল ও মিনারুল শেখ যথাক্রমে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ও বেলডাঙ্গার বাসিন্দা। অন্যজন মোস্তাকা কামাল শেখের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। তাঁদের সোমবার মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দপ্তরে গাছের চারা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। তাঁদের নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ওই তিনজন মুম্বইতে কাজ করতেন। বাংলাদেশি সন্দেহে মুম্বই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

ওই খবর পাওয়ার পর সক্রিয় হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন পর্ষদ। সংস্থার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলাম উদ্যোগী হয়ে মুম্বই পুলিশকে ওই তিনজনের পরিচয়পত্র পাঠিয়েও ছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, মুম্বই পুলিশ পর্ষদকে না জানিয়ে ওই তিনজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, যেসব রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানেই এই কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে।

ওই সময় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় পালটা কটাক্ষ করেন।

ফের নেপালে হাতির অস্বাভাবিক মৃত্যু

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৬ জুন : ফের মৃত্যু হল একটি হাতির। সোমবার পূর্ব নেপালের সুনচারিতে একটি ভুট্টার খেতের চারদিকে বেআইনিভাবে দেওয়া বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে শক লেগে মাঝবয়সি একটি হস্তিনীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত হাতিটির গলায় বিদ্যুৎ শকের দাগ ছিল। ঘটনাটি নিয়ে গত ৩ বছরে ১৬টি হাতির মৃত্যু হয়েছে নেপালে। প্রত্যেকটি হাতিকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে নেপালের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। নেপালের এক পরিবেশপ্রেমীর স্বীকারোক্তি, 'ভারতের হাতি কেন নেপালে ঢুকে ফসল, খাবার সাবাড় করবে, তা নিয়ে নেপালের বাসিন্দাদের মধ্যে একটা আক্রোশ কাজ করে। যে কারণে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার খেতের চারদিকে দেওয়া হয়। মৃত্যু হচ্ছে হাতির। শুধু খুন করা নয়, যে ক'টি দাঁতালের মৃত্যু হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই দাঁত কেটে নেওয়া হয়েছে।'

নেপালে হাতির মৃত্যু নতুন কোনও ঘটনা নয়। অনেকবারই এমন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রত্যেক বছর এই সংক্রান্ত ভারত-নেপাল মৈত্রী বৈঠক হওয়ার পরেও কেন এমন ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল এবারের হাতির মৃত্যুর ঘটনা। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুজিৎ বসু বলছেন, 'পূর্ব নেপালে যত সংখ্যক হাতি ঢোকে, তার তুলনায় কয়েক গুণ বেশি হাতি ভারতের কার্সিয়াং ডিভিশনে ঘুরে বেড়ায়। এখানেও ফসলের ক্ষতি করে হাতি। কিন্তু এখানকার মানুষজন হাতির প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল। এজন্য হাতির কোনও ক্ষতি কেউ করেন না। মেচির ওপারের বাসিন্দাদের সচেতন করা যায়নি বলেই পূর্ব নেপালে হাতির এমন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।' ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা বলেন, 'প্রতি বছর ভারত-নেপাল মৈত্রী বৈঠক করা হয় শুধু কি খাদা পরানো আর মোমো খাওয়ার জন্য? কেন হাতিমৃত্যু রোধে নেপালকে সচেতন করা যাচ্ছে না, এই প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।' কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম হাতির মৃত্যুর ঘটনা। তবে বিষয়টি নেপালে হয়েছে, তাই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

পাহাড়ে বন্ধ অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : বৃষ্টিতে বিপর্যয় এড়াতে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। সোমবার জিটিএ-র তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, নতুন করে নির্দেশিকা জারি না হওয়া পর্যন্ত র‍্যাফটিং, হাইকিং, প্যারাগ্লাইডিং, ট্রেকিং সহ সমস্ত ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ থাকবে। জিটিএর পর্যটন দপ্তরের এগজিকিউটিভের বক্তব্য, বর্ষার সময় নিরাপত্তায় নজর এবং ঝুঁকি এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উত্তর সিকিমে পর্যটকদের যাওয়াই বন্ধ করা হয়েছে বৃষ্টির কারণে।

আরারিয়া-গলগলিয়া রুট

পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল

কিশনগঞ্জ, ১৬ জুন : রেলওয়ে সেফটি কমিশন সবুজ পতাকা দেখালেই ট্রেন ছুটবে বিহারের আরারিয়া ও গলগলিয়ার নবনির্মিত ব্রডগেজ রেললাইনে। সোমবার নির্বিঘ্নে পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল হওয়ায়, ১১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রেলপথ দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন ছুটতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বলে রেলকর্তাদের বক্তব্য। এদিন পরীক্ষামূলক যাত্রায় ট্রেনটিতে সওয়ারি হয়েছিলেন আরারিয়ার সাংসদ তথা বিজেপি নেতা প্রদীপকুমার সিং, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) অরুণকুমার চৌধুরী সহ কয়েকজন অতিথি যাত্রী। রুটটিতে একটি হল্ট সমেত ১১টি রেলস্টেশন তৈরি করা হয়েছে। নতুন রেল রুটটি তৈরি হওয়ায় পূর্ব-উত্তর বিহারের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে নতুন রেল যোগাযোগের পথ তৈরি হল। উপকৃত হবে নেপালও। এদিন পরীক্ষামূলক যাত্রায় ট্রেনটি ঠাকুরগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছালে সাধারণ মানুষ ট্রেনটিকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান সেকেন্দার প্যাটেল।

স্থিতিশীল অভিজিৎ

কলকাতা, ১৬ জুন : তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এখনও বিপন্মুক্ত নন। নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য এখনও তাঁকে আইসিসিইউতেই রাখা হয়েছে। এদিন তাঁর চিকিৎসার জন্য গঠিত ৭ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড তাঁর একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সেইসব পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পরই চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপির কয়েকজন নেতা চিকিৎসারত সাংসদকে দেখতে যান। পরে সুকান্ত জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে উনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলাই ভালো। তবে নিরাময়ের জন্য বেশকিছু সময় লাগবে।

খুনের পুনর্নির্মাণ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৬ জুন : নার্গিস পারভিন খুনের পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। ধৃত সুলতানকে সোমবার বালিয়াডাঙ্গি এলাকার চা বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে প্রেমিকাকে বিয়ের দশদিন আগে খুন করেছিল সে। চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, ডিএসপি রাহুল বর্মন সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সুলতান দেখায়, কীভাবে দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে সে নার্গিসকে খুন করেছিল।

ঘটনাস্থলের পাশে একটি ডোবা থেকে সুলতান নিজেই নার্গিসের জুতো, ওড়না ও খুনে ব্যবহৃত দড়ি উদ্ধার করে দেয় পুলিশকে। খুনের পর চা বাগানে দেহ লুকিয়ে মোটরবাইকে বাড়ি ফেরার পথে ওই শুকনো ডোবায় নার্গিসের ওই জিনিসপত্র ফেলে আবর্জনা দিয়ে ঢেকে রেখে এসেছিল সে। যা সোমবার হাতে এল পুলিশের।

নার্গিস হত্যাকাণ্ডের তদন্তে আপাতত তিনটি বিষয় নজরে রেখেছে পুলিশ। প্রথমত, পণের দাবি, দ্বিতীয়ত, খুনের পরিকল্পনা ও তৃতীয়ত, ত্রিকোণ প্রেমের সম্ভাবনা। সুলতানের পরিবার নার্গিসের পরিবারের কাছে পণ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা চেয়েছিল বলে অভিযোগ। ৭ লক্ষ টাকায় রফা হয়। নার্গিসের বাবা বুধু মহম্মদ ৩ লক্ষ টাকা দিয়েও ছিলেন বলে দাবি করেছেন।

কিন্তু বিয়ের তোড়জোড় চলতে থাকার সময়ই নার্গিসের সঙ্গে প্রেম থাকলেও সুলতান বিয়েতে আপত্তি তোলে। বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবারের চাপানউতোর চলছিল। সালিশি বৈঠক ডেকে সুলতানকে বিয়েতে রাজি করানো হয়। বিয়ে না করলে ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে বলে ঠিক হয়েছিল সালিশি সভায়। ত্রিকোণ প্রেমের সম্ভাবনাও পুলিশ উড়িয়ে দিচ্ছে না। সেজন্য এক তরুণীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সুলতানের সঙ্গে ১৯ জুন লক্ষ্মীপুর এলাকার নার্গিস পারভিনের বিয়ের কথা ছিল। তার আগে ৯ জুন তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। সুলতানকে সে রাতেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তার জামাইবাবু মজিবর রহমানকেও। দুজনকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হবে। সুলতানকে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য চা বাগানে নিয়ে যাওয়া হলে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে। যদিও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকায় কোনও সমস্যা হয়নি।

দায় এড়ালেন গৌতম

প্রথম পাতার পর

খোদ মেয়রের ওয়ার্ডই যদি বাংলাদেশিদের ঘাঁটি হয় তাহলে অবশিষ্ট শিলিগুড়ির দশা সহজেই অনুমেয়।'

জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দেওয়া তথ্য অনুসারে বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনলজি, আইন, টি-সায়েন্স সহ বিভিন্ন বিভাগে ন'জন বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান এবং পড়ুয়াদের আলাদা করে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বপন। তিনি জানিয়েছেন, নির্দেশ পেয়ে ইতিমধ্যেই চারজন পড়ুয়া উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের পাসপোর্ট, ভিসা সহ যাবতীয় নথি যাচাই করা হয়েছে। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, 'শানের ঘটনায় আমরা যথেষ্টই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। প্রত্যেক বাংলাদেশি পড়ুয়ার নথি খতিয়ে দেখা হবে। নথিতে গরমিল থাকলে তাকে কোনওভাবেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না এবং আইন মেনে পদক্ষেপ করা হবে।' পদ্ধতি মেনে তাঁরা শানের ভর্তি বাতিল করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছেন বলেই জানিয়েছেন স্বপন।

এসবের মধ্যেই সোমবার শান ইস্যুতে উত্তপ্ত হল ক্যাম্পাস। এদিন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা, কর্মীরা জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের একজন অধ্যাপক শানের বেআইনি কার্যকলাপকে সমর্থন করে বিভিন্ন জায়গায় বিবৃতি দিচ্ছেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতি অবৈধ বলেও দাবি করেছেন। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য রণজিৎ রায়ের কথা, 'যেভাবে ওই অধ্যাপক শানকে সমর্থন করে বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে আমাদের ধারণা বাংলাদেশি ছাত্রের অবৈধ কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের যোগাযোগ আছে। তাই তাঁকে তদন্তের আওতায় আনা হোক। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা না চাইলে ওই অধ্যাপককে আমরা তাঁর বিভাগে ঢুকতে দেব না।'

জাল পরিচয়পত্র

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে মংলুর খোঁজ মেলে। এরপর একজনকে ক্রেতা সাজিয়ে সেই মংলুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মংলুর কাছে আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার কথা বলা হলে সে ৩৫ হাজার টাকা দাবি করে। অগ্রিম হিসেবে সে ২০ হাজার টাকা নেয়। মংলু পরে এদিন সেই ক্রেতাকে ফকদইবাড়িতে থাকা চিত্তরঞ্জনের এই স্টুডিওতে নিয়ে যায়। বায়োমেট্রিকে ছাপ দেওয়ানোর কথা বলে নিয়ে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এসওজি ও ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্মীরা পিছনেই ছিলেন। স্টুডিওর পিছনে থাকা ঘরে নিয়ে গিয়ে বায়োমেট্রিকে ওই ক্রেতার হাতের ছাপ নেওয়ার সময়ই পুলিশ অভিযান চালায়। ওই দুষ্কৃতীদের হাতেনাতে ধরা হয়। ওই ঘরে তখন বাড়ির মালিক, মংলু ছাড়াও ফকদইবাড়ি, গোঁসাইপুর ও দেশবন্ধুপাড়ার এজেন্ট ষষ্ঠী ও টিটু কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত ছিল। পুলিশের হঠাৎ অভিযানে প্রত্যেকেই হতচকিত হয়ে পড়ে। দুজন মহিলাও তখন স্টুডিওতে এসেছিলেন। যদিও এই চক্রের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগসূত্র না মেলায় পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। একটি সূত্রে খবর, পুলিশের হাতে পাকড়াও হওয়া এক বাংলাদেশিকে জেরা করে এই চক্রের খোঁজ মিলেছিল।

এই চক্র শুধুমাত্র জাল আধার কার্ড ও প্যান কার্ড বানায় বলে মনে করলেও ওই ঘরে তল্লাশি চালাতেই তদন্তকারীদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। তাঁরা দেখেন এই চক্র জাল কাস্ট সার্টিফিকেট, জন্ম শংসাপত্রও বানাত। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই চক্র বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল। গোটা উত্তরবঙ্গেই এই চক্র জাল বিস্তার করেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। আসল বানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা জাল পরিচয়পত্র সরবরাহ করত বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা এই ঘটনায় বাড়ির মালিককে মূলচক্রী বলে মনে করছেন। কয়েকদিন আগেই শহর শিলিগুড়িতে জাল আধার কার্ড চক্রের পর্দা ফাঁস হয়েছিল। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে এই চক্রের যোগ রয়েছে কি না তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

তেল আভিভ বিধ্বস্ত

প্রথম পাতার পর

ভাইরাল ভিডিওতে হাইফায় বিরাট এলাকাজুড়ে আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। বন্দর পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় সংস্থা আদানি পোর্টস অবশ্য বন্দরের কাজকর্ম সচল আছে বলে জানিয়েছে। ইরানে পড়তে যাওয়া ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়াকে আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত।

এই হামলা-পালটা হামলার মধ্যে বিস্ফোরক দাবি করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের ছক কষেছিল ইরান। এজন্য গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ করা হয়েছিল। ইরান তাঁকেও খুনের ছক কষেছে বলে দাবি করেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'ট্রাম্প অন্যান্য নেতার মতো দুর্বল শর্তে দর কষাকষির রাস্তায় হাঁটেননি। ইরান পরমাণু অস্ত্র রাখতে পারবে না বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেই কারণে তিনি ইরানের শত্রু তালিকায় সবার ওপরে।'

আমেরিকার দুই শীর্ষ আধিকারিক আবার দাবি করেন, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল ইজরায়েল। শেষমুহূর্তে তাতে আপত্তি জানান ট্রাম্প। ফলে পিছু হটতে হয়েছে নেতানিয়াহুকে। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তেহরানের ভূগর্ভস্থ বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন খামেনেই নিজেই। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ছেলে তথা উত্তরাধিকারী মুজতবা।

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সোমবার পার্লামেন্টে অবশ্য বলেন, 'ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে আগ্রহী নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন এবং গবেষণার অধিকার আমাদের রয়েছে।' পাশাপাশি পারমাণবিক অস্ত্র সংবরণ চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ইরানের বিদেশমন্ত্রক।

ইজরায়েলি হামলার পিছনে আমেরিকার মদত রয়েছে অভিযোগ করে ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে পরমাণু আলোচনা চালিয়ে যাওয়া 'অর্থহীন' বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই। এই সংঘর্ষে নাক গলিয়ে এখন উভয়সংকটে পাকিস্তান। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য মহসিন রেজাই সোমবার জানান, পরমাণু হামলা হলে ইজরায়েলের ওপর পালটা পরমাণু হামলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাকিস্তান। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য রেজাইয়ের দাবি অস্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে শাহবাজ শরিফের সরকার।

বড় দায়িত্বে জিয়াউল

নাগরাকাটা, ১৬ জুন : জিয়াউল আলম আরও বড় দায়িত্ব পেলেন। সিটু'র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গত ১২-১৫ জুন পর্যন্ত হলদিয়ায় হওয়া সিটু'র রাজ্য সম্মেলনের শেষে বাগ্মী নেতা হিসেবে পরিচিত জিয়াউলকে ওই পদে বেছে নেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক আন্দোলন থেকে উঠে আসা জলপাইগুড়ির জিয়াউল বললেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই শিল্প এবং শ্রমিক বিরোধী নীতির বদল ঘটানোই হবে প্রথম কাজ। সম্মিলিতভাবে বৃহত্তর শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার মাধ্যমে এগোনোর পরিকল্পনা রয়েছে।' সিটু'র রাজ্য কমিটিতে জিয়াউলের ওই পদপ্রাপ্তি সিপিএমের চা শ্রমিক সংগঠন চা বাগান মজদুর ইউনিয়নকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করে এখন সেদিকে রাজনৈতিক মহলের নজর।

জিয়াউল আলম ১৯৮১ সালে জলপাইগুড়িতে আসেন। চা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বর্তমানে চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পাশাপাশি ২০১৩ সাল থেকে সর্বভারতীয় সংগঠন অল ইন্ডিয়া প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের পদেও রয়েছেন। জিয়াউল বলেন, 'খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ রক্ষাই আমাদের মূল কাজ।'

ধমক মমতার

প্রথম পাতার পর

ওই মন্তব্য কুরুচিকর ও সম্মানহানিকর দাবি করে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক পরে বলেন, 'এটা ব্যক্তিগত চরিত্রহনন। মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে বলতে পারেন আমার সব জানেন? আমরা ওঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে লেখা যেসব বই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা নিয়ে যদি বলি, তাহলে সম্মান থাকবে তো?'

শিখার কথায়, 'আমরা তা করি না। কারণ, সেটা আমাদের রুচিতে বাধে। কিন্তু সেটা উনি আমার দুর্বলতা ভাবলে ঠিক করছেন না।' বিজেপির আইনজীবী নেতা কৌস্তভ বাগচীর প্রসঙ্গ টেনে শিখা বরং হুঁশিয়ারি দেন, 'দরকার হলে জেলে যাব। বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হব, কিন্তু আর এই আক্রমণ বরদাস্ত করব না।'

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে ভাষণ দেওয়ার সময় ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ। পালটা সরব হন অসীমা পাত্র, সায়ন্তিকা প্রমুখ তৃণমূল বিধায়করা। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও না শোনায় শেষপর্যন্ত কুমারগ্রামের বিধায়ককে মার্শাল ডেকে কক্ষ থেকে বার করে দেন অধ্যক্ষ।

শিখা, মনোজ, শংকর প্রমুখ দলের বিধায়কদের এই ব্যক্তিগত আক্রমণের সমালোচনা করে আসানসোলের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল অভিযোগ করেন, 'এটা মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের থ্রেট কালচার। বিরোধীদের মনোবল ভাঙতে এটা মুখ্যমন্ত্রীর কৌশল। মনোজ পুরুষ বলে তাঁর কণ্ঠরোধ করতে মার্শাল ডেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলরা মহিলা বলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, চরিত্র, পেশা নিয়ে আক্রমণ করা হল। ভয় দেখানো হয়।'

অগ্নিমিত্রার মুখে জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের প্রশংসা শোনা যায়। তিনি বলেন, 'জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই সদনে থাকলেও কখনও বিরোধীদের এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন বলে শুনিনি।' শিখার মতে, 'মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আক্রমণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর এরকম মনোভাব আমাদের মতো মহিলা সদস্যদের কাছে লজ্জার।'

আকাশের সাফল্য

কলকাতা, ১৬ জুন : 'নিট ইউজি' (ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট-আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) ২০২৫-তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আকাশ ইনস্টিটিউটের পড়ুয়াদের ফলাফল তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। প্রতিষ্ঠানের কলকাতা কেন্দ্রের দ্বিবার্ষিক ক্লাসরুম প্রোগ্রামের পড়ুয়া রচিত সিনহা চৌধুরী ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৭০ পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ১৬তম ও রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে। রাজ্যে দ্বিতীয় রূপায়ণ পাল আকাশের এক বছরের ক্লাসরুম প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৭২০-এর মধ্যে ৬৬৬।

চলতি বছরে এই রাজ্যে আকাশের কেন্দ্রগুলো থেকে ১৮ জন শিক্ষার্থী সর্বভারতীয় র‍্যাংকিংয়ে ১০০০-র মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। ৪০০ এর বেশি পড়ুয়ার সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এমন ফলাফল নিট কোচিংয়ের ক্ষেত্রে আকাশকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরেছে। আকাশের ফাউন্ডার ডিরেক্টর সঞ্জয় খেমকা বললেন, 'ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা গর্বিত। পড়ুয়া ও শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের ফল এটি।'

বিবেকের ফাইল খোলা

প্রথম পাতার পর

পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। নাই বা হলেন তিনি বলিউডের কোনও সফল ফিল্ম নির্মাতা। তিনি দেশের হয়ে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন, বিষয় : ভারত, বিশ্বশান্তি ও মানবতাবাদ।

কী কী ফিল্ম বিবেক বানিয়েছেন তা খোঁজখবর না নিয়ে কেউ বলতে পারবেন না। ২০০৫ সাল থেকে বলিউডে থাকলেও তাঁর খ্যাতি একেবারে হালে নানা ফাইলের সূত্রে। এক একটা ফাইল বেরোয় আর তা দেখতে সদলবলে যান বিজেপির হোমরাচোমরারা। সার্টিফিকেট দেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীর ফাইলস দেখে গদগদ মোদি বলেছিলেন, এতদিন চেপে রাখা সত্যি বেরিয়ে আসছে। এর বদনাম করছে কায়েমি স্বার্থবাদীরা। সংসদীয় দলের বৈঠকে মোদি বলেছিলেন, দেশভাগ, জরুরি অবস্থা নিয়েও এমন ফিল্ম তৈরি হওয়া উচিত। এই ফিল্ম দেখার জন্য সরকারি কর্মচারীদের আধবেলা ছুটি দেওয়া হয়েছিল বিজেপি শাসিত অসমে। এই ছবি করমুক্ত হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, ত্রিপুরা, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মতো পদ্ম ফুলের রাজ্যে।

বেঙ্গল ফাইলসের টিজারও বেরিয়েছে ১২ তারিখে। তাতে বলা হয়েছে, কাশ্মীর ফাইলস যদি আপনাকে আহত করে তবে বেঙ্গল ফাইলস আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। নেপথ্য কণ্ঠ বলছে, বাংলা ধীরে ধীরে দ্বিতীয় কাশ্মীর হয়ে উঠছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কতদিন চলবে আর? এই প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে বেঙ্গল ফাইলস ছবির টিজার। তাতে হিংসার টুকরো দৃশ্যের সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত দুর্গা প্রতিমা।

এই পরিচালক বিবেকের ডাকে আরজি কর কাণ্ডের সময় এসেছিলেন কলকাতায়। সেসময় তিনি বলেছিলেন, 'ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় থেকে ধর্ষণকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলায় সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক, নির্বাচনি হিংসা বন্ধ হওয়া উচিত। বাংলাকে আবার মহান করতে হবে। এটা সম্ভব একমাত্র যদি এখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুরো বদলে দেওয়া যায়। এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

এরপরও কি ছবি রিলিজের টাইমিং নিয়ে কিছু বলতে হবে?

নাচে এখন দুনিয়া কাঁপাচ্ছে জুম্বা ডান্স। সারা পৃথিবীর সব বয়সের মানুষ এই নাচে এখন মাতোয়ারা। যার যত রোগ বালাই আছে, তা থেকে মুক্তি পেতেই এই নাচের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। বলা হচ্ছে, এই নাচ নিয়মিত অনুশীলন করলে হৃদরোগ, মেদ বৃদ্ধি, মানসিক সমস্যা, ঘুম ও বার্ধক্যজনিত সমস্যা সব কেটে যেতে পারে। এই নাচ সব বয়সের মানুষের কাজের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। ইসলামপুরের অনুশীলন দেখে আলোকপাত করলেন **অঞ্জনা দাস**।

নেচে ভাগাই ব্যাধির যত বালাই

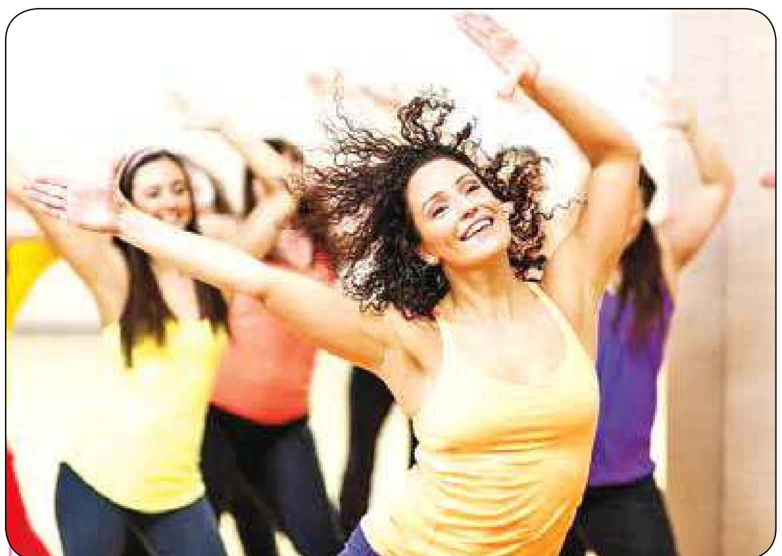

ইসলামপুর, ১৬ জুন : আমাদের সমাজে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিয়ের কনে দেখা পর্বের জন্য মেয়েদের গান শেখানোর রেওয়াজ ছিল। নাচকে কোনওদিনই ভালো চোখে দেখা হয়নি। পরে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে নাচের জনপ্রিয়তা বাড়লেও এখনও ছেলেদের নাচকে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না, পণ্ডিত উদয় শংকর, পণ্ডিত বিরজু মহারাজরা নাচে বিশ্বজয় করলেও নয়। সেই নাচ নিয়ে আম বাঙালির ভাবনার চাকা এখন ঘুরছে।

এখন ঘর সামলে হোক বা বাইরের বিভিন্ন কাজ সামলে হোক সম্পা, সম্পিতা, মৌসুমির মতো মেয়ে আর মহিলারা সুস্থ থাকার জন্যই নাচ নিয়ে ফিরে ভাবতে শুরু করেছেন।

কর্মরত মহিলারা সাধারণত নিজেদের ফিট রাখার সঙ্গে সুস্থ থাকার চেষ্টা করেন। তার জন্য অনেকেই জিমে যান। কেউ কেউ ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আবার অনেকে মনে করেন, যোগ শরীর ও মনের জন্য বেশ ভালো। তবে ইসলামপুর শহরের সম্পা, সম্পিতা বা স্নেহারা কিন্তু আবার শরীরচর্চার ক্ষেত্রে যোগব্যায়ামের পাশাপাশি বেছে নিয়েছে জুম্বা ডান্সকে।

তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, জুম্বা ডান্সে মিউজিকের সঙ্গে করে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দ অন্য কোনও শরীরচর্চা করার সময় পাওয়া যায় না।

জুম্বা ডান্সকে ভালোবেসে শুধুমাত্র কমবয়সিরা আসছেন তা নয়। আসছেন ৫৭ বছর বয়সি বিশাখা সরকারও। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে সম্পার এবং পুত্রবধূ মৌমিতাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছি।' তাঁর কথায়, বয়স তো শুধুমাত্র একটা সংখ্যা। সুস্থ থাকতে গেলে যে কোনও বয়সে শরীরচর্চা করা যায়।

জুম্বা নাচ কী

জুম্বা হল অঙ্গ সঞ্চালনের একটি শারীরিক প্রক্রিয়া

এই প্রক্রিয়ায় অঙ্গ সঞ্চালন কৌশল রপ্ত করা হয়

এই নাচের উদ্ভব কলম্বিয়ায় নৃত্যশিল্পী বেটো পেরেজের হাত ধরে

এখন বিশ্বের ১৮০টি দেশে দেড় কোটিরও বেশি মানুষ প্রতি সপ্তাহে এই নাচের চর্চা করে থাকেন

গবেষণা বলছে, জুম্বা নাচে ৩০০-৯০০ কিলো ক্যালরি এক ঘণ্টায় পোড়ানো সম্ভব

জুম্বা ডান্স-এর ট্রেনার মৌলি মণ্ডল দাশগুপ্ত বলেন, 'আমার এখানে প্রায় ৪ বছর ধরে মেয়েদের সুস্থ থাকার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হয়। সাধারণত বিবাহিত মহিলারা নিজেদের সুস্থ রাখতে ক্লাস করেন। তবে এখানে মেয়ের সঙ্গে মায়েরাও শরীরচর্চা করতে সমানভাবে আগ্রহী। আমারও খুব ভালো লাগে যে বাড়ির মহিলারা সবকিছু সামলে নিজেদের ভালোবেসে আসছেন শরীরচর্চা করতে।' তিনি এটাও বলেন, জুম্বা ডান্স মহিলারা গর্ভবতী অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত করতে পারবেন। তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মেনে।

১৮ বছর বয়সি এক পড়ুয়া স্নেহা সাহা প্রতিদিনের ছাত্রী জুম্বা ক্লাসের। তাঁর কথায়, 'ডাক্তার আমাকে উপদেশ দিয়েছেন বর্তমান যুগে জীবনযাত্রায় সুস্থ রাখতে গেলে শরীরচর্চা এখন থেকেই করতে হবে। জুম্বা ডান্সের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের একটাই কথা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ হিসেবে জুম্বা ডান্সের জুড়ি মেলা ভার।'

ইসলামপুর শহরের আরও দু'-এক জায়গায় জুম্বা ডান্স করানো হয়। তবে তাঁদের একটাই কথা, রোগা হওয়ার চেয়ে শরীর ও মন সুস্থ রাখতে, ব্যস্ত জীবনে সবকিছুর মাঝে এই জুম্বা ক্লাস যেন অক্সিজেনের কাজ করে।

বৃষ্টির পর সন্ধ্যার শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড়। ছবি : সুশান্ত পাল

ধুঁকছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসক চাইল পুরনিগম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : শিলিগুড়ি পুরনিগমে পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে সংখ্যাটি ২৩। গড়ে দুজন করে চিকিৎসক প্রয়োজন হলে মোট ৪৬ জন। পাশাপাশি জরুরিকালীন পরিস্থিতির জন্য ন্যূনতম আরও চারজন চিকিৎসক থাকা দরকার। অর্থাৎ সবমিলিয়ে ৫০ জন। এদিকে, মাত্র ১৫ জন ডাক্তার মিলে সামলাচ্ছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো। রোগীর চাপ সামাল দিতে রাজ্যের কাছে তাই আরও ২৫ জনকে চাইল পুর কর্তৃপক্ষ।

এই সংক্রান্ত অফিশিয়াল আবেদন স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। চিকিৎসকরা যেন পুরনিগমের কাজে আগ্রহ দেখান, সেজন্য তাঁদের মাইনেও বাড়ানো হয়েছে। যাঁরা আংশিক সময়ে কাজ করবেন, তাঁদের ৩০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৪০ করা হয়েছে। অন্যদিকে, হোলটাইমারদের ৬০ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার। পুরকর্তাদের আশা, এবার অন্তত নতুন চিকিৎসক কাজে যোগ দেওয়ার কিছু মাস পর ছেড়ে চলে যাবেন না। পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বললেন, 'আরও চিকিৎসক আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মেয়র নিজে বিষয়টি দেখছেন।'

মাস ছয়েক আগে একসঙ্গে ২২ জন চিকিৎসককে নিয়োগ করে পুরনিগম। সরাসরি স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে তাঁদের নিয়োগ করা হয়। তারপর থেকে পরিষেবার হাল ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করে। কিন্তু তারপর মাইনে কম হওয়ায় একসঙ্গে সাত-আটজন চিকিৎসক চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে যান। ফের ব্যাঘাত ঘটে পরিষেবায়।

এরপর থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম চিকিৎসককে দিয়ে পরিষেবা চালাতে গিয়ে একজনের ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। ফলে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের দেখা মেলে না বলে অভিযোগ ওঠে। ফার্মাসিস্ট কিংবা কর্তব্যরত নার্সকে রোগীদের দেখে ওষুধ দিতে হয়। রোগীর চাপ বাড়ছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ওপর। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা মেটাতে ফের রাজ্যের কাছে চিকিৎসক নিয়োগের আর্জি জানিয়েছে পুরনিগম। এই মুহূর্তে আরও অন্তত ২৫ জন চিকিৎসক প্রয়োজন বলে পুরনিগমের তরফে স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবন থেকেও এব্যাপারে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী মাসে কয়েকজন চিকিৎসক পুরনিগমে কাজে যোগ দিতে পারেন।

চিকিৎসায় জোড়া সাফল্য মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : আইভিএফ প্রক্রিয়ায় সন্তানধারণ করেছিলেন ইসলামপুরের এক গৃহবধূ। সেই প্রক্রিয়ায় তিনি একসঙ্গে তিনটি সন্তানধারণ করেন। কিন্তু প্রথমদিকেই একটি এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় গর্ভস্থ সন্তানেরও মৃত্যু হয়। সেই অবস্থায় তৃতীয় সন্তানকে বাঁচানোর জন্য শিলিগুড়ির একাধিক নার্সিংহোমে ঘুরেও আশার আলো দেখতে না পাওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের শরণাপন্ন হন ওই মহিলা। এখানকার চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় ২৭ সপ্তাহেই সিজার করে ওই মহিলার তৃতীয় জীবিত সন্তানের জন্ম দেওয়া হয়। তবে, শিশুটির ওজন খুব কম হওয়ায় তাকে অত্যন্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অন্তত ছয়-সাত মাস রাখতে হবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের চিকিৎসকদের এই প্রচেষ্টায় সন্তানের মুখ দেখতে পাওয়ায় খুশি টুম্পা দাস নামে ওই প্রসূতি।

ইসলামপুরের টুম্পা এদিন জানান, বিয়ের ১০ বছর পরেও সন্তান না হওয়ায় শুধু পরিবার, আত্মীয়স্বজনই নয়, পাড়াপ্রতিবেশীও বিভিন্ন অপবাদ দিয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে আইভিএফের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গরিব পরিবার হলেও ধারদেনা করে আইভিএফ করতে গিয়ে প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। যখন সন্তান এল, জানলাম তিনটি সন্তান রয়েছে। কিছুদিন পরে একটি নষ্ট হয়ে যায়। বাকি দুই সন্তানকে বাঁচাতে কলকাতা, শিলিগুড়িতে অনেক ডাক্তারের কাছে ঘুরেছি। কেউই পরীক্ষানিরীক্ষার পরে ঝুঁকি নিতে চাইছিলেন না। হাতে টাকাপয়সাও ছিল না। তাই ২৭ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে আসি। এখানেই চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, দ্বিতীয় সন্তানটিও মারা গিয়েছে। তবে, তৃতীয়টিকে যাতে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা প্রথমদিন থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন দাস বলেন, 'এখানে আসার পরেই আমরা দেখি যে দ্বিতীয় শিশুরও মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই মৃত শিশুটিকে বের করার ঝুঁকি নিইনি। বরং তৃতীয় সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। প্রতিদিন ওই মহিলার বিভিন্ন পরীক্ষা, নজরদারি করা হয়েছে। এরপর ওই মহিলার প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হওয়ায় ২৭ সপ্তাহেই সিজার করে ৯০০ গ্রাম ওজনের শিশুর জন্ম দেওয়া হয়েছে। শিশুটি এখনও ১০০ শতাংশ বিপদমুক্ত এটা বলা যাবে না। এদিন ছুটি দেওয়া হলেও আগামী কয়েক মাস খুব যত্ন এবং নজরদারিতে শিশুটিকে রাখতে হবে।' এই ঘটনা বিরল বলে দাবি করে চিকিৎসক নীলরতন দাস মেডিকেলের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যদের কৃতিত্ব দিয়েছেন।

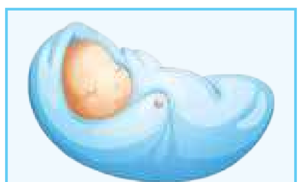

রক্ষা পেল এক সন্তান

আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর গঞ্জনার জবাব দিতে চেয়েছিলেন ইসলামপুরের গৃহবধূ

তিনি আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তানধারণ করেছিলেন

তাঁর গর্ভে তিনটি সন্তান ছিল। তার মধ্যে আগে দুটি সন্তানের মৃত্যু হয়

তৃতীয় সন্তানকে ২৭ সপ্তাহে সিজার করে বাঁচায় মেডিকেল

অন্যদিকে সঞ্জু সেওয়া নামে এক সাড়ে সাত মাসের গর্ভবতী মহিলা গত ১১ মে মালবাজার থেকে রেফার হয়ে এখানে আসেন। তাঁর রক্তচাপ এতটাই বেশি ছিল যে মালবাজার মহকুমা হাসপাতাল ঝুঁকি নেয়নি। মেডিকেলে আসার পরে ওই গর্ভবতীকে হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিটে (এইচডিইউ) রাখা হয়। কিন্তু কিছুতেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হতে শুরু করে। চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেন। সেই সময় বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে ওই মহিলার সিজার করতে হয়। তিনি এক সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু সন্তানটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'সিজারের দু'দিন পর থেকেই ওই মহিলার বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া সহ শরীরে অন্য সমস্যা দেখা দেয়। দ্রুত ওই মহিলাকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। মাঝে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফের ওই মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আবার ভেন্টিলেশনে দিতে হয়। অবশেষে তিনি সুস্থ হয়ে ভেন্টিলেশন থেকে বেরিয়েছেন এবং বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন।'

মাদক সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : বাড়ির মধ্যেই ব্রাউন সুগারের ব্যবসা। সুযোগ বুঝে বাড়িতে ক্রেতাদের যাওয়া-আসা। পুলিশের কাছে বেশ কিছুদিন ধরেই এমন খবর আসছিল। ওই খবরের ভিত্তিতে টিকিয়াপাড়ার ২ নম্বর মাতঙ্গিনী কলোনির বাড়িটিতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মহম্মদ কালামকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। অতীতেও একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছে কালাম। কিন্তু মাদকের ব্যবসা ছাড়তে পারেনি। বরং এবার বাড়ির থেকেই ব্যবসা চালাচ্ছিল। বাড়ি থেকে ব্যবসা চালালে কেউ টের পাবে না, ধারণা ছিল কালামের। কিন্তু তার বাড়ির সামনে অপরিচিতদের আনাগোনা বাড়তে থাকায় এই সংক্রান্ত নির্দিষ্ট খবর পৌঁছায় পুলিশের কাছে। সোমবার বিকেলে ওই এলাকায় অভিযান চালাতেই ধরা পড়ে যায় ওই মাদক ব্যবসায়ী।

অন্যদিকে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। রবিবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকা থেকে।

বর্ষাতি বিলি

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : সোমবার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলার কার্যালয়ে সাফাইকর্মীদের বর্ষাতি ও মহিলা কর্মীদের ছাতা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ওয়ার্ড মাস্টার, ওয়ার্ড সুপারভাইজার, নির্মল সাথী, সাফাইকর্মীদের হাতে বর্ষার কথা মাথায় রেখে এই সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার জয়ন্ত সাহা সহ ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা।

সিসিটিভি ক্যামেরা দাবি বিদ্যালয়ে

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : পরপর স্কুলে চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরের বাকি স্কুলগুলোতেও। হাইস্কুলের আওতায় থাকা প্রাথমিক স্কুলগুলো বাদে বাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। এই সুযোগেই যে দুষ্কৃতীরা প্রাথমিক স্কুলগুলোকে টার্গেট করছে তা নিয়েই সন্দেহ করছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পুলিশ নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে স্কুলে যাতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয় সে দাবিও জানিয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষিকা থেকে অভিভাবকরা। যদিও শহরের ভেতরে পরপর স্কুলে চুরি হলেও অদ্ভুতভাবে তা জানেন না মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা। স্কুলের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি অনেকটা অবাক হয়েই বললেন, 'কোন কোন ওয়ার্ডের স্কুলে চুরি হয়েছে? আমাকে কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে জানাননি।' মেয়র পরিষদের এই ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা মহলে।

সোমবার শহিদ কলোনি প্রাথমিক স্কুলের বাইরে বসে থাকা অঙ্কিতা পাল নামে এক অভিভাবক বলেন, 'স্কুলে চুরির ঘটনা শোনার পর থেকেই ভয় লাগছে। পুলিশি নজরদারি বাড়ানো প্রয়োজন।'

স্কুলের সীমানা প্রাচীর না থাকায় টিকিয়াপাড়াতে খোলা মাঠের পাশেই অরবিন্দ বিদ্যামন্দির রয়েছে। মাঝেমধ্যেই নেশাগ্রস্তরা এই স্কুলের টিনের ছাদে ঢিল ছোড়ে, কেউ আবার অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয় বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও দিন স্কুলে চুরির মতো ঘটনা ঘটতে পারে তা নিয়ে স্কুলের শিক্ষিকারাও চিন্তায় থাকেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বাজারের ভেতরে রয়েছে নেহরু প্রাথমিক স্কুল। সেই স্কুলের দরজা, জানলা একেবারেই নড়বড়ে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিনোদকুমার ছেত্রীর কথায়, 'স্কুলে সিসিটিভি থাকলে দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ার ভয়ে থাকবে।'

স্কুলগুলোতে চুরির ঘটনায় ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'পুলিশ, স্থানীয় কাউন্সিলার, ওয়ার্ড কমিটির সদস্য সবাইকেই বলা হয়েছে যাতে স্কুলের উপরে নজর রাখেন।'

শহিদ কলোনি প্রাথমিক স্কুল। -সংবাদচিত্র

২৪ ঘণ্টায় তিন স্কুলে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : প্রাথমিক স্কুলে এখন চোরেদের নজর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীরা তিনটি স্কুলে তাণ্ডব চালাল। রবিবার সন্ধ্যায় বাগরাকোটের জগদীশ বিদ্যাপীঠে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের ঘটনা সামনে আসে। এই স্কুল থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে থাকা ভক্তিনগর শহিদ কলোনি প্রাথমিক স্কুলে ঘটে চুরির ঘটনা। এছাড়াও ছোট ফাঁপড়ি নেপালি প্রাথমিক স্কুলেও দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালায়।

গরমের জন্য শুক্র ও শনি বার ছুটি থাকায় সোমবার স্কুলের গেট খুলতেই শিক্ষকদের চোখ কপালে ওঠে। গেটের তালা ভাঙা ছিল। শহিদ কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ ঘোষ দেখেন ক্লাসঘরে লাইট, ফ্যান নেই। বিদ্যুতের তার চুরি গিয়েছে। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'স্কুলের মোট আটটা ফ্যান, জলের পাম্প, টিউবওয়েলের হাতল সহ খুলে নিয়ে গিয়েছে। পুরো বিষয়টি লিখিতভাবে এনজেপি থানায় জানানো হয়েছে।'

ছোট ফাঁপড়ি নেপালি স্কুলে মিড-ডে মিলের ঘর খুলতেই রাঁধুনিরা দেখেন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার, বাসন চুরি গিয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা কুসুম বিশ্বকর্মা বলেন, 'জলের দুটি পাম্পও চুরি হয়েছে।'

গরমের ছুটির মধ্যে স্কুলগুলোতে এমন ঘটনা ঘটায় আগাম পরিকল্পনা করেই দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তিনটি স্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করছে। স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি জানিয়েছে, আশপাশে মাঝেমধ্যেই নেশাগ্রস্তদের দাপট চলে। নজরদারি বৃদ্ধিতে পুলিশের কাছে আবেদন করেও সমস্যা মেটেনি। স্কুলে স্কুলে এরকম ঘটনার জন্য অভিভাবকরা আতঙ্কে রয়েছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনায় পুলিশ ভ্যান

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : রবিবার রাতে মহাবীরস্থানে টহল দেওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল শিলিগুড়ি থানার একটি টহলদারি ভ্যান। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ভ্যানটি মহাবীরস্থান দিয়ে যাওয়ার সময় পিলারের একটা অংশে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ভ্যানের একপাশের অংশ পুরোপুরি ভেঙে যায়। বরাতজোরে রক্ষা পান চালক সহ ভ্যানে থাকা পুলিশকর্মীরা। যদিও চালকের গাফিলতির কারণেই ভ্যানটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ল, নাকি যান্ত্রিক কোনও সমস্যা ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দুটো পর্যন্ত বাজার মুরগিহাটিতে

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : বিধান মার্কেটের মুরগিহাটি সংলগ্ন সবজির বাজার দুপুর দুটো পর্যন্তই খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিল বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। সেই সঙ্গে বিধান মার্কেটের যানজট সমস্যা সমাধানে ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডের অংশে বিকাল পর্যন্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হল। সোমবার থেকে ওই নির্দেশিকা কার্যকর করেছে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে'র বক্তব্য, 'মার্কেটের ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ই ওই এলাকায় বসা বাজারকে কেন্দ্র করে সমস্যার কথা বলেছিলেন। যাওয়া-আসায় প্রায়ই যানজট হত। সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বিধান মার্কেট এলাকায় যানজট একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যানজট সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় সমিতির তরফ থেকে সংলগ্ন স্টেডিয়ামের পার্কিংয়ের জায়গা খোলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। যদিও সেই অনুরোধ কোনও সময়ই কার্যকর হয়নি। এদিকে, যানজট সমস্যাও বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুধু মার্কেটে আসা ক্রেতারাই নয়, ব্যবসায়ীরাও এই সমস্যার মধ্যে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বাইরের পাশাপাশি ভেতরের সমস্যা সমাধানে দুটি সিদ্ধান্ত নিল ব্যবসায়ী সমিতি।

ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে খবর, বাপি সাহার গোষ্ঠী ফের সমিতির ক্ষমতা দখলের পরেই প্রতিশ্রুতি মতো মুরগিহাটি সংলগ্ন এলাকায় রাস্তায় বসা সবজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। অসিতের কথায়, 'ভোর থেকে দুপুর বারোটা অবধি সময় দেওয়া হলেও শেষমেশ ঠিক হয়েছে ওই ব্যবসায়ীরা দুপুর দুটো পর্যন্ত ব্যবসা করতে পারবেন।' অন্যদিকে, ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ডে পার্কিংয়ের জন্যও সময় নির্ধারিত করে দিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি। অসিত বলেন, 'সকাল থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ওই জায়গায় পার্কিং করতে পারবেন ক্রেতারা।'

> মার্কেটের ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ই ওই এলাকায় বসা বাজারকে কেন্দ্র করে সমস্যার কথা বলেছিলেন। যাওয়া-আসায় প্রায়ই যানজট হত। সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **অসিত দে**
> *সদস্য, ব্যবসায়ী সমিতি*

বিজেপির পথ অবরোধে তীব্র যানজট

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : বছর দুয়েক আগে নিবেদিতা রোডের ধারে থাকা দোকানপাট ভাঙা হলেও রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ এখনও কেন শুরু করা গেল না, বিষয়টিকে সামনে রেখে সোমবার সন্ধ্যায় বিজেপি ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে নিবেদিতা রোডে পথ অবরোধ করা হয়। প্রায় তিরিশ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে পথ অবরোধ চলে। পথ অবরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি বিনোদ গুপ্ত বলেন, 'রাস্তা সম্প্রসারণের কথা বলে তড়িঘড়ি রাস্তার ধারের দোকানগুলো ভাঙা হয়েছিল। অথচ সম্প্রসারণের কাজ এখনও শুরু হল না। রাস্তার ধারের ওই অংশ বেহাল হয়ে রয়েছে। জল জমে থাকছে। কেউ কিছু দেখছে না।'

নিবেদিতা রোড

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'অশান্তি, পথ অবরোধ, ধর্মীয় উসকানি দেওয়া ছাড়া বিজেপি নেতাদের রাস্তায় দেখা যায় না। সবকিছুর একটা নিয়ম রয়েছে। পূর্ত দপ্তরকে ইতিমধ্যেই ওই রাস্তা দেওয়া রয়েছে। টেন্ডার সহ যাবতীয় প্রক্রিয়া চলছে। সাধারণ মানুষ সবকিছু দেখছে।'

সুস্থ থাকুন

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস

অদৃশ্য রোগ, দৃশ্যমান লড়াই

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) এমন একটি স্নায়বিক রোগ, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যার প্রভাব আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর, মন এবং জীবনধারার প্রতিটি কোণে পড়ে। লিখেছেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ তন্ময় পাল**

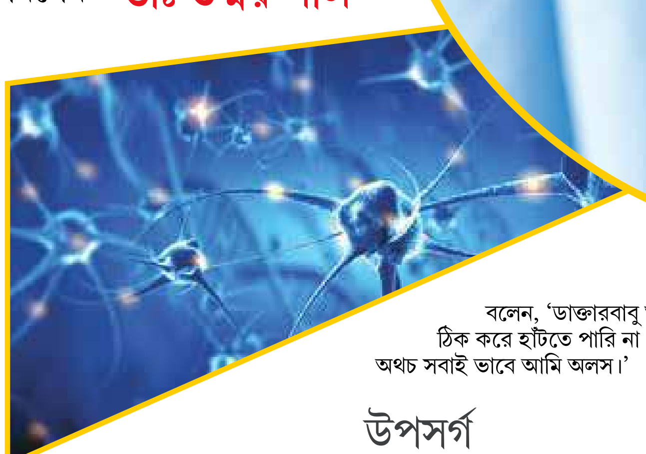

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস একটি অটোইমিউন রোগ। রোগীর নিজের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভুল করে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের স্নায়ুরক্ষাকারী মাইলিন আবরণের ক্ষতি করে। এতে স্নায়ুর সিগন্যাল পাঠানো ব্যাহত হয়, ফলে দেখা দেয় নানারকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যা।

এই রোগ সাধারণত ২০-৪০ বছর বয়সিদের মধ্যে দেখা যায়। এই রোগে পুরুষদের তুলনায় নারীরা প্রায় দ্বিগুণ বেশি আক্রান্ত হন। একজন তরুণ, কর্মক্ষম, স্বপ্নময় মানুষ কীভাবে হঠাৎ করে এই রোগে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন তা দেখা সত্যিই হৃদয়বিদারক।

কীভাবে ধরা পড়ে

প্রথমদিকে উপসর্গগুলো এতটাই অস্পষ্ট থাকে যে, রোগী ও তার পরিবার অনেক সময় বুঝতেও পারে না এটা কতটা গুরুতর হতে পারে। আমার ৩২ বছর বয়সি এক রোগী একদিন আমাকে বলেন, 'ডাক্তারবাবু আমি ঠিক করে হাঁটতে পারি না। অথচ সবাই ভাবে আমি অলস।'

উপসর্গ

হাত-পা অবশ হওয়া বা ঝিনঝিনে অনুভূতি, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা বা দ্বিগুণ দেখা, চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, প্রস্রাবে অসুবিধা, কথা বলতে বা গিলতে সমস্যা, মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, হতাশা বা মানসিক অবসাদ।

কেন হয়

আমরা এখনও জানি না কেন একেকজন এই রোগে আক্রান্ত হন। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিনগত কারণ, কিছু ভাইরাল সংক্রমণ (বিশেষ করে Epstein-Barr virus), ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি, ধূমপান এবং কিছু পরিবেশগত উপাদান এমএসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তবে এই রোগ সংক্রামক নয়, এক ব্যক্তি থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায় না।

চিকিৎসা

এখনও এমএসের স্থায়ী কোনও চিকিৎসা নেই। কিন্তু আশার কথা, আধুনিক চিকিৎসা উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রোগের গতি অনেকটা ধীর করতে পারে।

প্রচলিত চিকিৎসা

- ডিজিজ-মডিফাইং থেরাপিস (ডিএমটিএস), যা রোগের অগ্রগতি কমায়
- স্টেরয়েডস, রিল্যাপস বা উপসর্গের পুনরাবৃত্তির সময় ব্যবহার করা হয়
- ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন দৈনন্দিন জীবনের গতি ধরে রাখতে সাহায্য করে
- মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রয়োজন, কারণ মানসিক চাপ এমএসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক
- এছাড়া রোগীর পরিবারের বোঝাপড়া ও সহানুভূতি রোগীর সুস্থতার পথে অনেক বড় ভূমিকা রাখে

এমএস একটি অদৃশ্য রোগ, মানে বাহ্যিকভাবে আপনি হয়তো কিছুই বুঝবেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই ব্যক্তি প্রতিদিন সংগ্রাম করছেন। রোগটি একজন মানুষের সত্ত্বা, সম্পর্ক, কর্মক্ষমতা ও আত্মসম্মানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই সহানুভূতির সঙ্গে রোগীদের পাশে থাকুন। রোগ সম্পর্কে জানুন, অন্যদের জানান। ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করুন।

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব ও পিতৃত্ব

দু'দিন আগে ছিল বিশ্ব বাবা দিবস। সন্তানের বাবা হওয়ার পথে যেসকল পুরুষের রয়েছে বিশেষ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাঁদের নিয়েই বিশেষ প্রতিবেদন। লিখেছেন শিলিগুড়ির আইভিএফ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়**

অনেক পুরুষের জন্য বাবা হওয়ার যাত্রা কঠিন অভিজ্ঞতা হতে পারে, যা প্রায়শই নিঃশব্দে থেকে যায়। পুরুষ বন্ধ্যাত্ব একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা, যা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ দম্পতিকে প্রভাবিত করছে। পুরুষ বন্ধ্যাত্বের কারণগুলো বহুস্তরীয়, যার মধ্যে রয়েছে -

জীবনশৈলী বিষয়ক : পরিবেশ দূষণ, ধূমপান, অতিরিক্ত তাপ ও কিছু ওষুধ শুক্রাণুর গুণমান ও সংখ্যা কমাতে পারে।

চিকিৎসাগত অবস্থা : সংক্রমণ, প্রজনন পথে বাধা বা আঘাত, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা কিংবা জেনেটিক সমস্যা।

বয়স : বেশি বয়সে জেনেটিক মিউটেশনের ঝুঁকি বাড়ে ও প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

পরিবেশগত কারণ : এন্ডোক্রাইন-ব্যবধানকারী রাসায়নিক (ইডিসি) ও অন্যান্য দূষকের প্রভাব।

মানসিক প্রভাব

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব একজন পুরুষ ও তাঁর সঙ্গিনীর ওপর গভীর মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিষয়ে সামাজিক কলঙ্কের কারণে অনেকসময় লজ্জা, অপরাধবোধ ও অক্ষমতার অনুভূতি দেখা দেয়। অনেক পুরুষ তাঁদের উদ্বেগ বন্ধু, সঙ্গী বা চিকিৎসকের সঙ্গে ভাগ করতে লজ্জা পান, ফলে মানসিক চাপ আরও বেড়ে যায়। তাই মানসিক দিকটিও গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া উচিত।

মূল কারণ উদ্‌ঘাটন

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব নির্ণয়ে প্রয়োজন হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন, যার মধ্যে থাকে -

বীর্য বিশ্লেষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী এবং একটি স্বীকৃত ল্যাব থেকে শুক্রাণুর সংখ্যা, গতি ও গঠন পর্যালোচনা করা হয়।

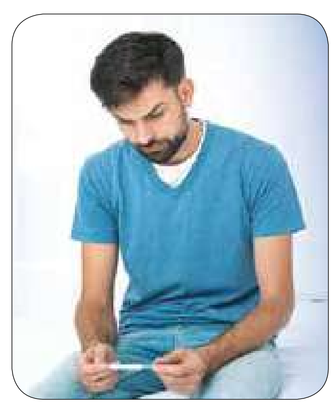

হরমোন পরীক্ষা : টেস্টোস্টেরন ও ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (এফএসএইচ)-এর মাত্রা পরিমাপ করে হরমোনের ভারসাম্য বিশ্লেষণ।

জেনেটিক পরীক্ষা : জেনেটিক অস্বাভাবিকতা বা মিউটেশন চিহ্নিত করে মূল কারণ জানা যায়।

ইমেজিং স্টাডিজ : আল্ট্রাসাউন্ড বা অন্যান্য চিত্রায়ণ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রজননপথের কোনও বাধা বা ত্রুটি চিহ্নিত হয়।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা : বহুমাত্রিক পন্থা

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব নিরসনে বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি উপলব্ধ। সেক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করতে পারেন -

জীবনধারা পরিবর্তন : ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন, সুষম ওজন বজায় রাখা, মানসিক চাপ কমানো – সবই উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ওষুধ : কিছু ওষুধ শুক্রাণুর সংখ্যা, গতি ও হরমোনের মাত্রা উন্নত করতে সহায়ক।

সার্জারি : প্রজনন পথে বাধা বা ভেরিকোসিল ঠিক করতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হতে পারে।

সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি : আইইউআই বা আইভিএফের মাধ্যমে গর্ভধারণ সম্ভব।

আইসিএসআই (ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন) : একটি বিশেষ ধরনের আইভিএফ, যেখানে একক শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুতে ইনজেক্ট করা হয়। এটি খুবই কার্যকর বিশেষ করে নীচের ক্ষেত্রগুলিতে -

- **গুরুতর পুরুষ বন্ধ্যাত্ব :** যখন শুক্রাণুর সংখ্যা বা গতি খুবই খারাপ থাকে।
- **অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজুস্পার্মিয়া :** যেখানে শুক্রাণুর নালিতে বাধা থাকে বা অনুপস্থিত থাকে, তখন টেস্টিস থেকে অপারেশনের মাধ্যমে শুক্রাণু (টিইএসই) নিয়ে আইসিএসআই করা হয়।
- **নন-অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজুস্পার্মিয়া :** যখন টেস্টিস নিজে শুক্রাণু তৈরি করতে অক্ষম, তখন অন্যান্য অত্যাধুনিক শুক্রাণু বাছাই পদ্ধতি, যেমন পিআইসিএসআই বা স্পার্ম সর্টার, আইভিএফের সাফল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়, এমনকি অ্যাজুস্পার্মিয়া রোগীদের মধ্যেও, যেখানে শুক্রাণু না থাকলেও পুরুষ জীববৈজ্ঞানিক বাবা হতে পারেন।

আমরা দম্পতিদের যেভাবে সাহায্য করতে পারি

সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে : পুরুষ বন্ধ্যাত্ব, তার কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে কলঙ্ক দূর করা ও প্রাথমিক পদক্ষেপ করতে উৎসাহিত করা।

মানসিক সহায়তা দিয়ে : সহানুভূতিশীল ও গ্রহণযোগ্য পরিবেশ তৈরি করে মানসিক চাপ কমানো যায়।

খোলামেলা যোগাযোগে উৎসাহিত করে : সঙ্গী, চিকিৎসক ও সাপোর্ট গ্রুপের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা এই সমস্যা মোকাবিলায় সহায়ক।

এভাবেই আমরা পুরুষদের বাবা হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি।

ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি হলে যেভাবে বুঝবেন

ম্যাগনেশিয়াম এমন একটি খনিজ, যা আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের পেশি ও স্নায়ুর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এই খনিজটি। এছাড়া হাড় মজবুত করার পাশাপাশি হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করে। কারও কারও শরীরে এই খনিজের বেশ ঘাটতি থাকে, যা আমরা প্রায়শই পাত্তা দিই না।

বাদাম, বীজ, সবুজ শাকসবজি এবং হোল গ্রেন ম্যাগনেশিয়ামের উৎস। এটি শরীরের ৩০০-রও বেশি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পেশিগুলিকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম। এছাড়া নার্ভ ফাংশনে সাপোর্ট করে, হাড় শক্ত করে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ঘাটতি কেন হয়

- সুষম খাবার না খাওয়া
- ডায়াবিটিস বা কিডনির রোগ থাকলে
- পাচনতন্ত্র দুর্বল হলে
- ডিউরেটিকস বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে
- মদ্যপান
- স্ট্রেস এবং বয়স

ঘাটতির লক্ষণ

ক্র্যাম্প : মাসল ক্র্যাম্প বা আকস্মিক টান ধরা সবথেকে সাধারণ লক্ষণ। পেশি সংকুচিত হলে শিথিল হতে সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম। শরীরে যদি পর্যাপ্ত মাত্রায় এই খনিজ না থাকে তাহলে পেশিগুলো টাইট হয়ে যায় এবং সহজেই টান ধরে। দেখবেন রাতে অনেকের পায়ে টান ধরে।

দুর্বলতা : সারাদিনের দৌড়ঝাঁপের পর ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই ক্লান্তি বা দুর্বলতা যদি অস্বাভাবিক হয় তাহলে সচেতন হতে হবে বৈকি। শক্তি উৎপাদনে ম্যাগনেশিয়ামের ভূমিকা রয়েছে। যখন শক্তির মাত্রা কমে যায় তখন আপনার শরীর শক্তি তৈরির জন্য লড়তে থাকে, ফলে বিশ্রাম নিলেও অবিরাম ক্লান্তি থেকেই যায়।

অসাড়তা : কারও কারও হাত-পা অসাড় হয়ে যায় বা ঝিনঝিন ধরে। এমনটা হওয়ার কারণ ম্যাগনেশিয়াম নার্ভকে সঠিক সিগন্যাল পাঠাতে সাহায্য করে। কিন্তু এই খনিজের অভাব হলে নার্ভে জ্বালা বা ক্ষতি হয়, যা একপ্রকার অস্বস্তি তৈরি করে।

মেজাজ পরিবর্তন : ম্যাগনেশিয়াম মস্তিষ্কের রাসায়নিককে প্রভাবিত করে, যা আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কম থাকলে উদ্বেগ বাড়তে পারে, বিরক্তি আসতে পারে এমনকি ডিপ্রেশনও হতে পারে। যদিও কোনও কারণ ছাড়াই আপনার প্রায়ই মেজাজ পরিবর্তন হয় বা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাহলে তা ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতির ইঙ্গিত হতে পারে।

অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন : এই খনিজের ঘাটতি হলে বুক ধড়ফড় করতে পারে বা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন দেখা দেয়। এই ধরনের লক্ষণ দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। অনেক সময় এগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে শুরু হয় এবং বোঝাই যায় না।

খিদে কমে যাওয়া : কখনও অল্পেতেই পেট ভরে যাওয়া, কখনও বা খিদে কমে যাওয়া বা বমিবমি ভাব ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ হতে পারে। যদিও এসব সমস্যাকে আমরা প্রায়ই হজমের গোলমাল বলে পাত্তা দিই না, কিন্তু এগুলো ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়ার ইঙ্গিত হতে পারে।

ঘুমে সমস্যা : ম্যাগনেশিয়াম স্নায়ুতন্ত্র ও পেশিকে শিথিল রাখতে সাহায্য করে, ফলে ভালো ঘুম হয়। যদি আপনার অনিদ্রার সমস্যা থাকে তাহলে তা ম্যাগনেশিয়াম ঘটাতির লক্ষণ হতে পারে।

ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা বাড়ানোর উপায়

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান। যেমন, শাকসবজি, আমন্ড, কাজু, চিনাবাদাম, কুমড়োর বীজ, চিয়া সিড, ফ্ল্যাক্স সিড, ব্রাউন রাইস, ওটস, বিনস, ডাল এবং অল্প মাত্রায় ডার্ক চকোলেট খেতে পারেন। তবে আপনার ডাক্তার বললে ম্যাগনেশিয়াম সাপ্লিমেন্টও নিতে পারেন। বিভিন্ন রকমের সাপ্লিমেন্ট রয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। পাশাপাশি অতিরিক্ত মদ্যপান এড়িয়ে চলুন, স্ট্রেস কমান এবং যদি এমন কোনও ওষুধ খান যাতে ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কমে যাচ্ছে তাহলে সচেতন হন, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

- পেশিতে মারাত্মক টান ধরলে বা খিঁচুনি ধরলে
- অবিরাম অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন হলে বা বুক ধড়ফড় করলে
- খুব ক্লান্তি বা দুর্বল লাগলে
- অন্যান্য অঙ্গও অসাড় হলে
- দৈনন্দিন জীবনে মেজাজ পরিবর্তনের প্রভাব পড়লে

ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ বুঝে যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে যাবেন তত জটিলতা রোধ করা যাবে এবং জীবনের মান উন্নত হবে।

কুলদীপকে তুরুপের তাস ধরছেন ক্লার্ক

ইংল্যান্ডের বোলিং এবার দুর্বল : হেডেন

সিডনি, ১৬ জুন : ইংলিশ কন্ডিশন।

মেঘ-বৃষ্টি-রোদ্দুরের খেলা। পেস আর সুইংয়ের দাপটের মধ্যেই মূলত বাইশ গজি যুদ্ধের ভাগ্য লুকিয়ে থাকে। ২০ জুন হেডিংলেতে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও যার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুই দলের পেস ব্রিগেডের পারফরমেন্স এবং ব্যাটাররা পেস-চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলায়, তার ওপর নির্ভর করবে সিরিজের ফলাফল।

ম্যাথু হেডেনের বিশ্বাস, চ্যালেঞ্জে ভালোভাবে উতরে যাবেন শুভমান গিল ব্রিগেড। কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় ওপেনারের যুক্তি, জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রড অবসর গ্রহে। চোট কাটিয়ে মার্ক উড, জোফ্রা আর্চাররা কবে ফিরবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা। ভারতের জন্য নিশ্চিতভাবে অ্যাডভান্টেজ। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা এর সদ্ব্যবহার করতে পারলে মিশন ইংল্যান্ডে চমক দেখাবে তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড।

বেকেনহামে ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচের মাঝে কুলদীপ যাদব।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে পর্যালোচনায় হেডেন বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের বর্তমান বোলিং ব্রিগেডকে ভালো বলতে পারছি না আমি। একাধিক তারকা, অভিজ্ঞ বোলার অবসর নিয়েছে। চোট-আঘাতের তালিকাও দীর্ঘ। নিশ্চিতভাবে যে শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ থাকবে ওদের জন্য।'

হেডেনের বিশ্বাস, ভারতীয় তরুণ ব্যাটিং লাইনআপ যে সুযোগ নিতে সক্ষম হবে। পথও বাতলে দিচ্ছেন। লিডসের প্রথম ও ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্টকেই (পেস সহায়ক উইকেট থাকে) টার্গেট করতে হবে।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার যদিও এগিয়ে রাখছেন ইংল্যান্ডকেই। শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ যদি একটা কারণ হয়, দ্বিতীয় কারণ হোম অ্যাডভান্টেজ। বলেন, 'আমার ধারণা ইংল্যান্ড কিছুটা হলেও এগিয়ে। ওরা ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে। ভারত সেখানে পালাবদলের পর্বের মধ্যে যাচ্ছে। সেদিক থেকে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখব।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবর্তমানে ভারতীয় টেস্ট দলের ওপর আস্থা রাখছেন মাইকেল ক্লার্ক। প্রাক্তন অজি অধিনায়কের মতে, শুভমান গিলদের মতো তরুণ একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছেন ভারতীয় দলে। যাঁদের হাতে নিরাপদ ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। আসন্ন সিরিজের এক্স ফ্যাক্টর অবশ্য ধরছেন কুলদীপ যাদবকে। গৌতম গম্ভীরদের প্রতি চায়নাম্যান বোলারকে শুরু থেকে প্রথম এগারোয় রাখার পরামর্শও দিচ্ছেন।

ক্লার্কের দাবি, ভারতের এক নম্বর টেস্ট স্পিনার এই মুহূর্তে কুলদীপ। সবার আগে কুলদীপকে রেখে, তারপর স্পিন বিভাগে বাকিদের নিয়ে ভাবা উচিত। যথার্থ অর্থেই ম্যাচ উইনার। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে উঠবেন কুলদীপ। ব্যবধান গড়ে দেবেন সিরিজে।

মাদুরাই প্যান্থার্সের দাবি ছিল, ১৪ জুন হওয়া ম্যাচে তোয়ালে দিয়ে বল মোছার সময় রাসায়নিক ব্যবহার করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা।

বল বিকৃতির অভিযোগ থেকে মুক্ত অশ্বীন

চেন্নাই, ১৬ জুন : বল বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন তারকা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে অশ্বীন ও তাঁর দল ডিন্ডিগুল ড্রাগনসকে স্বস্তি দিয়ে অভিযোগমুক্ত করেছে তামিলনাড়ু টি২০ লিগ কর্তৃপক্ষ।

তামিলনাড়ু ক্রিকেট লিগ

মাদুরাই প্যান্থার্সের দাবি ছিল, তোয়ালে দিয়ে বল মোছার সময় রাসায়নিক ব্যবহার করেছেন অশ্বীনরা। ১৪ জুন হওয়া ম্যাচে বলের ওজনে বদল এনে বাড়তি সুবিধা নিতে এই অবৈধ পথ নিয়েছে অশ্বীন এবং তাঁর দল। রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে, বল ক্রিজে ধাক্কা খাওয়ার পর ধাতব বস্তুর মতো আওয়াজ হচ্ছিল বলে অভিযোগ। মাদুরাই প্যান্থার্সের এহেন দাবি স্বভাবতই হইচই ফেলে দিয়েছিল। অভিযোগ প্রমাণিত হলে, বড়সড়ো শাস্তির মুখে পড়তেন অশ্বীন।

সূত্রের দাবি, লিগ কর্তৃপক্ষের তরফে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও প্রমাণ থাকলে, তা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল মাদুরাই প্যান্থার্সকে। সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে লিগের সিইও প্রসন্ন কান্নন বলেছেন, 'বল বিকৃতির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোটা ম্যাচে মাঠের আম্পায়াররা এবং ম্যাচ রেফারি বলের দিকে সতর্ক নজর রেখেছিলেন। ম্যাচ চলাকালীন তাঁদের চোখে সন্দেহজনক কোনও কিছু ধরা পড়েনি। এবং অভিযোগ প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্যও জমা পড়েনি।'

'শচীনের চেয়েও কঠিন 'গাঁট' বিরাট'

লন্ডন, ১৬ জুন : শচীন তেন্ডুলকারের বিরুদ্ধে খেলেছেন। বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথ একটা সময় বাইশ গজে রং ছড়িয়েছে। ১৮৮টি ম্যাচে টেস্ট ইতিহাসে পেসারদের মধ্যে সবাধিক ৭০৪ উইকেট। ২১ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে জেমস অ্যান্ডারসন সামলেছেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটারদের। এক নম্বর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিরাট কোহলিকে বেছে নিলেন। দাবি, শচীন তেন্ডুলকারের চেয়েও বিরাটকে বল করা কঠিন ছিল।

অ্যান্ডারসনের কথায়, ব্যাট হাতে বিরাটের তাগিদ, প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মানসিকতা বাকিদের থেকে ওকে আলাদা করে দেয়। ফ্যাব ফোরের বাকি তিন স্টিভেন স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন, জো রুটের থেকেও আলাদা করে রাখে ভারতীয় রানমেশিনকে। বিরাটকে সাতবার আউট করলেও, বারবার অস্বস্তিতে ফেললেও সেরার মুকুটটা লড়াকু কোহলির জন্য তুলে রাখলেন।

টেকনিকের দিক থেকে অনেকের চেয়ে এগিয়ে রাখছেন বিরাটকে, বল করার সময় যা ভালোমতো টের পেয়েছেন, মেনে নিচ্ছেন। যে অভিজ্ঞতা থেকেই অ্যান্ডারসনের অকপট স্বীকারোক্তি, 'শচীন তেন্ডুলকারের চেয়ে বিরাট কোহলিকে বল করা বেশি কঠিন মনে হয়েছে আমার। শচীনের ক্ষেত্রে কখনও মনে হয়নি ও মাথায় চড়ে বসছে। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে ছবিটা উলটো। অত্যন্ত আগ্রাসী এবং লড়াকু মানসিকতার। সব মিলিয়ে ওকে বল করা কঠিন ছিল।'

অ্যান্ডারসনের দাবি

> শচীন তেন্ডুলকারের চেয়ে বিরাট কোহলিকে বল করা বেশি কঠিন মনে হয়েছে আমার। শচীনের ক্ষেত্রে কখনও মনে হয়নি ও মাথায় চড়ে বসছে। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে ছবিটা উলটো। অত্যন্ত আগ্রাসী এবং লড়াকু মানসিকতার। সব মিলিয়ে ওকে বল করা কঠিন ছিল।
>
> -জেমস অ্যান্ডারসন

২০১৪ সালে বিরাটের প্রথম ইংল্যান্ড সফরে রাজত্ব করেছেন অ্যান্ডারসন। পরের সফরে পালটা জবাব। অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'শুরুর দিকে কোহলির বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছি। বিশেষত, প্রথম যখন ইংল্যান্ডে আসে। অফস্টাম্পের বাইরে ওর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছিলাম। দেশে ফিরে যে দুর্বলতা কাটাতে প্রচুর খেটেছে। পরেরবার ইংল্যান্ডে যখন আসে একেবারে আলাদা ব্যাটার। শুধু আমি নয়, বাকি বোলাররাও ওকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছে।'

আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের ট্রফিতে শচীনের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়তে চলেছে। বাদ পতৌদির নাম। ইসিবি-র তরফে যে ঘোষণার পর অ্যান্ডারসন বলেছিলেন, শচীনের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে নাম জুড়ে যাওয়া তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি। শ্রদ্ধার সুরে জানান, অপরদিকে শচীনের বিরুদ্ধে যখন প্রথম মুখোমুখি হন, তখন ও ভারতীয় ক্রিকেটের 'ভগবান' হিসেবে চিহ্নিত।

প্রতিপক্ষ হলেও সেই শ্রদ্ধাটা আদায় করে নিতেন শচীন। অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'শচীনের চেয়ে বিরাটের সঙ্গে মৌখিক যুদ্ধে বেশি জড়িয়েছি আমি। শচীনের সঙ্গে যে চেষ্টা করতামও না। আমি যখন ক্রিকেটে আসি, তখন ও অন্য জগতের ক্রিকেটার। ভগবানসুলভ ভাবমূর্তি ক্রিকেটভক্তদের চোখে! মাঠে নিজেকে সেভাবেই মেলে ধরত ও।'

প্রকাশিত হল মহিলা বিশ্বকাপের সূচি

ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ কলম্বোয়

দুবাই, ১৬ জুন : দামামা বেজে গেল মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপের। সোমবার আইসিসি-র তরফে প্রকাশ করা হল ২০২৫ একদিনের বিশ্বকাপের ক্রীড়াসূচি। তেরোতম বিশ্বকাপে যৌথ আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কা। ৩০ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই আয়োজক দেশ।

তবে বহুপ্রতিক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ৫ অক্টোবর হবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। শুধু তাই নয় দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে হওয়া চুক্তি মেনেই পাকিস্তান তাদের প্রতিটি ম্যাচ খেলবে নিরপেক্ষ কেন্দ্র কলম্বোয়। চলতি বছরে পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত নিজেদের প্রতিটি ম্যাচ খেলেছিল নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে। একই নিয়ম মেনে মহিলাদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল বা ফাইনালে উঠলে পাকিস্তানও ম্যাচগুলি খেলবে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে।

২০১৩ সালের পর প্রথমবার মহিলাদের বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে ভারতে। শ্রীলঙ্কার কলম্বো ছাড়াও খেলা হবে ভারতের চারটি শহর- বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, ইন্দোর এবং ভাইজাগে। আটটি দল নিজেদের মধ্যে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটের পর পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা চারটি দল খেলবে সেমিফাইনালে।

ভারতের ম্যাচ

৩০ সেপ্টেম্বর	শ্রীলঙ্কা	বেঙ্গালুরু
৫ অক্টোবর	পাকিস্তান	কলম্বো
৯ অক্টোবর	দক্ষিণ আফ্রিকা	ভাইজাগ
১২ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া	ভাইজাগ
১৯ অক্টোবর	ইংল্যান্ড	ইন্দোর
২৩ অক্টোবর	নিউজিল্যান্ড	গুয়াহাটি
২৬ অক্টোবর	বাংলাদেশ	বেঙ্গালুরু
২৯ অক্টোবর	প্রথম সেমিফাইনাল	গুয়াহাটি/কলম্বো
৩০ অক্টোবর	দ্বিতীয় সেমিফাইনাল	বেঙ্গালুরু
২ নভেম্বর	ফাইনাল	বেঙ্গালুরু/কলম্বো

২৯ অক্টোবর প্রথম সেমিফাইনাল হবে গুয়াহাটি বা কলম্বোয়। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ৩০ অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে। ফাইনাল ২ নভেম্বর বেঙ্গালুরু বা কলম্বোয়।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ১ অক্টোবর ইন্দোরে প্রথম ম্যাচে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

২-০-তে সিরিজ জিতবে ভারত : পানেসর

লন্ডন, ১৬ জুন : অনভিজ্ঞ দল। পালাবদলের পর্বে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ। যদিও তরুণ ভারতীয় ব্রিগেডের ওপর আস্থা রাখছেন মন্টি পানেসর। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনারের দাবি, ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে শুভমান গিলরা।

পানেসর বলেছেন, 'আমার ধারণা ভারত সুবিধা পাবে। সম্প্রতি কাউন্টিতে খেলা বেশ কয়েকজন প্লেয়ার ওদের দলে রয়েছে। ভারতই ফেভারিট সিরিজে। সম্ভবত ২-০ ব্যবধানে জিতবে।' পূর্বাভাসে টুইস্টও রেখেছেন। পানেসরের মতে, সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে ইংল্যান্ডের পেস-সহায়ক পরিস্থিতি ভারত কীভাবে সামলায়, তার ওপর। সাফল্য পেতে প্রচুর ঘাম ঝরাতে হবে। নির্ণায়ক হতে চলেছে পিচও। জানান, ঘাস থাকলে ইংল্যান্ড ফেভারিট। পাটা উইকেট হলে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল।

ইউরোপে খেলা ফাহাদ কলকাতা লিগে

কলকাতা, ১৬ জুন : ফাহাদ তেমুরি। দিল্লির ছেলে। দিল্লি এফসি থেকেই পেশাদারি ফুটবল কেরিয়ার শুরু। গত মরশুমে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের স্কোয়াডে থাকলে খুব বেশি সুযোগ পাননি। চলে যান স্পেনের নীচের ডিভিশনের ক্লাব সিয়া এফসি-তে। সেখানে মরশুম শেষ হওয়ার পর নেদারল্যান্ডসের অপেশাদার লিগে খেলছিলেন। মাস তিনেকের জন্য ভারতে ফিরছেন ফাহাদ। ২১ বছরের এই ফুটবলারকে সই করিয়েছে কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ক্লাব খিদিরপুর এফসি। সিএফএল শেষে তাঁর আবারও ইউরোপেই ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

জয় দিয়েই শুরু ইউরোপ সেরাদের

গোলের পর প্যারিস সাঁ জাঁ-র ভিটিনহাকে নিয়ে উল্লাস গঞ্জালো র‍্যামোস ও দেজিরে দুয়ের।

ওয়াশিংটন, ১৬ জুন : কয়েকদিন আগেই দাপটের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে প্যারিস সাঁ জাঁ। সেই দাপট অব্যাহত ক্লাব বিশ্বকাপেও।

গ্রুপ 'বি'-র প্রথম ম্যাচে পিএসজি ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে গোল করেন ফাবিয়ান রুইজ, ভিটিনহা, সেন্নি মায়ুলু এবং লি কাং। এই ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল পিএসজি-র। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের রক্ষণকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন লুইস এনরিকের ছেলেরা। তাও চোটের জন্য দলের সেরা তারকা ওসমানে ডেম্বেলে খেলেননি। কিন্তু তাতেও ম্যাচ দাপটে জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি ফরাসি ক্লাবটির।

> খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের। তবে খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা প্রতিযোগিতা।
>
> লুইস এনরিকে, *প্যারিস সাঁ জাঁ কোচ*

ম্যাচের ১৯ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন ফাবিয়ান রুইজ। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ব্যবধান বাড়ান ভিটিনহা। ৬০ মিনিটে অ্যাটলেটিকোর আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ একটি গোল করলেও সেটি বাতিল করা হয়। ৭৮ মিনিটে ক্লেমেন্ট লেংলেট লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় স্প্যানিশ ক্লাবটিকে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৮৭ মিনিটে সেনি মায়ুলু ও ম্যাচের সংযোজিত সময়ে লি কাং গোল করে গোলসংখ্যা আরও বাড়িয়ে নেন।

ম্যাচের পর পিএসজি কোচ এনরিকে বলেছেন, 'খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের। তবে খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা প্রতিযোগিতা।'

এদিকে রবিবার ভারতীয় সময় রাতে বায়ার্ন মিউনিখ ১০-০ গোলে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড সিটি এফসিকে হারিয়েছে। এটাই ক্লাব বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনও দলের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। এর আগের রেকর্ডটি ছিল সৌদি আরবের দল আল হিলালের। তারা ২০২১ সালে ৬-১ ফলে হারিয়েছিল আরব আমীরশাহির আল জজিরাকে। এদিন জোড়া গোল করে বায়ার্নের জার্সিতে ২৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন জার্মান তারকা টমাস মুলার।

অন্যদিকে, গ্রুপ 'বি'-র অপর ম্যাচে ব্রাজিলের বোটাফোগো ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছে মেজর সকার লিগের দল সেটেল সাউন্ডার্সকে। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন জিয়ার কুনহা ও ইগর জেসাস। সাউন্ডার্সের হয়ে গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ান রোল্ডান। পাশাপাশি গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচে ব্রাজিলের পালমেইরাস গোলশূন্য ড্র করেছে পর্তুগালের এফসি পোর্তোর সঙ্গে।

সেপ্টেম্বরে সম্ভবত নয় ফেডারেশন কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ বা ফেডারেশন কাপ করার পরিকল্পনা সম্ভবত বাতিল করতে চলেছে।

আগে ঠিক ছিল ১ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ফেডারেশন কাপ হবে। ফেডারেশনের ইচ্ছা ছিল এবার আইএসএলের আগেই হোক এই টুর্নামেন্ট। এফএসডিএলও মোটামুটিভাবে রাজি হয়ে যায় এই ব্যাপারে। যদিও পরবর্তীতে তারাও চাইছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করতে। বাকি স্বত্বাধিকারীরাও আপত্তি জানিয়েছে সেপ্টেম্বরে ফেডারেশন কাপের বিষয়ে। এর মূল কারণ, এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়া এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু ও প্লে-অফে খেলবে। তাদের ম্যাচ পড়ার কথা ওই সময়েই। আপত্তি তাদের তরফেই বেশি। এসব কারণেই আপাতত এই টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন সময়ের খোঁজে ফেডারেশন।

যা খবর তাতে জানুয়ারিতে বা অন্য সময়ে আন্তর্জাতিক উইন্ডোর জন্য বন্ধ থাকলে সেই সময়েই হতে পারে ফেডারেশন কাপ। তবে মরশুম শেষে এই টুর্নামেন্ট হোক, চাইছে না ফেডারেশন। কারণ তাতে টুর্নামেন্টের জৌলুস নষ্ট হচ্ছে। বেশিরভাগ দলই শেষ সুপার কাপে পূর্ণশক্তির দল নামায়নি মরশুম শেষে হওয়ায়।

সভাপতি দেবাশিসই, কমিটিতে নেই মন্ত্রীরা

পরিষেবা বাড়াতে ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন সৃঞ্জয়

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন : প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতির সভার পরেই বাড়তি টিকিটের জন্য সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং স্টেডিয়ামে জল ও পরিষেবা বাড়ানোর জন্য ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করতে চান বলে জানালেন মোহনবাগানের সদ্য নির্বাচিত সচিব সৃঞ্জয় বসু।

নতুন কমিটির এদিনই ছিল প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতির সভা। এই সভাতেই সর্বসম্মতভাবে সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেবাশিস দত্ত। এছাড়া বেছে নেওয়া হয় পাঁচ সহ সভাপতি, তিনজন কো-অপ্টেড সদস্য এবং চারজন আমন্ত্রিত সদস্য। সহ সভাপতি হলেন সৌমিক বসু, মানস ভট্টাচার্য, উত্তম সাহা, কুণাল ঘোষ ও দেবাশিস মিত্র। কো-অপ্ট করা হল সঞ্জয় ঘোষ, দেবাশিস রায় ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমন্ত্রিত সদস্য হলেন সম্রাট চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ও তন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে। পরে সৃঞ্জয় বলেছেন, 'আমাদের আরও কো-অপ্ট করা এবং আমন্ত্রিত সদস্য নেওয়ার সুযোগ আছে। পরবর্তীতে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে।' যা খবর, বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে প্রাক্তন ফুটবলার শিশির ঘোষ ও ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে নেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। এবারের কমিটিতে লক্ষণীয়, সেই অর্থে কুণাল ঘোষ ছাড়া আরও কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের না থাকা। গতবারের সহ সভাপতিদের মধ্যে অরূপ রায় ও মলয় ঘটকের মতো দুই মন্ত্রী বাদ পড়েছেন।

মোহনবাগানে এদিনও ছিল উৎসবের আবহ। শনিবার দিনটা যদি হয় সৃঞ্জয়ের তাহলে এদিনটা ছিল দেবাশিসের। কার্যনির্বাহী সমিতির সভার আগে থেকেই ঢোল-তাসা নিয়ে অনুগামীরা ক্লাবের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবাশিসকে স্বাগত জানাতে। তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর দেবাশিস ক্লাবে আসতেই সবুজ-মেরুন আবির এবং ফুল-মালায় তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভেসে যান সদস্য-সমর্থকরা। প্রচুর সদস্য-সমর্থককে ফুল-মালা-মিষ্টি নিয়ে সভাপতি-সচিবকে অভিনন্দন জানাতে দেখা গিয়েছে। যদিও এদিনও সমর্থকদের মধ্যে আধাআধি বিভক্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পরে দেবাশিস বলেছেন, 'এই ব্যাপারে আমাদেরই পথ দেখাতে হবে। হয়তো একদিনে সবাই মিলে যাবে না। কিন্তু আমরা এক হয়ে কাজ করব যখন, সেটা দেখলেই সবাই মিলে যাবে। কারণ সকলেই মোহনবাগান সমর্থক।' তিনি এদিন ক্লাবে আসার পথে গোষ্ঠ পালের এবং অমর একাদশের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে আসেন। দেবাশিস বলেছেন, 'এর আগে সভাপতিদের আপনারা যেভাবে দেখেছেন, আমাকে তার থেকে বেশি কাজ করতে দেখবেন।' অর্থাৎ ক্লাবের প্রতিটি পরিকল্পনাতেই যে তাঁর ভূমিকা থাকবে, সেকথা বুঝিয়ে দেন নতুন সভাপতি। তেমনি আবার সৃঞ্জয় জানিয়ে দেন, সভাপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি হচ্ছে না।

সচিব হয়ে এদিনই কাজ শুরু হল সৃঞ্জয়েরও। তিনি সচিব হিসাবে প্রথম কী কী করতে চান জানতে চাওয়া হলে বলেছেন, 'প্রথমেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও সুপার জায়েন্টের সঙ্গে বসতে হবে যাতে ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের জন্য আরও বেশি টিকিট আসে।

মোহনবাগানের নতুন সভাপতি দেবাশিস দত্তের সঙ্গে সচিব সৃঞ্জয় বসু। ছবি : ডি মণ্ডল

তাছাড়া বসতে চাই ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গেও। স্টেডিয়ামে জল-খাবার সহ পরিষেবা বাড়ানো দরকার। এছাড়াও আগের কমিটিই ট্রফি আনার ব্যাপারে কথা বলেছে। এই বিষয়টাও দেখতে হবে। মহিলা দল করতেই হবে। আর আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হল মোহনবাগান দিবস। তার আর এক মাসও বাকি নেই। তাই ওটা নিয়েও আলোচনায় বসব।' ক্লাবের লিগের খেলার আগেই মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানান সৃঞ্জয়। ক্লাবের নিজস্ব সংবিধানের অনেক অস্বচ্ছতা কাটানোর দায়িত্ব দেওয়া হল বিচারপতি অসীমকুমার রায়কে।

একসঙ্গে সাত কেরিয়ার শেষ করে

এবার মহিন্দারকে তোপ যোগরাজের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : সালটা ১৯৮৮। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে বাদ পড়ে নির্বাচক কমিটির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন মহিন্দার অমরনাথ। 'জোকারের দল' আখ্যা দেন। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী তারকার যে বিস্ফোরক মন্তব্য তোলপাড় ফেলেছিল ভারতীয় ক্রিকেটমহলে।

এবার নির্বাচকের ভূমিকায় মহিন্দারের কাজকর্ম নিয়েই মারাত্মক অভিযোগ। একসঙ্গে সাত-সাতজন ভারতীয় তারকার কেরিয়ার নষ্টের দাবি। আঙুল তুলেছেন যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং। ২০১১ সালের ইংল্যান্ড এবং ২০১২-র অস্ট্রেলিয়া সফরে হোয়াইটওয়াশ হয় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত।

জোড়া বিপর্যয়ের জেরে রাতারাতি একঝাঁক ক্রিকেটারকে বাতিলের তালিকায় ফেলা হয়। ধোনিকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর নীল নকশাও তৈরি ছিল। শেষপর্যন্ত এন শ্রীনিবাসন তা আটকে দেন। তবে সেই সুবিধা পাননি বাকিরা। অভিযোগ, নির্বাচক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ছাঁটাইয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মহিন্দারই।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে যোগরাজ সিং দাবি করেন, 'তোমরা (নির্বাচক কমিটি) কোনও কারণ ছাড়াই সাত-সাতজন ক্রিকেটারের কেরিয়ার ধ্বংস করেছিলে। গৌতম গম্ভীর, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, জাহির খান, মহম্মদ কাইফ, ভিভিএস লক্ষ্মণ, রাহুল দ্রাবিড়-ওদের সবাইকে ছেঁটে ফেলেছিলে। অকারণে নষ্ট করা হয় ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলটাকে। ফলও ভুগতে হয়েছে। লম্বা সময় ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ভারতীয় দলকে।'

পুত্র যুবরাজের কেরিয়ার নষ্টের জন্য এতদিন ধোনির প্রতি বিষোদ্গার করেছেন। ধোনির জায়গায় এবার মহিন্দার! প্রসঙ্গত, ব্যর্থতার জেরে মহিন্দারদের টার্গেটে ছিলেন অধিনায়ক ধোনিও। যোগরাজের আরও দাবি, 'আমরা পাঁচটা সিরিজ হেরেছিলাম ওই সময়। অধিনায়ক ছিল ধোনি। ওকে সরানোর ভারও ছিল অমরনাথের ওপর। কিন্তু যেভাবে বিষয়টি সামলেছিল ও, তা মোটেই সঠিক ছিল না।'

অধিনায়ক পদ থেকে ধোনির নাম কাটার পরও নির্বাচকরা তা বদলাতে বাধ্য হয় তৎকালীন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি তথা চেন্নাই সুপার কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক শ্রীনিবাসনের হস্তক্ষেপে। কিছুদিন পর মহিন্দারেরও বিদায় ঘটে নির্বাচক কমিটি থেকে। শেষপর্যন্ত ২০১৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে টেস্টকে অলবিদা জানান ধোনি। অধিনায়ক হন বিরাট কোহলি।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ পুটু, অর্নেশ, ভাই : আজ তোমার ত্রয়োদশতম জন্মদিন, এই শুভ জন্মদিনে তোমায় জানাই প্রাণভরা ভালোবাসা ও অনেক আশীর্বাদ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুস্থ থেকো, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। আশীর্বাদান্তে - মাম্মাম, দু, মামু, মামি ও ডাকুন। কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

লিডসে আজ শুভমানদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন গম্ভীর

লিডস, ১৬ জুন : মা এখনও হাসপাতালে। সুস্থ নন। চলছে চিকিৎসা।

চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আজ রাতেই দিল্লি থেকে লন্ডন উড়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার লিডসে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি।

বিলেতে টিম ইন্ডিয়া পা রাখার কয়েক ঘণ্টা পরই জানা গিয়েছিল কোচ গম্ভীরের মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মায়ের অসুস্থতার খবর পাওয়ার পরই লন্ডন থেকে দিল্লি ফিরেছিলেন গম্ভীর। মাঝের কয়েকদিনে মায়ের পরিচর্যার পর আজ রাতেই ফের বিলেতে পাড়ি দিলেন গম্ভীর। কোচ গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে মাঝের কয়েকদিন ভিভিএস লক্ষ্মণ বেসরকারিভাবে ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্বে। আগামীকাল লিডসে গম্ভীর পৌঁছানোর খবর সামনে আসার পরই ভিভিএস ফের অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের দায়িত্বে ফিরেছেন। যদিও মাঝের সময়ে মরনি মরকেল, সিতাংশু কোটাকরা থাকার পরও কেন শুভমান গিলদের জন্য ভিভিএসকে সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে প্রবল বিতর্ক চলছে। সরকারিভাবে সেই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউই। বলা হচ্ছে, কোচ গম্ভীরের উপর চাপ রাখার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত।

> বুমরাহর পাঁচটি টেস্টেই খেলার সম্ভাবনা কম। এমন অবস্থায় সিরাজকে দলের অন্যতম সিনিয়ার বোলার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।
>
> **ভরত অরুণ**

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে বি সাই সুদর্শন।

এমন বিতর্কের আবহের মধ্যেই শুক্রবার হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। শুভমানরা আজ পুরো দিনটাই ছিলেন লন্ডনে। পূর্ণ বিশ্রামে ছিল আজ ভারতীয় দল। মঙ্গলবার বেলার দিকে লন্ডন থেকে লিডস রওনা হচ্ছেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। লিডস পৌঁছানোর পর আগামীকাল বিকেলের দিকে ভারতীয় দল মূল মাঠে অনুশীলন করতে পারে বলে খবর। তার আগে দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে যেমন চর্চা চলছে, তেমনই রোহিত শর্মার পর শুভমান টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নিয়ে অধিনায়ক হিসেবে কেমন করবেন, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। এমন অবস্থার মধ্যে আজ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার হরভজন সিং হেডিংলে টেস্টে জোড়া স্পিনার খেলানোর দাবি তুলে দিয়েছেন। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে কুলদীপ যাদবকেও খেলানো হোক, এমনটাই চাইছেন ভাজ্জি। হরভজনের কথায়, 'জাদেজা টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকবেই। সেটাই স্বাভাবিক। আমি চাই ওর সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপও খেলুক।'

গতকাল টিম ইন্ডিয়ার ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কুলদীপ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বিলেতে স্পিন সহায়ক পিচ পেতে পারে ভারত। শেষ পর্যন্ত সেটা হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ কুলদীপের মন্তব্যে সিলমোহর দিলেন হরভজন। যদিও ভারতীয় দল জোড়া স্পিনারে খেললে অবাকই হতে হবে ক্রিকেট দুনিয়াকে। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে হেডিংলের মাঠে জোরে বোলাররা সাহায্য পেয়ে থাকেন। টিম ইন্ডিয়ার স্পিন আক্রমণের ছবিটা শেষ পর্যন্ত কেমন হবে, পরের কথা। তার আগে আজ ভারতীয় দলের প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত অরুণ এক সর্বভারতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে দাবি তুলেছেন, জসপ্রীত বুমরাহর উপর থেকে চাপ কমানোর দায়িত্বটা মহম্মদ সিরাজকে নিতে হবে। ভরতের কথায়, 'ভারতীয় পেস আক্রমণে বৈচিত্র্য থাকলেও বুমরাহর উপর অনেকটাই নির্ভর দল। বুমরাহর পাঁচটি টেস্টেই খেলার সম্ভাবনা কম। এমন অবস্থায় সিরাজকে দলের অন্যতম সিনিয়ার বোলার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

'অবসর নাও'

এক ক্রিকেটারের সেই 'পরামর্শ' আজও ভোলেননি করুণ

লিডস, ১৬ জুন : হাল ছেড়ো না!

পরিস্থিতি ছিল কঠিন। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। বীরেন্দ্র শেহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ত্রিশতরানের নজিরও গড়েছিলেন। কিন্তু তারপরও করুণ নায়ারকে বাদ পড়তে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া থেকে।

মাঝে আট বছর পার। করুণ ফের ভারতীয় দলে। শুক্রবার থেকে লিডসে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টে করুণের প্রথম একাদশে থাকা প্রায় নিশ্চিত। সম্ভবত তিনি পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করবেন। শেষ ঘরোয়া মরশুমে বিদর্ভকে রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করার পথে আটশোর বেশি রান করেছিলেন করুণ। যা তাঁকে ফের ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা অবসর না নিলে তিনি ইংল্যান্ড সিরিজের দলে থাকতেন কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে।

কিন্তু তিনি করুণ কখনই হাল ছাড়েননি। মাঝের আট বছর সময়ে ভারতীয় দলের এক ক্রিকেটার তাঁকে 'পরামর্শ' দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার। সঙ্গে বলেছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার কথাও। কারণ, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট করুণকে আর্থিকভাবে আরও স্বাবলম্বী করবে। কে সেই ক্রিকেটার, নাম প্রকাশ করেননি করুণ। আজ বিলেতের এক ঐতিহ্যশালী সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অতীতের সেই দিনগুলোর কথা টেনে এনেছেন করুণ। বলেছেন, 'সেই দিনগুলোর কথা এখনও মনে পড়ে আমার। ভারতীয় দলের এক ক্রিকেটার আমায় অবসরের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার কথা। কারণ, সেখানে অর্থ অনেক বেশি।' 'সেই' ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ্যে আনেননি করুণ। তাঁর পরামর্শও গ্রহণ করেননি তিনি। বদলে করুণ তাঁর ক্রিকেটীয় জেদ, জাতীয় দলে ফেরার তাগিদের কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'অবসরের সিদ্ধান্তটা সহজ হতেই পারত। কিন্তু আমি সেই পথে হাঁটার কথা ভাবিনি। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতাম আমার মধ্যে ক্রিকেট বাকি রয়েছে। তাই ঘরোয়া ক্রিকেটে দিনের পর দিন সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি।'

এমন চেষ্টার ফল আট বছর পর করুণের ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। এখন বিলেতে সফরে টিম ইন্ডিয়ার অভিযানে করুণ কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন, সেটাই দেখার।

আরও একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ার পর টাইমিং বোর্ডের সামনে আর্মান্ড ডুপ্লান্টিস। স্টকহোমে।

একডজন বিশ্বরেকর্ড ডুপ্লান্টিসের

স্টকহোম, ১৬ জুন : নিজেই বিশ্বরেকর্ড গড়ছেন। আবার নিজেই সেটা ভাঙছেন।

এই রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলাটা যেন তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সেটাই আরও একবার প্রমাণ করলেন পোল ভল্টে দুইবারের অলিম্পিক সোনাজয়ী আর্মান্ড 'মন্ডো' ডুপ্লান্টিস। রবিবার স্টকহোম ডায়মন্ড লিগে ৬.২৮ মিটার লাফিয়ে নিজের গড়া বিশ্বরেকর্ড আরও একবার ভেঙেছেন এই অ্যাথলিট। এই নিয়ে ১২ বার বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন ডুপ্লান্টিস।

ঘরের মাঠে বিশ্বরেকর্ড গড়ে উচ্ছ্বসিত ডুপ্লান্টিস। তিনি বলেছেন, 'অসাধারণ অনুভূতি। ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমি ঘরের মাঠে বিশ্বরেকর্ড গড়তে চেয়েছিলাম। এখানে উপস্থিত দর্শকরাও সেটাই চেয়েছিলেন। এটা আমার জীবনের সেরা স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

এর আগের রেকর্ডও ছিল ডুপ্লান্টিসের। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৬.২৭ মিটার লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। ২০২০ সালে প্রথমবার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছিলেন এই সুইডিশ তারকা। সেবার ৬.১৬ মিটার লাফিয়ে ফরাসি অ্যাথলিট রেনায়ুড লাভিলিয়ানের রেকর্ড ভেঙেছিলেন। তারপর থেকে ক্রমাগত রেকর্ড ভেঙেছেন ও গড়েছেন ডুপ্লান্টিস। এরপর তাঁর লক্ষ্য ৬.৩০ মিটার লাফ দেওয়া।

প্রথম জ্যোতিষ্ক

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুন : জেলা দাবা সংস্থার আলিপুরদুয়ার জেলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন বিভাগে প্রথম হয়েছেন জ্যোতিষ্ক সেনগুপ্ত। ছেলেদের অন্যান্য বিভাগে প্রথম নিভ আগরওয়াল (অনূর্ধ্ব-১৫), মায়ুরাভো সরকার (অনূর্ধ্ব-১৩), সৌরিন সরকার (অনূর্ধ্ব-১১) ও দেবার্ঘ্য দাস (অনূর্ধ্ব-৯)। অনূর্ধ্ব-৯ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শুভাঙ্গি সামন্ত।

ভারতের মহিলা ফুটবল দল ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : মহিলা এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ভারতের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী।

বাছাই পর্বে ভারতীয় দলকে গ্রুপ 'সি'-তে রাখা হয়েছে। গ্রুপে ভারত ছাড়াও মঙ্গোলিয়া, টিমোর লেস্ট, ইরাক ও থাইল্যান্ড রয়েছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরা সরাসরি আগামী বছরের মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ পাবে। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২৩ জুন মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে। বাছাই পর্বের সবকয়টি খেলাই হবে থাইল্যান্ডে।

চোটের কারণে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন সন্ধ্যা রঙ্গনাথন, করিশ্মা শিভোইকরের মতো স্ট্রাইকাররা। দলে রয়েছেন মনীষা কল্যাণ, সৌম্যা গুগুলথের মতো তারকারা। উত্তরবঙ্গের অঞ্জু তামাং দলে রয়েছেন। এছাড়াও বাংলা থেকে রিম্পা হালদার, সঙ্গীতা বাসফোর জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। এই ২৪ জনের দল থেকে চূড়ান্ত ২৩ জনকে বেছে নেবেন কোচ ক্রিসপিন। এদিকে তাজিকিস্তান ও কিরঘিজস্তানের বিরুদ্ধে দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য ২৩ সদস্যের অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় দল ঘোষণা করছেন ভারতের কোচ নৌশাদ মুসা। চূড়ান্ত দল থেকে বাদ পড়েছেন ইস্টবেঙ্গলের সুমন দে। তবে দলে রয়েছেন মোহনবাগানের তিন সদস্য সুহেল বাট, দীপেন্দু বিশ্বাস ও প্রিয়াংশ দুবে। সোমবার দুপুরেই ভারতীয় দল তাজিকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

ভারতের মহিলা দল

গোলরক্ষক : পান্থোই চানু, মোনালিসা দেবী, পায়েল বাসুদে।

ডিফেন্ডার : সিল্কি দেবী, কিরণ পিসদা, মার্টিনা থকচোম, সুইটি দেবী, নির্মলা দেবী, পূর্ণিমা কুমারী, সঞ্জু, রঞ্জনা চানু।

মিডফিল্ডার : অঞ্জু তামাং, গ্রেস ডাংমেই, কার্তিকা আঙ্গামুথু, রতনবালা দেবী, প্রিয়দর্শিনী সেল্লাদুরাই, সঙ্গীতা বাসফোর।

স্ট্রাইকার : লিন্ডা কম, মালবিকা, মণীষা কল্যাণ, মণীষা নায়েক, পিয়ারি জাকা, রিম্পা হালদার, সৌম্যা গুগুলথ।

সভাপতি দেবাশিসই, কমিটিতে নেই মন্ত্রীরা
-খবর এগারোর পাতায়

আসন্ন কলকাতা লিগ। তার আগে দলগুলোর প্রস্তুতি কেমন? বিস্তারিত পড়ুন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর পাতায়।

'প্রিমিয়ার' চ্যালেঞ্জ ইউনাইটেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারেও আবির্ভাবেই তাক লাগিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় ইউনাইটেড কলকাতা এসসি।

প্রথম বছরেই প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রিমিয়ারে উঠে এসেছে ইউনাইটেড কলকাতা। এবার কোচ ইয়ান ল-এর তত্ত্বাবধানে প্রিমিয়ারের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশ্রণে দল গড়েছে তারা। রয়েছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নারায়ণ দাস থেকে নংদোম্বা নাওরেম, তুহিন শিকদার, গোলরক্ষক অভিলাষ পাল সহ ময়দানের বেশকিছু পরিচিত মুখ। এই দল নিয়েই প্রিমিয়ারে ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী কোচ ইয়ান। বলেছেন, 'লড়াই করার মতোই দল তৈরি করেছি। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য সুপার সিক্স।' দলের ডিরেক্টর হিসাবে আগে থেকেই রয়েছেন অভিজ্ঞ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ডায়মন্ড হারবার এফসি, ভবানীপুরের সঙ্গে গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে ইউনাইটেড কলকাতা। কাজেই চ্যালেঞ্জটা যে কঠিন তা এক কথায় স্বীকার করে নিচ্ছেন ইয়ান, প্রাঞ্জলরা।

'বি' গ্রুপের আরেক দল সাদার্ন সমিতি। প্রথা ভেঙে এবার তারা দলের দায়িত্ব দিয়েছে ভারতীয় মহিলা ফুটবলের পরিচিত মুখ সুজাতা করকে। কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনা বেনজির। একঝাঁক অনামী মুখ নিয়ে ইতিমধ্যেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সুজাতা। অতীতে সাদার্নের পুরুষ দলের সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে লিগের একটি ম্যাচে কোচের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই বড় দলগুলিকে রুখে দেওয়ার অঙ্ক কষছেন সুজাতা।

অন্যদিকে, কোচ পতম থাপার তত্ত্বাবধানে প্রিমিয়ার ডিভিশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে উয়াড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাব। জঙ্গলমহলের একঝাঁক ফুটবলারকে নিয়ে দল গড়েছে ময়দানের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। চ্যাম্পিয়নশিপ তাদের ভাবনাতেই নেই। বরং প্রিমিয়ারে অস্তিত্ব রক্ষাই এখন চ্যালেঞ্জ অর্থাভাবে ভুগতে থাকা উয়াড়ির কাছে।

কলকাতা লিগের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল মোহনবাগান। ছবি : ডি মণ্ডল

লিগের প্রস্তুতি শুরু বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : সোমবার থেকে কলকাতা লিগের জন্য অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগান। প্রথম দিনে প্রায় ৪৫ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে বেশ কিছু ফুটবলার ট্রায়ালে রয়েছেন। তাঁদের অন্যতম বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর ভাই সৌরাশিস। এই মরশুমে কলকাতা লিগে খেলতে দেখা যাবে সিনিয়ার দলের সুহেল আহমেদ বাটকে।

এবার ৭ জন নতুন ফুটবলারকে দলে নিয়েছে মোহনবাগান। তার মধ্যে ভারতের অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে খেলা রোহিত সিং ও রোশন সিং থাংজাম রয়েছেন। পুরোনোদের মধ্যে সুহেল ছাড়াও সালাউদ্দিন আদনান, লিওয়ান ক্যাস্থানারা আছেন। দলে শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং ও তুষার বিশ্বকর্মাকেও রাখা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে নজরকাড়া স্ট্রাইকার প্রেম হ্যান্সডাক ও গোলকিপার জলপাইগুড়ির নন্দন রায়কে দলে রাখা হয়েছে।

তবে দল গঠন প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আরও কয়েকজন ফুটবলারকে ট্রায়াল থেকে দলে নেবে সবুজ-মেরুন শিবির। এদিন ট্রায়ালে ছিলেন বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর ভাই সৌরাশিস। দাদার মতো তিনিও ডিফেন্সে খেলেন।

অনুশীলনের পর কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'আমরা তরুণ দল নিয়ে কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে খেলব। তবে মূল লক্ষ্য এই যুব দল থেকে সিনিয়ার দলে খেলোয়াড় সাপ্লাই করা। পাশাপাশি ডেভেলপমেন্ট লিগের জন্য দলটাকে তৈরি করা।' পরে সিনিয়ার দলের খেলোয়াড় সুহেলকে নিয়ে তিনি বলেন, 'সুহেল সবসময় খেলতে চায়। ভারতীয় দলে খেলেছে বলে কলকাতা লিগে খেলবে না, এমন কোনও মনোভাব ওর নেই। সুহেল অবশ্যই দলে থাকবে।'

এদিকে গতবার কলকাতা লিগে খেলা টাইসন সিং, সেরতো কমদের ছেড়ে দিয়েছে মোহনবাগান।

তিন সুপার ওভার খেলে জয় নেদারল্যান্ডসের

ত্রিদেশীয় টি২০ সিরিজ

গ্লাসগো, ১৬ জুন : এক-দুইটি নয়, তিন সুপার ওভার খেলে ত্রিদেশীয় টি২০ সিরিজে নেপালের বিরুদ্ধে জয় পেল নেদারল্যান্ডস। উত্তেজক এই ম্যাচে টসে হেরে ডাচরা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫২ রান করে। শেষ ওভারে ১৬ রান দরকার পরিস্থিতি থেকে দুই টেল এন্ডার নন্দন যাদব (৪ বলে অপরাজিত ১২) ও সন্দীপ লামিছানে (৩ বলে অপরাজিত ৪) নেপালকে ১৫২/৮ স্কোরে পৌঁছে দেন।

ম্যাচ টাই হওয়ার পর প্রথম সুপার ওভারে নেপাল ১ উইকেটে তোলে ১৯ রান। নেদারল্যান্ডস কোনও উইকেট না খুইয়ে সেই রানেই থামে। এরপর দ্বিতীয় সুপার ওভারে ডাচরা ১ উইকেটে তোলে ১৭ রান। দীপেন্দ্র সিং আইরি শেষ বলে ছক্কা মেরে নেপালকে বিনা উইকেটে ১৭ রানে পৌঁছে দেন। কিন্তু তৃতীয় সুপার ওভারে কোনও রান না তুলে ফিরে যায় তাদের দুই ব্যাটার। জবাবে লামিছানের প্রথম বলে ওভার বাউন্ডারি মেরে মাইকেল লেভিট নেদারল্যান্ডসের জয় নিশ্চিত করেন।

৪ গোল আয়ুষ্মানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে সোমবার এসএমসি ফুটবল অ্যাকাডেমি ৭-০ গোলে ভিএনসি মর্নিং সকারকে হারিয়েছে। এনআরআই

ম্যাচের সেরার পুরস্কার পুরস্কার নিচ্ছে আয়ুষ্মান দেবনাথ।

ইনস্টিটিউট মাঠে হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে ম্যাচের সেরা আয়ুষ্মান দেবনাথ। বাকি গোলগুলি জনি মিঞ্জ, প্রান্তিক রায় ও হেট ভিরানির। মঙ্গলবার খেলবে বিবাদী ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ড্রিম ফুটবল ক্লাব।

অন্যদিকে কালীকৃষ্ণ রায়, শ্যামল ঘোষ ও শান্তি গুহ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে সোমবার কমলাবাগান কোচিং ক্যাম্প না আসায় তাদের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন তরাই মর্নিংয়ের ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়েছে। আয়োজকদের তরফে বিপ্লব খাসনবীশ জানিয়েছেন, ম্যাচটি বুধবার করার পরিকল্পনা রয়েছে। মঙ্গলবার খেলবে নকশালবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও বাপি স্মৃতি এফসি।

চ্যাম্পিয়ন বঙ্গশ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে আয়োজিত ডিওয়াইএফআই-এর ৩০ নম্বর ওয়ার্ড শাখা কমিটির একদিবসীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বঙ্গশ্রী রয়্যালস। রানার্স হয়েছে কিশোর সংঘ। ফেয়ার প্লে ট্রফি ডায়নামিক পেয়েছে।

প্রথম ডিভিশনে ড্র রবীন্দ্র-বান্ধবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সোমবার গ্রুপ 'এ'-তে রবীন্দ্র সংঘ ও বান্ধব সংঘের খেলা গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা হয়ে বান্ধবের টিকা রাই পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। মঙ্গলবার গ্রুপ 'বি'-তে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের মুখোমুখি হবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন টিকা রাই। সোমবার।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা উষা লামা - কে 24.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 79G 57882 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার জীবন একটি অসাধারণ মোড় নিয়েছে, এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার চারিপাশে বেশ কয়েকজনকে জয়ী হতে দেখার পর আমিও কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং অবিশ্বাস্যভাবে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারটি জিতে গেছি।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রেজিস্ট্রেশন শুরু হল মহিলা ক্রিকেটারদের

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দপ্তরে চলছে মহিলা ক্রিকেটারদের রেজিস্ট্রেশন।

শিলিগুড়ির আজ ডু অর ডাই ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তঃ জেলা একদিবসীয় ক্রিকেটে চুঁচুড়ায় মঙ্গলবার শিলিগুড়ি খেলতে নামছে সিএবি সভাপতি একাদশের বিরুদ্ধে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহকারী ক্রিকেট সচিব উত্তম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'ম্যাচটা শিলিগুড়ির জন্য ডু অর ডাই ম্যাচ। রবিবার বৃষ্টির জন্য মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির তৃতীয় ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। এই ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পাওয়ায় তিন ম্যাচ খেলে শিলিগুড়ির সংগ্রহে ৩ পয়েন্ট। ৮ দলের নকআউট পর্বে জায়গা করতে হলে শিলিগুড়িকে এই ম্যাচটি জিততেই হবে।' একইসঙ্গে উত্তম আরও জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৬ দলের অনুশীলন ম্যাচ খেলার জন্য শিলিগুড়ির গৌরব মুন্ডা, যুবরাজ সিং, প্রবীণ ছেত্রী ও তুফান রায়কে সিএবি ডেকেছে। ১৯ জুন থেকে ১ জুলাই কল্যাণী অথবা সল্টলেকে হবে।

এদিকে, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়া পরিষদের দপ্তরে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মহিলা ক্রিকেটারদের রেজিস্ট্রেশন। উত্তম বলেছেন, 'প্রথমদিন ৬০ জন রেজিস্ট্রি করেছে। মঙ্গলবারও রেজিস্ট্রেশন চলবে বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। কত জন রেজিস্ট্রেশন করে দেখে নিয়ে সেই মতো ৪ অথবা ৬টি দলে ভারসাম্য রেখে ক্রিকেটারদের ভাগ করে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে।'